গয়াতীর্থ

পৌরাণিক নাটক

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—দশহরা, শুক্রবার ৪ঠা আষাঢ়, ১৩৪৪

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম. এ

একটাকা

প্রকাশক—
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ
১৩৯, কেশব সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

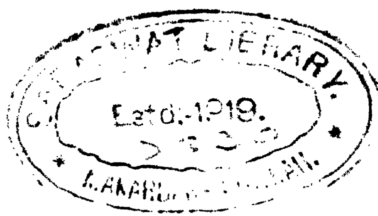
প্রিণ্টার—
শ্রীজহরলাল কুণ্ডু
বৈদ্যনাথ প্রেস
৩৬ নং ফকীর চক্রবর্ত্তী লেন,
কলিকাতা।

কলা-লক্ষ্মীর বরপুত্র,

আমার অগ্রজ-প্রতিম

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

মহাশয়ের করকমলে।



প্রীতিধন্য

মহেন্দ্র ঃ

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র

পুরুষ

বিষ্ণু, মহাদেব, ইন্দ্র, জয়ন্ত, যম, পবন, সূর্য্য, নারদ, মদন।

গয়াসুর	...	দৈত্য সম্রাট।
দীপ্তজিহ্ব, চিত্রাক্ষ	...	ঐ সেনাপতি।
কপিঞ্জল	...	ঋষি।
ভারবী, অষ্টক, করন্দম, জয়দ্বল, জাবালী	...	ঐ শিষ্যগণ।
দধিমুখ	...	জনৈক ব্রাহ্মণ।

অঘাসুর, ঘোঘাসুর, বকাসুর, জরাসুর প্রভৃতি দৈত্যগণ,
গ্রামবাসীগণ, প্রতিহারী ইত্যাদি।

স্ত্রী

শচী, স্বর্গ, ধরিত্রী, উর্ব্বশী, রতি।

সাগরিকা	...	সাগর-কন্যা।
ইলা	...	গয়াসুরের পালিতা কন্যা
গয়াসুরের মাতা।		
কলাপী	...	ঐ সঙ্গিনী।
পদ্মমণি	...	দধিমুখের স্ত্রী।

মীন-কন্যাগণ, দৈত্য-রমণীগণ, অপ্সরাগণ, সহচরীগণ প্রভৃতি।

কয়েকটী কথা

মর্ত্ত্যবাসী পাপ করে; আকাশের দেবতারা সেই পাপের দণ্ড বিধান করেন। কোনো দুঃখিনী মাতার বুক-ভাঙ্গা আর্ত্ত কাকুতি—কোনো প্রিয়-বিরহিতা বালিকা বধূর তপ্ত অশ্রুজল, প্রবৃত্তি-বিকার-বিহীন দেবতাকে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট ক'রতে পারে না। দেবতা কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হন যদি, তা হ'লে নাকি সৃষ্টির সাম্য রক্ষা হয় না। কিন্তু তবুও যুগ-সঞ্চিত বেদনায় জর্জ্জরিত জীবাত্মা সহসা দেবতার নিয়ম-তান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে প্রশ্ন করে, "মর্ত্ত্যজীবকে পাপাত্মা, পাপ সম্ভব ক'রে সৃষ্টি ক'রেছ তো তোমরাই; সে পাপের জন্য শাস্তি প্রাপ্য কার?" স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের এই শাশ্বত দ্বন্দ্ব নিয়েই গয়াতীর্থ নাটকের সূচনা। মূল আখ্যায়িকা পৌরাণিক হ'লেও নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতকে প্রবল করার জন্য অনেক স্থানে আমাকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হ'য়েছে। এটুকু স্বাধীনতা নাট্যকার মাত্রেই দাবী ক'রতে পারেন।

গয়াতীর্থ সম্বন্ধে দু' একটী কথা ব'লতে ব'সে আজ বিশেষ ক'রে মনে পড়ে আমার কৈশোর জীবনের শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কথা। বহু দুঃখক্লিষ্ট জীবনের অন্তরালে যা কিছু সুন্দর ও শিব তার প্রথম আভাস পাই শ্রীযুক্ত কিরণ বাবুর নিকট থেকেই। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে কলা-লক্ষ্মীর বরপুত্র আমার অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী মহাশয়কে। আমার পক্ষে কোনো দিনই নাটক রচনা সম্ভব হ'ত না— নির্ম্মল বাবুর স্নেহ ও সাহচর্য্য যদি না পেতাম।

আমার এই প্রথম নাটকখানি অভিনয়ের জন্য কিন্তু সম্পূর্ণরূপে দায়ী প্রযোজক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়। গয়াতীর্থের সঙ্গে কালীপ্রসাদ

বাবু কেবল প্রযোজক হিসাবেই সংস্পৃষ্ট নন ; তিনি এর রচনাধারারও আমূল সংস্কার ক'রেছেন। বহুস্থানে স্বরচিত অংশ যোজনা ক'রে নাটকখানিকে রসসমৃদ্ধ ক'রেছেন। বাঙ্গলাদেশ থেকে হাজার মাইল দূরের এই প্রবাসী নাট্যকারের পঁচিশ বছর বয়সে লেখা প্রথম রচনাকে তিনি যে স্নেহের চক্ষে দেখেছেন সে জন্যে মৌখিক ঋণ স্বীকার ক'রে তাঁর স্নেহ প্রীতিকে আমি অবমাননা ক'রব না।

গয়াতীর্থ অভিনয়কে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করবার জন্যে মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষ মুক্তহস্তে অর্থব্যয় ক'রেছেন। মঞ্চসজ্জার ভার নিয়েছেন বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মঞ্চশিল্পী শ্রীযুক্ত পরেশ চন্দ্র বসু, নৃত্য পরিকল্পনা ক'রেছেন নৃত্যগুরু শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গাঙ্গুলী এবং সঙ্গীতে সুর যোজনা ক'রেছেন সেই গীতাচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র যাঁর মধু-নিস্যন্দী সুরধারায় আজ সারা বাঙ্গলাদেশ অভিসিঞ্চিত। এঁদের সবার উদ্দেশে এবং মিনার্ভার সমস্ত নট-নটী, যাঁরা আমার মানসী কল্পনাকে পাদ-প্রদীপের আলোকে রূপায়িত ক'রেছেন—তাঁদের স্মরণ ক'রে— এই হাজার মাইল দূর থেকে আমার মুগ্ধ মনের অভিবাদন জানালাম। ইতি—

১৮ই জুন, ১৯৩৭ } নাট্যকার।

বিঃ দ্রঃ—প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে [ ] বন্ধনীযুক্ত অংশগুলি পাঠ-সৌকর্য্যার্থ রক্ষিত হইয়াছে ;—অভিনয়ে পরিত্যক্ত হয়।

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্রপাত্রীগণ ;

সত্ত্বাধিকারী	শ্রীযুক্ত সলিল কুমার মিত্র বি, কম্,
অধ্যক্ষ	,, জ্ঞানেন্দ্র কুমার মিত্র
প্রযোজক	,, কালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস্, সি,
সুরশিল্পী	,, কৃষ্ণচন্দ্র দে
মঞ্চশিল্পী	,, পরেশ চন্দ্র বসু (পটলবাবু)
নৃত্যাচার্য্য	,, সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়িবাবু)
মঞ্চ তত্ত্বাবধায়ক	,, যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
স্মারক	ভক্তিবিনোদ বিমল ঘোষ ও শ্রীযুক্ত জ্ঞান বসু
হারমোনিয়ম বাদক	শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ পাল
বংশীবাদক	,, ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পিয়ানোবাদক	,, সন্তোষ দাস (ভুলুবাবু)
কর্ণেট বাদক	,, জীতেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী
বেহালা বাদক	,, ললিত মোহন বসাক
সঙ্গতকারী	,, সতীশ চন্দ্র বসাক
আলোক পরিচালক	,, মন্মথ নাথ ঘোষ
রূপ সজ্জাকর	,, নন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায়
এম্প্লিফায়ার বাদক	,, দুলাল মল্লিক
বিষ্ণু	,, বঙ্কিম চন্দ্র দত্ত
মহাদেব	,, গোপাল চন্দ্র দাস দে
ইন্দ্র	,, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
জয়ন্ত	,, রবীন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী
যম	,, প্রফুল্ল কুমার দাস (হাজুবাবু)
পবন	,, মুরারী মুখোপাধ্যায় (বাণীবাবু)

সূর্য্য   শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

নারদ   ,, উমাপদ বসু

মদন   শ্রীমতী সবিতা

গয়াসুর   শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দীপ্তজিহ্ব   ,, কামাখ্যা চরণ চট্টোপাধ্যায়

চিত্রাঙ্ক   ,, সুশীল কুমার ঘোষ

কপিঞ্জল   ,, কুসুম কুমার গোস্বামী

দধিমুখ   ,, রণজিৎ রায়

শিষ্যগণ, গ্রামবাসীগণ ও অসুরগণ—গোপাল ভট্ট, বিষ্ণু সেন, গোষ্ঠ ঘোষাল, অশ্বিনী মুখোঃ, মণি চট্টোঃ, অমূল্য মুখোঃ, শরৎ সুর, বিজয় মিত্র, সন্তোষ বন্দ্যোঃ, ননী বন্দ্যোঃ, কালী মজুমদার, রতন সেন, নলিন বাগ, সদানন্দ ঘোষ, সুকুমার।

শচী   শ্রীমতী বেলারাণী

স্বর্গ   ,, [illegible] জ্যোতি

ধরিত্রী   ,, রাধারাণী

উর্ব্বশী   ,, রাজলক্ষ্মী (খেঁদী)

রতি   ,, শেফালিকা

সাগরিকা ও ইলা   ,, তারকবালা (লাইট্)

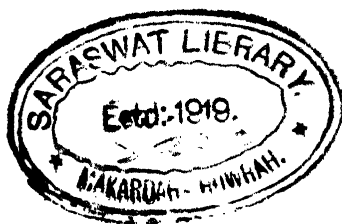
গয়াসুরের মাতা   ,, নিভাননী

কলাপী   ,, করুণাময়ী

পদ্মমণি   ,, দুনিয়াবালা

সাগরিকার সহচরী   ,, তারকবালা (ছোট)

নর্ত্তকীগণ—রাজলক্ষ্মী, তারকদাসী, তারকবালা (ছোট), রাণীবালা, রেণুকা, মুকুল, বকুল, দুনিয়াবালা, দুনিয়ারাণী, রবি, সাবিত্রী, সুশীলা, পটলমণি, মুক্তারাণী দুর্গারাণী, প্রভা, ইন্দু, শিবানী, লতিকা, হাসি, পারুল, রেণু, আশা, রাণীবালা, নন্দরাণী, সবিতা, সরসী, মানদা, রাধারাণী ইত্যাদি।



গয়াতীর্থ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সমুদ্রের তলদেশ—সাগরিকার জল-ভবন।

মীন-কন্যাদের গীত।

নীল সাগরে ভেসে আসি অতল তলে যাই।
প্রবাল পুরীর স্বপন মায়া আঁখিতে বুলাই॥
জোয়ার আসে সাগর জলে আকুল করে কূল,
সেই জোয়ারে ভেসে মোরা তুলি দোদুল দুল।
জোয়ার আসে জলবালার দেহের সাগরে,
মৃণাল বাহু বাঁধতে আকুল নবীন নাগরে।
কে তুমি গো সোণার নাগর, কেমন তোমার ছাঁদ,
কোন সাগরের কূলে থাক, কোন গগনের চাঁদ!
প্রবাল খাটে শুতে দিব, মরকতে দীপ জ্বালিব,
মৃণাল বাহু বিছিয়ে দিব, তোমায় যদি পাই॥

(দৃশ্যান্তর)

সমুদ্রের উপরিভাগ—সম্মুখে বেলাভূমি।

(জলমধ্য হইতে সূর্য্য ও মীন-কন্যা সাগরিকার আবির্ভাব।)

সূর্য্য। প্রিয়া, এবার বিদায় দাও;
রক্তবর্ণ আলোক ছটায় উদ্ভাসিয়া নিখিল জগৎ
উদয় শিখরে মম হবে অধিষ্ঠান।

সাগরিকা। কেন? এখনো তো মধুরাতি হয় নাই শেষ!
এখনো ফুটেনি ফুল, ভাঙ্গে নাই তারার স্বপন—
এ সময়ে কোথা যাবে আমারে ফেলিয়া?
না—না প্রিয়তম, আরো ক্ষণকাল রহ;
ক্ষণকাল রহি এই জলতল প্রবাল শয়নে
আকণ্ঠ করিয়া তৃপ্ত ভুঞ্জ মোর অধর মদিরা।

সূর্য্য। অনেক ভুঞ্জেছি প্রিয়া;
সারা নিশা তোমার ভবনে যাপিয়াছি আনন্দ উৎসবে
দিয়েছিলে সুখ শয্যা সুতপ্ত মধুর—
মরাল মিথুন আঁকা পালঙ্ক উপরি।
তুমি গেয়েছিলে গান, মীন-কন্যা শত সহচরী
জল-তরঙ্গের তালে নাচিয়া নাচিয়া
বিভ্রম আনিয়াছিল নয়নে আমার।
হে প্রেয়সী, তৃপ্ত আমি—তৃপ্ত আমি সেবায় তোমার।
[তব উপহার—
মকর কেতন চূড়া এই হের সযতনে
রেখেছি ললাটে। লীলা কমলের মালা—

দেখো চেয়ে—
এখনো এ কণ্ঠ 'পরে সানন্দে দুলিছে।

সাগ। তাই যদি হয়, সত্য যদি ভাল লাগে
মোর উপহার, ভালো লাগে যদি মোর
প্রণয় গুঞ্জন—
তবে কেন যাবে প্রিয়তম?
পুষ্পমাল্য হ'য়েছে মলিন? মধু তার গেছে কি ঝরিয়া?
নাও নাও তবে নব মাল্য অশ্রু ধৌত শুভ্র সুকোমল
নাও তব প্রেমিকার নব উপহার।

সূর্য্য। ক্ষান্ত হও সাগরিকা, নব মাল্য আর নাহি চাই।
রজনী বিগতা হ'ল ঐ শোনো—শোনো—
দিকে দিকে জাগে মোর আগমনী গান—
পত্র পুষ্প পল্লব মর্ম্মরে।
ওই হের যজ্ঞ-ধূম-আরক্ত-নয়না
তাপস-কুমারী ঊষা আনে মোর
উদ্বোধন মাঙ্গলিক ভার।
যেতে হবে—যেতে হবে উদয় শিখরে
স্বর্ণ রথে বসিতে এখনি।]

সাগ। প্রিয়তম—

সূর্য্য। ছিঃ! নিতান্ত বালিকা সম
এ কি তব ব্যবহার অতি বিপরীত?
বাধা দাও কর্ত্তব্য সাধনে!
মহাকার্য্য সম্মুখে আমার—

সাগ। কাজ—শুধু কাজ!

এই যে বেদনা মোর, এই যে মিনতি
সারা-মর্ম্ম-নিপীড়িত, এই মোর তপ্ত আঁখি-জল—
এ কি তবে কিছু নয় ?
অনন্ত কাজের মাঝে এর কি গো—
এতটুকু স্থান নাই প্রিয় ?
[বাঁধিনু—বাঁধিনু তোমা মৃণাল বন্ধনে ;
দেখিব নিষ্ঠুর, এ বন্ধন ছিন্ন করি কেমনে পালাও ।

সূর্য্য । মৃণাল বন্ধন !] মুগ্ধা নারী
আঁখিজল আর ওই অতি ক্ষীণ বাহুর বন্ধনে
বাঁধিয়া রাখিতে চাও উদয় ভাস্করে !
হায় হায় এত ভীরু, প্রেম বশে
এমন বিবশা করি কেন তোমা রচিলেন ধাতা !
ভেবেছিনু বলিব না তোমা—
কিন্তু আর তো গোপন করা চলে না সে কথা !
শোনো সাগরিকা—দেবেন্দ্রের আজ্ঞা বাহি
এসেছিল অলক্ষ্যে পবন—ক'য়ে গেল—
ক্ষীরোদ সাগর বাস আজি হ'তে সমাপ্ত আমার,
শেষ লগ্ন আজি প্রিয়া মধু যামিনীর ।

সাগ । প্রিয়তম, একি কথা—একি কথা শুনি তব মুখে
শেষ নিশা—আজি শেষ নিশা মধু মিলনের !
আর আসিবেনা তুমি ক্ষীরোদ সাগরে !
দিনান্তে গোধূলি লগ্নে ক্লান্ত হাসি হেসে—
আর আসিবে না মোর চুম্বন মাগিয়া
জলতল প্রবাল মন্দিরে !

মিলন সঙ্গীত মোর, বরমাল্য গাঁথা,
জীবন দেবতা পায়ে প্রণয় অঞ্জলী—
শেষ—শেষ—চিরতরে শেষ হবে আজি !
না—না, একি কথা ! নহ তুমি এমন নিষ্ঠুর
প্রিয় মোর নহে কভু এমন পাষাণ—

সূর্য্য । নিরুপায়—নিরুপায় সাগর নন্দিনী
বাসবের আজ্ঞা পালি আনত মস্তকে ;
বাসবের আজ্ঞাবহ্ আমরা দেবতা ।
সৃষ্টির রক্ষণ হেতু যন্ত্র-পুত্তলিকা সম
কার্য্য ক'রে যাই । অন্তরের ব্যথা, প্রেম,
প্রিয়ার মিনতি বিচলিত করে যদি
দেবতার মন, কঠোর কর্ত্তব্যে তার
ঘটিবে বিচ্যুতি, সৃষ্টি হবে আঁধারে বিলীন ।
তাই পাষাণে বেঁধেছি হিয়া ; পাষাণ—
পাষাণ সমান তাই দূর দেশে চলিলাম প্রিয়া ।

সাগ । প্রিয়তম, প্রিয়তম—জীবন বল্লভ,
না—না পরিহাস—পরিহাস করিতেছ তুমি !

সূর্য্য । নহে পরিহাস—কহি সত্য কথা
শোনো মর্ত্ত্য নিবাসিনী নারী,
আমরা দেবতা—
নারী সনে প্রেম, সে কেবল আমাদের
ক্ষণিক বিলাস—পলকের আনন্দ বিভ্রম ।
স্বাধীনতা দেবের কোথায় ?
নিয়ম তান্ত্রিক মোরা যন্ত্র পুত্তলিকা ।

দেবতা ভুলিয়া যায় দিবালোকে নিশার স্বপন—
বিমলিন মালা
রাত্রিশেষে ছুঁড়ে ফেলে দিয়া,
চ'লে যেতে হয় তারে নিয়ম পালিতে।
ভুলে যাও জলবালা, ভুলে যাও অতীতের কথা,
ভুলে যাও দেবতার ক্ষণিক প্রণয়—

সাগ। ভুলে যাব—ভুলে যাব প্রণয় তোমার!
দীর্ঘ এক বর্ষকাল প্রতি রাত্রি মিলনের পরে—
আজ তুমি হেন কথা করো উচ্চারণ?
যৌবনে প্রস্ফুট দেহ অকলঙ্ক কুমারী হৃদয়
নারীত্বের শ্রেষ্ঠ গর্ব্ব, শ্রেষ্ঠ রত্ন সতীত্ব ভূষণ
একে একে তব পদে দিনু উপহার
পরিবর্ত্তে তার—
আজ তুমি কহ কিনা ক্ষণিক বিলাস,
মুহূর্ত্তের মত্ততা কেবল!
নির্ল্লজ্জ পাষাণ প্রাণ, নির্ম্মম দেবতা,
এই যদি মনে ছিল তব—
কেন তবে এসেছিলে মর্ত্ত্যভূমি নিবাসিনী
বালিকার কাছে?
কেন তবে কাম লুব্ধ নয়ন মেলিয়া
চেয়েছিলে অকলঙ্ক কুমারীর পানে?
লজ্জাহীন, কামুক, লম্পট—
না, না ক্ষমা করো, হ'য়েছি উদ্ধত
কি বলিতে কি বলেছি, ক্ষমা করো জীবন দেবতা—

তুমি জানো—তুমি জানো প্রভু,
তোমার চরণতল আশ্রয় ব্যতীত
অভাগিনী বালিকার স্থান নাহি কোথা।

সূর্য্য। মুছ আঁখি—মুছ আঁখি সাগর তনয়া।
দেব আজ্ঞা শিরে ধরি—
বর্ষকাল যাপিয়াছি সুখ নিশা তোমার ভবনে।
দেব আজ্ঞা শিরে ধরি—
পুনরায় লইনু বিদায়।
এই এক বর্ষ ধরি দেহের ভৃঙ্গার হ'তে
যত সুধা মর্ম্মে মোর ক'রেছ সিঞ্চন—
নিভৃতে—নিভৃতে রহিবে তাহা নিয়ত সঞ্চিত
সঙ্গোপনে নিত্যকাল হয়তো বা তাহারই স্মরণে—
চিত্ত মোর ক্ষণে ক্ষণে উঠিবে গুমরি,
তবু নিরুপায় প্রিয়া চলিতে হইবে।
আমারে বিদায় দাও, মুছ অশ্রু, কাঁদিও না প্রিয়া!

সাগ। ভাল, তবে তাই হোক—তাই হোক তবে—
চ'লে যাও দেব অংশুমালী,
কাঁদিব না—কাঁদিব না আমি—
ধরণীর অতি ক্ষুদ্র জীব—
কি শক্তি আমার আছে—কোন পুণ্য আছে
যার বলে বিশ্বপূজ্য দেবতারে রাখিব ধরিয়া?
যাও প্রিয়তম, আমার নাহিক কোনো ক্ষোভ,
কিন্তু হে দেবতা—
বহ্নি দীপ্ত তেজে তব উদ্ভব যাহার—

তব দেহ-দ্যুতি খেলে যার কলেবরে—
যে তোমার লোকাতীত সৌন্দর্য্যের দিব্য প্রতিকৃতি—
এই সেই নন্দিনী আমার।
ইহারে গ্রহণ করো প্রার্থনা আমার,
করিও পালন এরে দেবী রূপে দেবতা সমাজে।

সূর্য্য। প্রিয়া—প্রিয়া, দানের অতীত বস্তু করিয়া প্রার্থনা
বিকল ক'রোনা মোরে।
কন্যারে তোমার দেবীরূপে স্বর্গলোকে
কেমনে লইব? দেবত্ব সে সুদুর্লভ ধন।
তপস্যার হোমাগ্নিতে তিলে তিলে দেহ বিসর্জ্জিয়া
তবে তাহা করায়ত্ব হয়।
অন্য বর—অন্য বর বাঞ্ছা থাকে যদি—
অসঙ্কোচে জানাও আমারে,
দেবত্ব প্রদান করা অতি অসম্ভব।

সাগ। না, না, হ'য়োনা নিষ্ঠুর প্রিয়তম,
আমি যাবো অনন্ত নরকে—
ক্ষতি নাই; কিন্তু দেব,
কেমনে ভুলিয়া যাও—
তুমি পিতা এ শিশুকন্যার! কে ইহারে
দেব পুরী হ'তে তবে করিবে বঞ্চিত!

সূর্য্য। বৃথা বিতণ্ডায় শুধু উদয়ের কাল ব'য়ে যায়
আর অপেক্ষিতে নারি।
মোর কথা প্রতীতি না হয়,
জিজ্ঞাসহ আহ্বানিয়া দেবতা সমাজে।

সাগ। কেমনে প্রতীতি হবে হেন অসম্ভব ?
কোথা তুমি ত্রিংশ কোটী দেবতা পূজিত
স্বর্গাধিপ দেবেন্দ্র বাসব !

(ইন্দ্রের আবির্ভাব)

কহ দেব, সদ্যোজাত এই কন্যা
জন্ম যার দ্যুতিমান ভাস্করের তেজে—
তারে কি লবে না তব দেবতা সমাজে ?

ইন্দ্র। জন্মদাতা দেবতা ভাস্কর,
কিন্তু মাতা মর্ত্ত্য-নিবাসিনী।
দেবকুলে দেবীমাঝে কি প্রকারে তার হবে স্থান ?
দেবতা ক'রেছে সৃষ্টি বিশ্ব-চরাচর,
তাই ব'লে বিশ্বের সকল জীব
কভু কি গো দেবত্বের পায় অধিকার ?

সাগ। কেন নাহি পাবে ?
যে দেবতা নিজে নাহি পারে কভু দেবতা সৃজিতে
ধিক—ধিক তার শক্তির গৌরবে।
না—না তব বাণী অতি ভ্রমাত্মক,
বিশ্বাস করিতে নারি।
কোথা তবে বিশ্বের সুচির সখা—
ব্রহ্মশ্বাস অধিষ্ঠাতা দেবতা পবন !

(পবনের আবির্ভাব)

তুমি কহ—তুমি কহ স্বরূপ আমারে ?

পবন। দেবরাজ মহাপ্রাজ্ঞ বাসব যে কথা
বলিলেন তোমারে এখনি—
সে-ই মহা সত্য, কন্যা তব
দেবপুরে প্রতি-গৃহ্যা নহে।

সাগ। ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র ক'রেছ সকলে!
যাও তুমি দেবতা পবন, তব কথা
কিছু আমি চাহিনা শুনিতে।
দেখা দাও—দেখা দাও এ বিশ্বের অন্তিম আশ্রয়
ধর্ম্মরাজ কালপতি যম!

(যমের আবির্ভাব)

কহ দেব, বাঞ্ছা মোর হইবে পূরণ ?

যম। সাগর নন্দিনী—

সাগ। বল—বল তুমি, দেব অংশীভূতা এই দুহিতা আমার
দেবপুরে লভিবে আশ্রয় ?

যম। লভিবে আশ্রয়!
চরাচরে যত জীব মৃত্যু-অন্তে যমপুরে
লভয়ে আশ্রয়। তোমার নন্দিনী
সে-ও পাবে। তবে তাহা মৃত্যু-অন্তে,
আপাততঃ নহে।

সূর্য্য। বিদায়—বিদায় প্রিয়া
পার যদি ক্ষমা ক'রো মোরে।

(সূর্য্যের উদয়গিরিতে অধিষ্ঠান ও তাহার রথ-চক্র ঘুরিতে লাগিল)

ওঃ একি হ'ল—একি হ'ল !
সকল বাসনা মোর সকল কামনা,
জীবনের সর্ব্ব সাধ—ধ্যান-লব্ধ তপস্যার
সর্ব্ব শুভফল—মুহূর্ত্তেকে চূর্ণ হ'য়ে গেল !

ইন্দ্র। মীন-কন্যা, মনক্ষোভ কর পরিহার।
আমি ইন্দ্র করি আশীর্ব্বাদ—
তোমার নন্দিনী হবে অনিন্দ্য সুন্দরী
বিশ্বলোকে নারী-শিরোমণি।

মায়া। বিশ্বলোকে নারী-শিরোমণি—অনিন্দ্য সুন্দরী !
চমৎকার—চমৎকার !
তার পর একদিন বসন্ত বাতাসে
উদ্‌ভ্রান্ত দেবতা এক পথহারা হ'য়ে
বক্ষে তারে বাহুপাশে বাঁধিয়া লইবে।
পুনরায় একদিন কর্ত্তব্য সাধিতে
শুষ্ক মাল্য সম তারে ফেলে দিয়ে যাবে।
চমৎকার—চমৎকার !

সূর্য্য। প্রিয়া—

মায়া। না—না, হবেনা—হবেনা তাহা।
কোথা যাও নির্ম্মম দেবতাকুল
ইহকাল, পরকাল, সর্ব্বকাল বিচূর্ণিত করি !
দাঁড়াও আকাশ পটে।
স্বেচ্ছাচার রথ চক্র তব—কালচক্র করুণা-বিহীন
সতীত্বের দীপ্ত তেজে এক সাথে হউক স্তম্ভিত।

(চক্র নিশ্চল হইল)

দেবগণ। একি ! একি ! একি মহা আশ্চর্য্য ঘটন !

সাগ। শোন'—শোন' ওহে দেবগণ,
মহাশ্চর্য্য আরো কিছু করহ শ্রবণ।
সমস্ত হৃদয় দিয়া পূজিয়াছি যেই দেবতারে,
দেহ, প্রাণ, মন, সত্য-ধর্ম্ম সতীত্ব ভূষণ—
নিঃশেষে যাহার পদে দিয়াছি অঞ্জলী—
মর্ত্ত্য-নিবাসিনী আমি এই অপরাধে
যে দেবতা আমার সে প্রেম-অর্ঘ্য তুচ্ছ করি যায়,
তাহার রথের চক্র স্তম্ভিত করিয়া
উচ্চকণ্ঠে কহি শোন' সবে,
নহি আমি স্বর্গ বারাঙ্গনা—
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা,—
ক্ষণিক বিলাস-বশে
দেবতারে করি নাই এ দেহ বিক্রয়।
পতি জ্ঞানে অর্চ্চিয়াছি দেবতা ভাস্করে।
আমার নন্দিনী হবে দেবী কুলে—দেবী শিরোমণি,
ইন্দ্রাণী পূজিবে তার ধরিয়া চরণ।

মীনকন্যাগণ। সখি, সখি—

সাগ। তাও যদি নাহি হয়,
আরো অসম্ভব—আরো অসম্ভব কার্য্য করিব নিশ্চয়।
মাতৃত্ব করিব হত্যা।
উন্মাদিনী ছিন্নমস্তা সম
আপন বক্ষের ধন—আপন সন্তান
নিজ হাতে আছাড়িয়া ফেলিব ও পাষাণ ফলকে।

নী-ক-গণ। সখি, সখি, উন্মাদিনী হইলে কি শেষে ?
কে আছ—কে আছ করুণাময়,
রক্ষা করো জননীরে—রক্ষা করো শিশুর জীবন।

সাগ। ডাক্ ডাক্ ওরে উচ্চকণ্ঠে ডাক্ লো সজনি—
কে আছ গো শক্তিমান,
চূর্ণ কর দেবতার গর্ব্ব অহঙ্কার।
ছুটে এসো রক্ষা করো শিশুর জীবন ;
নহে অনন্ত প্রলয় হ'ল—
বিশ্ব গেল প্লাবনে ভাসিয়া !
মাতৃ হস্তে হত্যা হ'ল আপন সন্তান।

(শিশুকে নিক্ষেপ করিবার জন্য তুলিয়া ধরিল
অকস্মাৎ গয়াসুরের প্রবেশ)

গয়া। ভয় নাই—ভয় নাই মাতা
শিশুহত্যা করিতে হবে না,
সন্তান তুলিয়া দাও মোর বাহু মাঝে—
দাও মোর তৃষাতুর ব্যগ্র বক্ষ 'পরে।

দেবগণ। কে তুমি—কে তুমি !

গয়া। পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন ?
নহি দেব নন্দন-নিবাসী।
মর্ত্ত্যের মাটীতে জন্ম, নর-দেহধারী,
মৃত্তিকা-মায়ের বক্ষ-সুধা করিয়াছি পান,
তাই শিখিয়াছি মাতৃত্বেরে করিতে সম্মান ;
মাতৃ অপমান কভু না সহিব।

শুন দেবগণ অমরা নিবাসী,
যুগ-যুগান্তর ধরি
ধরিত্রীর স্নেহ অঙ্কে লভিয়া জনম
দেবতার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছে যারা—
সেই সে দানব কুলে জনম আমার
গয়াসুর নাম।
মাতা, এ সন্তান মোরে দাও করিব পালন।
নিরানন্দ গৃহে মোর এ শিশুর হাসি
জ্বালাইবে উৎসব-প্রদীপ।
মর্ত্ত্য নিবাসিনী তুমি মাতা
তোমার সন্তানে দেবী আখ্যা দিল না দেবতা,
দেবী যদি নাহি হয়—হইল দানবী,
কি ক্ষতি তাহাতে?
দানবী নামেতে কন্যা আজি হ'তে হবে পরিচিতা।

সাগ। তাই হোক্।
নাও—নাও নিয়ে যাও সন্তানে আমার— (কন্যা দান)
নিয়ে যাও শিশু কন্যা,—
তার সাথে নাও
অক্ষয় এ বর্ম্ম আর শর শরাসন।
আমার মাতৃত্ব শক্তি
এই অস্ত্র-বর্ম্ম-মাঝে প্রচ্ছন্ন রহিল।
অনাগত ভবিষ্যতে মর্ত্ত্য ও অমর লোকে
হবে মহা বিপ্লব সূচনা—
হেতু তার নন্দিনী আমার।

নাও—নাও হে দানবপতি—
দেবযুদ্ধে নাও তুমি মা'র আশীর্ব্বাদ।

(অস্ত্র বর্ম্ম দান)

গয়া　　দাও—দাও মাতা, দাও আশীর্ব্বাদ !
সন্তানেরে শক্তি দিয়ে পশ মাতা সলিল মন্দিরে,
চলিলাম কন্যা লয়ে আপন ভবনে।
যাও—যাও হে অমরাবতী নিবাসী দেবতা
তোমরা অমরাবতী পুণ্যধাম মাঝে
সানন্দে বিশ্রাম করো আরো কিছুদিন।
এবার চলিল ফিরে মর্ত্ত্যবাসী প্রমত্ত দানব—
মাতৃশক্তি আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া ;
সে শক্তির পরিচয়—
যথাকালে অবশ্য লভিবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন।

বন-বালাদের গীত।

মা মাগো মা—ওমা নন্দরাণী, দেখ মা চেয়ে,
তোর আঙিনায় তোর কোলে মা কে এসেছে!
আকাশ হ'তে চাঁদের টুকরা খ'সে প'ড়েছে!
ওমা, নে মা কোলে—
ওমা নে মা কোলে কালো ছেলে কালো মাণিকপারা
কোন আবাগী রইল বেঁচে এমন মাণিক হারা?
হাত বাড়ায়ে সোণার নিধি হেসে উঠেছে,
হাসি দেখে বিশ্ব ভুবন নেচে উঠেছে॥

প্রস্থান।

(সাগরিকার শিশুকন্যাকে লইয়া গয়াসুর ও তৎপশ্চাতে গয়াসুরের মাতা ও কলাপীর প্রবেশ।)

গয়া। মা—মাগো—জননী আমার!
হের মাতা—
কাহারে এনেছি আজি
তব পদে দিতে উপহার।

গয়া-মা। একি! কোথা পেলি সদ্যোজাত শিশু?
গয়—গয়!—

কলাপী। কি সুন্দর শিশু মাগো!

দাও শিশু মোরে—
আশ্রম-বাসিনীগণে দেখাইয়া আনি।

[শিশুকে লইয়া প্রস্থান।

গয়া। নাগো! দেবতার অবিচার
সহ্য নাহি হ'ল!
ক্ষীরোদ সাগর তীরে
তপোভঙ্গে দেখি
নির্য্যাতিতা রমণীর মাতৃত্ব কাঁদিছে।
অবিচারে মাতৃত্বেরে করি অপমান
দেবতা ফেলিয়া যায় সদ্যোজাত শিশু!
আমি তারে বক্ষপুটে তুলি
সমাদরে তাই মাতা এনেছি কুড়ায়ে।

গয়া-মা। দেবতার সহ দ্বন্দ্ব!
কহ পুত্র, দেব সনে সাধিয়াছ বাদ?

গয়া। ইথে কি বিস্ময় মাতা!
পক্ষাপক্ষ নাহি জানি—
জানিবার নাহি প্রয়োজন।
আছিলেন দেবেন্দ্র বাসব
মৃত্যুপতি যম, পবন, অরুণ,
হেরিলাম সমভাবে সবে নিষ্করুণ!
তাই—তাই—
একি কাঁপিতেছ তুমি?
চক্ষে তব নামে জল ধারা? মাতা—মাতা—

গয়া-মা। কাছে আয় ওরে বৎস, আরো কাছে আয়।

আমার বুকের মাঝে—
আয় মোর চঞ্চল বিহগ,
দীর্ঘ দিন তোর কাছে যে কাহিনী রেখেছি লুকায়ে—
সেই কথা আজ তোমা কব প্রাণাধিক !—

গয়া। মাতা—

গয়া-মা। জানো বৎস,
বীরত্ব-মহিমা-দীপ্ত দৈত্যকুলে উদ্ভব তোমার।
কিন্তু নাহি জানো—
পিতা তব দৈত্যপতি ত্রিপুর অসুর—

গয়া। ত্রিপুর অসুর !

গয়া-মা। ওই বিন্ধ্য অদ্রি সম সমুন্নত দীর্ঘ বরবপু—
ললাটে জ্বলিত তাঁর মধ্যাহ্নের শত দীপ্ত রবি,
একাদশ রুদ্র যেন রেণু রেণু হ'য়ে—
সে দেহের প্রতি রোমে উৎসারিত তেজঃপুঞ্জ সদা
রণ-সাজে মহাবীর সাজিত যখন
পদ-চাপে কাঁপিত মেদিনী,
সিন্ধু-জলে উঠিত কল্লোল,
আকাশ করিত ভয়ে রক্তবর্ণ বিদ্যুৎ বমন।
এত শক্তি, কিন্তু হায় কি ফল ফলিল ?
বিশ্বজয়ী হেন শক্তি
দেব-রোষে সব ভস্ম হ'ল।

গয়া। দেব-রোষে ! কহ মাতা, কহ সবিশেষ !—

গয়া-মা। কি কহিব ? এখনো স্মরণে মোর ভয়ে কাঁপে বুক,
ওষ্ঠ জিহ্বা শুষ্ক হয়ে আসে !

দেব রণে মাতিলেন অসুর সম্রাট—
মনে হ'ল বিশ্বে বুঝি আসিল প্রলয়।
গর্ভে মোর সে সময়ে আছিল সন্তান—
তাহার কল্যাণ চাহি দুরু দুরু বুকে
নারায়ণ মন্দিরেতে লইনু আশ্রয়।
রাত্রিদিন বসি যোগাসনে—
ইষ্টদেবে এক মনে জপিতে লাগিনু—
জপিতে জপিতে অকস্মাৎ
দেখিনু নয়নে—
যেন—যেন—সেই বিগ্রহ হইতে—
গয়—গয়—পুত্র—

গয়া। মাতা—মাতা—রোমাঞ্চিতা কি হেতু জননী—
স্বেদজল কেন ঝরে পড়ে?
কহ মোরে—বিগ্রহ হইতে—

গয়া-মা। অপূর্ব্ব সুন্দর এক ঘন নীল স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ-শিখা
ধীরে ধীরে দেহে মোর করিল প্রবেশ,
ধীরে ধীরে প্রতি রশ্মি তার
গর্ভস্থ শিশুর মাঝে হ'ল সঞ্চারিত,
মা—মা, ব'লে যেন শিশু ডাকিল আমারে
আনন্দে আচ্ছন্ন হ'য়ে জ্ঞানহারা পড়িনু ভূতলে।

গয়া। তারপর—তারপর মাতা?

গয়া-মা। তারপর? মূর্চ্ছা ভেঙ্গে গেল মোর
দৈত্যপুর-নারীদের দীর্ণ হাহাকারে;
চেয়ে দেখি দাউ দাউ চিতানল উঠেছে আকাশে—

রণক্লান্ত দৈত্যনাথ ত্রিপুর অসুর
অনল পালঙ্কোপরি চক্ষু মুদি আছেন পড়িয়া।
দিব ঝাঁপ চিতানলে হ'ল আকিঞ্চন—
কিন্তু ওরে শিশু, তুই—তুই মোরে
ক্ষুদ্র বাহু-ডোর দিয়া বাঁধিয়া রাখিলি—
সে বাঁধন ছাড়াতে নারিনু! ওরে পুত্র,
তোর তরে যত ভয় মোর।

গয়া। ত্যজ শঙ্কা জননী আমার।
বিষাদ কি হেতু মাতা? মুছ আঁখি জল।
অজ্ঞানে অবোধ প্রাণে এতকাল
দেবপূজা করিয়া এসেছি!
আজি হ'তে নহে পূজা—দেব-হিংসা—
দেবহিংসা হ'ল মোর জীবনের ব্রত!

গয়া-মা। চুপ্ চুপ্—এই ভয়ে, এই ভয়ে শুধু
তোরে নিয়ে রাজ্য ত্যজি এসেছি কাননে।
এই ভয়ে মিথ্যা পরিচয়ে তোরে, এত কাল
রেখেছি লুকায়ে! দেবতার সনে বাদ—
ফল তার কোন কালে শুভ নাহি হয়।
পুত্র দেবরণে মাতিও না তুমি।

গয়। শঙ্কিত হোয়ো না মাতা
ত্রিপুর নন্দন আমি, জন্মক্ষেত্রে মম
রয়েছেন চক্রধারী নিজে নারায়ণ।
প্রাণভয়ে, তুচ্ছ প্রাণভয়ে
সন্তানে বারিবে মাতা কর্ত্তব্য হইতে!

গয়া-মা। বুঝিয়াছি, দৈব বলবান!
দেবতার সহ বাদ দৈবের বিধান।
ক্ষুদ্রশক্তি আমি, কি সাধ্য আমার
নিবারিতে নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য বিধান!
পুত্র, আর নাহি দিব বাধা
দিনু অনুমতি ক'রো তব যাহা অভিরুচি।
অন্তিম প্রার্থনা মোর নারায়ণ পদে
চির জয়যুক্ত হোক জীবন তোমার।

গয়া। অন্তিম প্রার্থনা!
মাতা—মাতা—

গয়া-মা। শোন্ বৎস, শঙ্কিতা বিহঙ্গী সম
পক্ষপুটে ঢাকি তোরে এতকাল ক'রেছি পালন
সন্তানের মুখ চাহি দীর্ঘ দিন ভুলিয়াছি পত্নীর কর্ত্তব্য;
আজি মোর কার্য্য শেষ।
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর সম দীপ্তিমান দেখিয়া তোমারে—
স্থাপিয়া তোমারে পুত্র জয়যাত্রা রথে
আজি আমি ইষ্টের চরণ স্মরি দেহ বিসর্জ্জিব।

গয়া। মা—মাগো এ কি কথা—
একি কথা তোর মুখে পাষাণী জননী?
জীবনের যাত্রাপথে একাকী ফেলিয়া
কোথা তুই যাবি পলাইয়া—

গয়া মা। ওরে পুত্র, আর নয়
অন্তিম-সাধনে মোর ঘটায়োনা বাদ!
তোর চোখে অশ্রুধারা ঝরিতে দেখিলে

ইষ্টচিন্তা হই বিস্মরণ।
শোন গয়,
রাজ্য তোর বহুদিন আছে অরাজক।
হয়তো বা দৈত্যগণ
দেশে দেশে ফিরিতেছে তোমার সন্ধানে
স্বর্ণপাত্রে লয়ে তব পিতার মুকুট।
ত্যজি এই জীর্ণবাস—পাতার কুটীর,
ফিরে যাও দৈত্যপুরী মাঝে।
পুণ্য অভিষেক অন্তে সিংহাসনে বসি
এক মনে ক'রো বৎস জাতির কল্যাণ।

গয়। জাতির কল্যাণ!
শক্তিময়ী জননী আমার—
তুমি যদি পার্শ্বে নাহি থাকো
জাতির কল্যাণ তরে শক্তি পাবো কোথা?
চল্ মাগো,
মোর সাথে চল্ দৈত্যপুরে
অভিষেক উৎসবে আমার—
রাজলক্ষ্মী হ'য়ে তুই বিতরিবি আশীর্ব্বাদ-ধারা—

গয়া-মা। আশীর্ব্বাদ করি হেথা হ'তে।
পুণ্য লগ্ন সমাগত—আর মোরে ডেকোনা সন্তান!
দূর হ'তে শুনি বুঝি ইষ্টের আহ্বান,
কি মধুর—কি করুণ ধ্বনি!
গয়, গয়—
শেষবার—শেষবার দেখে নিই তোরে।

কাছে আয়—প্রাণাধিক মোর !

নারায়ণ—নারায়ণ ! (সমাধিস্থ)

গয়া । মাতা—মাতা—রাজরাণী তপস্বিনী মা জননী মোর !

একি !

অসাড় শীতল দেহ, নাহি বহে শ্বাস

এই কি মরণ তবে ?

চারিদিকে বেষ্টিয়াছে কি গভীর নিবিড় আঁধার !

নাহি সূর্য্য নাহি চন্দ্র আলোকের রেখা !

কাল-নিশিথিনী ওই রুধিরাক্তা চামুণ্ডার বেশে

ফুৎকারে নিভায়ে দিল তারার প্রদীপ,

স্রস্ত কেশপাশ মেলি

জীব-স্রোত দিল আবরিয়া ।

সেই ঘন অন্ধকার মাঝে,

ও কাহারা দলে দলে নৃত্য করি আসে ?

কঙ্কাল-বিশীর্ণ দেহ, ছায়া-মূর্ত্তি-ধারী

বীভৎস গলিত মাংস দুর্গন্ধের ভারে

বাতাস বিষাক্ত হ'ল

রুদ্ধ হ'য়ে গেল যেন শ্বাস ।

কে ? কে তোমরা ছায়া-মূর্ত্তিধারী ?

এ পবিত্র অঙ্গনের নিকটে এস না ।

এই বায়ুস্তরে ফেরে

দেহমুক্ত মাতৃআত্মা মোর ;

দূষিত নিঃশ্বাস দিয়ে

এ বাতাসে অশুচি করো না ।

যাও—যাও—তবু সরিবে না ?
প্রতিফল নে রে তবে অবাধ্য কঙ্কাল।

(ধনুকে বাণ যোজনা ও যমের প্রবেশ)

যম। ক্ষান্ত হও গয়াসুর !
সম্বরণ কর তব কালান্তক শর।
মৃত জীব-আত্মা'পরে, শমনের চির অধিকার।
তাই আসিয়াছি
জননীর আত্মা তব সঙ্গে লয়ে যেতে।

গয়া। জননীর আত্মা মম সঙ্গে লয়ে যেতে !
হে পাষাণ, বোঝ নাকি সন্তানের প্রাণ ?
কি যে ব্যাকুলতা এই বক্ষ-মাঝে রাজে,
কি যে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ সহয়ে সন্তান জননী বিহনে,
নির্ম্মম দেবতা,
বুঝি তার বিন্দুমাত্র অনুভূতি নাহি তব মনে।
নহে, কেমনে হে ধীর অচঞ্চল স্বরে
মর্ম্মঘাতী বাণী কৈলে উচ্চারণ—
মৃত জীব-আত্মা'পরে তব অধিকার।
থাকুক সে অধিকার
বাধা নাহি দিব,
কিন্তু এক ভিক্ষা হে শমন
সন্তানের মুখ চাহি, এই ভিক্ষাটুকু মোরে দেহ দান—
জননীরে মোর আরও কিছুকাল—আরও কিছুকাল
মর্ত্ত্যাবাসে দাও গো থাকিতে।

যম। হাঃ হাঃ হাঃ !
মর-জীব,
স্নেহ-দুর্ব্বলতা-মাখা নয়নাশ্রু দিয়া
দেবতারে চাহ গলাইতে ?
অলঙ্ঘ্য শমন-বিধি লঙ্ঘন না হয় !
ছাড় পথ
শমনের'পরে নাহি কারো অধিকার।

গয়া। শমনের'পরে নাহি কারো অধিকার ?
তবে কেন—
তবে কেন দেবতা সমাজ, হে শমন,
রহিয়াছে অমর হইয়া !
কেন কর নাই দেবতার'পরে তব সাম্রাজ্য স্থাপন ?
ধর্ম্মরাজ তুমি ?

যম। ধর্ম্মরাজ আমি।
নিরপেক্ষ ভাবে করি জীবের বিচার।

গয়া। বিচার ! কিসের বিচার ?
নামান্তর দুর্ব্বল পীড়ন !
পাপীরে দানিয়া শাস্তি লভিছ প্রসাদ !
কিন্তু কহিতে কি পার যম,
কেন জীব পাপ পঙ্কে হয় নিমগন ?
তোমরা দেবতা—
স্নেহ দুর্ব্বলতা দিয়ে জীবেরে স্বজেছ
পাপ শুধু পরিণাম তার !
সত্য যদি চেয়েছিলে

ধরামাঝে পুণ্যার্থী কেবল,
কেন তবে কর নাই নর-জীবে
দেবতার মত দৃঢ় অচঞ্চল ?
কেন তবে দিয়েছিলে জীবের হৃদয়ে
লোভ, মোহ, কাম আদি পঞ্চ রিপুচয় ?
জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ, স্নেহ দুর্ব্বলতা
সে শুধুই নর-জীব তরে—
দেবতারে কেন নাহি হয় গো সহিতে
বিন্দুমাত্র দুঃখ গ্লানি তার !

যম। এ প্রশ্ন আমারে কেন ? জিজ্ঞাস ধাতারে।

গয়া। জিজ্ঞাসিব তাঁরে—
কিন্তু ধর্ম্মরাজ বলি আর তুমি না করিও ভাণ !
পক্ষ-পাত—পক্ষ-পাত-দুষ্ট তুমি ধর্ম্মরাজ !

যম। দুর্ম্মতি দানব ! এত স্পর্দ্ধা ?
ধর্ম্মরাজে কহ কটুবাণী ?
ফল তার যথাকালে অবশ্য ভুঞ্জিবি।

(প্রস্থানোদ্যত)

গয়া। ছাড়িবে না জননীরে তবু ?

যম। না—না, ছাড়িব না কভু !

গয়া। আমি যদি রোধি তব পথ ?

যম। কি সাধ্য তোমার ?
অন্ধকারে আবরি নয়ন,
এই আমি চলিলাম যমপুরী মাঝে।

[প্রস্থান।

গয়া। অস্ত্র—অস্ত্র !
একি ! কোথায় শমন ?
চলে গেল উপেক্ষা করিয়া ?
শক্তিহীন—শক্তিহীন—
হেন শক্তিহীন করি কেন সৃজিলে আমারে ?
নারায়ণ ! নারায়ণ !

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। নারায়ণ ! নারায়ণ !

গয়া। একি ! বিদারিয়া ঘন অন্ধকার
অকস্মাৎ জ্যোতির্ম্ময় পরম প্রকাশ।
বিশদ বসন বাস, গলে উত্তরীয়,
করস্থিত বীণা যন্ত্রে তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে
আপনি জননি ছন্দ নেচে চলে যায়—
হে বিচিত্র আবির্ভাব, কেবা তুমি—
কহ তব স্বরূপ দাসেরে ?

নারদ। দেবর্ষি নারদ আমি।

গয়া। দেবর্ষি নারদ, সেই হরিগুণ-গানরত
দেবস্তুত পুরুষ প্রবর !
প্রণিপাত—প্রণিপাত চরণে তোমার।
কহ ঋষি নর-জীব'পরে কেন এই অত্যাচার ?
কেন জীব সহে অকারণে ?
কেহ নাহি শমনে বারিতে ?

নারদ। নারায়ণ ! নারায়ণ !

নর-জীব তরে মুক্তিমন্ত্র
শুধু নারায়ণ !
শোন বৎস, তোমারে ধরিয়া গর্ভে
আর নিজ তপস্যার বলে
বিষ্ণু-ভক্ত মাতা তব
লভেছেন আদিদেব বিষ্ণুর করুণা ;
তাই যমদূতে বিতাড়িয়া বিষ্ণুদূতগণ,
এই মাত্র নিয়ে গেল মায়ে তব বৈকুণ্ঠ ভবনে।
প্রভুর ইচ্ছায় বৎস,
আমি এসেছিনু হেথা
যম প্রতি ক্রোধ শান্তি করিতে তোমার।
ত্যজ শোক হে দানবপতি !
কর্ত্তব্য কঠিন আহ্বানে তোমায়।

(নেপথ্যে—জয় দৈত্য সম্রাট গয়াসুরের জয় !)

ওই ওই শোন' জয়ধ্বনি ওঠে
আসিছে স্বগণ তব সিংহাসনে বসাতে তোমারে !
নারায়ণ পদে রাখি মতি
নিরুদ্বেগে চলে যাও কর্ত্তব্যের পথে।
আশীর্ব্বাদ করি—সিদ্ধ হোক সঙ্কল্প তোমার।
চলিনু এবার বৎস,
পথে যেতে শুনাব মায়েরে
বীণা যন্ত্রে হরিগান নাচিয়া নাচিয়া।

[প্রস্থান

(নেপথ্যে জয়ধ্বনি—জয় দৈত্যকুলেশ্বরী রাজমাতার জয়।)

গয়া। মাতা—মাতা, দৈত্যকুল-রাজেশ্বরী জননী আমার!
সহস্র সেবক তব জয় বাদ্য রবে
আসিতেছে রাজপুরে ফিরায়ে লইতে।
একবারও জাগিবেনা মাতা!

(দৈত্যগণের প্রবেশ।)

সকলে। জয় সম্রাট গয়াসুরের জয়।

দীপ্তজিহ্ব। পেয়েছি—পেয়েছি বহুকষ্টে পেয়েছি সন্ধান।
সম্রাট—সম্রাট! আর কেন তপস্বীর বেশ
আনিয়াছি রাজার মুকুট!
স্বহস্তে জননী তোমা এ মুকুট দিবেন পরায়ে
মাতা—মাতা! কোথা মাতা মহারাজ?

গয়া। নিদ্রাগতা-মাতা।

দীপ্ত। নিদ্রাগতা!

গয়া। নিদ্রাগতা! চির নিদ্রাগতা—
ঐ হের রাজলক্ষ্মী ধূলি-শয্যা 'পরে.

সকলে। একি সর্ব্বনাশ! মৃতা মাতা!

দীপ্ত। সম্রাট! এসেছিনু মহানন্দে
অভিষেক করিতে তোমার।
কিন্তু সে পরম লগ্নে—

গয়া। অভিষেক নহে মোর শুনহে সচীব,
রাজলক্ষ্মী জননীর অভিষেক আজি।

দৈত্যগণ,
সাজাও চন্দন চিতা কৃষ্ণা-নদীতীরে ;
সহস্র পুত্রের তপ্ত নয়ন সলিলে
রাতুল চরণ দু'টা করাইয়া স্নান—
জননীরে তুলে দিব অগ্নি সিংহাসনে।
স্বর্ণ দেহ পুড়ে পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাবে—
সেই ভস্ম নিয়ে সবে ফিরে যেও দৈত্যপুরী মাঝে।

দীপ্ত। আর তুমি মহারাজ ?

গয়া। রাজ্যে নয়, পুনরায় পশিব কাননে।
যতদিন তপস্যার বলে
যম-জয়ী মহাশক্তি নাহি করি লাভ—
ততদিন রাজা নহি—বনচারী তাপস কেবল।

তৃতীয় দৃশ্য

কপিঞ্জল ঋষির আশ্রম।

ভারবী, অষ্টক, করন্দম, জয়দ্বল প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ।

জয়দ্বল। কি হে, তোমরা পূজোর আয়োজন না ক'রে এখানে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে পড়লে যে? গুরুদেব একে যে রুক্ষ মেজাজের মানুষ, তার উপর বৎসরান্তে তীর্থ পর্যটন ক'রে ফিরছেন;—এসে যদি দেখেন পূজোর আয়োজন সম্পূর্ণ হয়নি, তাহ'লে কাউকে জীবিত রাখবেন ভেবেছ? একেবারে শাপ দিয়ে ভস্ম ক'রে ফেলবেন যে!

অষ্টক। আরে রাখো তোমার শাপ! তাঁর শাপের ভয়ে আগে থেকেই এই পাথর ফাটান রোদে পুড়ে ভস্ম হ'তে বল নাকি? উঃ কি রোদই উঠেছে!

করন্দম। রোদ! আগুন বল, আগুন।

ভারবী। তা যা বলেছিস্ ভাই, এ রকম আকাল তো জন্মে দেখিনি! দুটী বৎসর ধ'রে এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই!

অষ্টক। দেবতাদের রাজ্যেও এবার মড়ক লেগেছে কি না, তাই তারা আকাশের কড়াতে ক'রে শ্রাদ্ধের লুচি ভাজ্‌ছেন!

ভারবী। যা বলেছিস্ ভাই শ্রাদ্ধের চুলোই জ্বলেছে বটে—বাপ্‌স!

(অট্টহাসি হাসিতে হাসিতে দধিমুখের প্রবেশ)

দধিমুখ। হো-হো-হো-হো-হো-হো।

জয়। কে হে?

অষ্টক। একি এযে দধিমুখ! কিহে এত হাস্‌ছ কেন?

(দধিমুখ হাসিতেই লাগিল) হি-হি-হি-হি-হি-হি—

কর। বাঃ কেবলই হাসি! বলি ব্যাপারখানা কি? পাগল হ'লে নাকি?

(দধিমুখ আরও হাসিতে লাগিল) হা-হা-হা-হা-হা-হা—

ভারবী। আরে এতো মন্দ মজা নয়! তবু হাসে? এঁ্যা হাঃ হাঃ হাঃ।

দধি। হাসো হাসো হাস্‌তে হবে বাবাঠাকুর।

সকলে। দূর পাগল! হাঃ হাঃ হাঃ—

দধি। (সকলে হাসিতেছে দেখিয়া বিকটভাবে কাঁদিতে লাগিলেন।) এঁ্যা-এঁ্যা-এঁ্যা-হুঁ-হুঁ-হুঁ—

অষ্টক। একি আবার কাঁদছে যে! এই হাসি—এই কান্না!

কর। আরে ব্যাপার কি? আবার কাঁদছিস্ কেন?

দধি। কাঁদো কাঁদো কাঁদ্‌তে হবে বাবাঠাকুর।

জয়। কাঁদতে হবে। বটে! আমাদের বাঁদর পেয়েছ? বাঁদর নাচ করাতে চাও?

দধি। বাঁদর পেয়েছি! বাঁদর নাচ করাতে চাই! কই তোমরা তো বাঁদর নও! আর ব্রহ্ম বাক্য যদি মিথ্যে না হয়—তাহ'লে তোমরা সত্যি সত্যি বাঁদর হ'লেও, তোমাদের ল্যাজ তো নেই বাবাঠাকুর!

কর। শুনেছ, আবার অপমান কর্চ্ছে! আরে রে বেল্লিক, তোকে আজ ভস্ম না ক'রে—

অষ্টক। আ—হা—হা থাক্ থাক্ যেতে দাও করন্দম; ভস্ম করা বিদ্যেটা গুরুদেবেরই একচেটে! সে বিদ্যেটা তো এখনো আমাদের দেন নি!

দধি। কিন্তু আমি আজ এক নূতন বিদ্যে শিখে এসেছি বাবাঠাকুর।

ভারবী। কি কি বিদ্যে?

দধি। শোন তবে! আশ্রমের পূজার জন্য ভিক্ষা ক'রতে গিয়েছিলাম ও পাড়ার হরিদাসের বাড়ী—

জয়। হরিদাস! কি সর্ব্বনাশ! সে তো চণ্ডাল! শেষে চণ্ডালের বাড়ী গেলি ব্রাহ্মণ-সেবার দ্রব্য আন্‌তে?

দধি। চণ্ডালের বাড়ী যাব না তো বামুনের বাড়ী যাব নাকি? আরে এ পাগলা ঠাকুর বলে কি? বামুনবাড়ী গেলেই ঝুলি ভরেছিল আর কি!

অষ্টক। যেতে দাও, যেতে দাও, তারপর কি হ'ল দধিমুখ?

দধি। ভিক্‌সোয়াম দেহি ব'লে তার দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই—ব্যাটা ক'ল্লে কি,—ছেলে মেয়েগুলোকে রেঁধে দেবার জন্যে তার ইস্তিরী দুটো খুদ্‌ নিয়ে আস্‌ছিল—তার হাত থেকে তাই কেড়ে নিয়ে আমার ঝুলির মধ্যে ঢেলে দিলে। ছেলে মেয়েগুলো মাটীতে আছড়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগলো, কেন জানি না আমার চোখ দিয়েও টস্‌ টস্‌ ক'রে জলের ফোঁটা ঝ'রে প'ড়লো। হরিদাস আমার পায়ে লুটিয়ে পেন্নাম করতেই আমি তাকে তুলে ধ'রে বল্‌লাম,—ওরে আমায় পেন্নাম করিস্‌ নে; আমি বামুনের ঘরের গরু, শাস্তর টাস্তর কিছুই পড়িনি। তার জবাবে সে কি ব'লেছিল জান?

অষ্টক। কি?

দধি। বল্‌লে—যে মানুষের হাসিতে হাসে, কান্নাতে কাঁদে, সে শাস্তর পড়ুক আর না পড়ুক সেই প্রকৃত বামুন। আর যে তা পারে না সে হাজার শাস্তর পড়ুক আর যাই করুক—বামুনই হোক আর ঠাকুরই হোক আসলে সে কিন্তু কুকুর।

ভৈরবী। তা—তা এক রকম সত্যি বটেই তো!—

দধি। সত্যি? বেশ! তবে এই যে আমি হাস্‌লাম তোমরাও হাসলে। এ পর্য্যন্ত বেশ মিললো; কিন্তু যখন কাঁদ্‌লুম, কাঁদ্‌লে না। কাঁদ্‌তে বল্‌লুম তবুও কাঁদ্‌লে না। অতএব দেখা গেল, তোমরা হাসি দেখে হাসো,

কিন্তু কান্না দেখে কাঁদ না। সুতরাং প্রমাণ হ'ল তোমরা হাজার শাস্তর পড়া বামুনই হও, আর ঠাকুরই হও, আসলে তোমরা আ—তু—

সকলে। বটে এত বড় স্পর্দ্ধা! সংহার—সংহার—

(মারিতে উদ্যত—সহসা জাবালীর প্রবেশ)

জাবালী। ওহে থামো থামো সর্ব্বনাশ হয়েছে। গুরুদেব এসে পড়েছেন!

সকলে। গুরুদেব? সর্ব্বনাশ! গুরুদেব এসেছেন!

অষ্টক। কি বিপদ। একখানা পুঁথি টুঁথিও নেই যে সাম্‌নে খুলে বসি।

জয়। যা হোক, শীগ্‌গীর বসে পড়ো এখন—পাত্রাধার তৈল আরম্ভ কর।

(শিষ্যগণ দুইদলে বিভক্ত হইয়া মুখোমুখি বসিয়া তর্কের অভিনয় করিতে লাগিল, কেহ বলে, 'পাত্রাধার তৈল'; কেহ বলে, 'তৈলাধার পাত্র'।)

দধি। বস্ত্রাধার তৈল, তৈলাধার পাত্র, ছত্রাধার তৈল, তৈলাধার গো-মূত্র, সূত্রাধার তৈল, তৈলাধার—

(কপিঞ্জলের প্রবেশ।)

কপিঞ্জল। (ধমক দিয়া) কে তুই?

দধি। (সভয়ে) গিরিগিটী গিরিগিটী গিরিগিটী। তৈলাধার গিরিগিটী।

কপিঞ্জল। ভারবী, এই অর্ব্বাচীনকে আশ্রম সীমায় কে প্রবেশ কর্ত্তে দিলে?

ভারবী। প্রভু, এ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। দেশে দুর্ভিক্ষ ব'লে আমাদের আশ্রমে এসে কেঁদে কেটে আশ্রয় নিয়েছে—

দধি। বড়ই কেঁদে কেটে প্রভু, সংসার তাপে বড়ই জর্জ্জরিত হ'য়ে। চরণে আশ্রয় দিয়ে এখন তাড়ালে আমি যাবো কোথায়? এই দুর্ভিক্ষের দিনে কচুর পাতা সিদ্ধ ক'রে খাবো, তাও তো মেলে না প্রভু।

কপিঞ্জল। না মেলে তো আমি কি ক'রব ? আমি কি অন্নসত্র খুলব ব'লে সংসার ত্যাগ করে এসেছি ?

দধি। তা—তা দেবতা ধর্ম্ম লাভের জন্য তো হরিণ পুষ্ ছ, ছাগল পুষ্ ছ, গরু পুষ্ ছ, না হয় আমাকেও—

কপিঞ্জল। অর্ব্বাচীন, আবার কথা ! ভারবী—

দধি। যাচ্ছি—যাচ্ছি ঠাকুর, পুষ্ তে না পারো, ভস্ম করবার বিদ্যেটায় খুব মজবুত আছো তা জেনেছি। যাচ্ছি দয়াল। বাবাঠাকুরেরা দুঃখ ক'রোনা, আমি আবার—থুড়ি—এ মুখোও আর হব না, প্রণাম।

[প্রস্থান।

কপিঞ্জল। কি আশ্চর্য্য ! বহুকাল আসিনি আশ্রমে,
রত ছিনু তীর্থ-পর্য্যটনে,
ইতঃমধ্যে চতুর্দ্দিকে হেন বিশৃঙ্খলা !

সকলে। প্রভু, ক্ষমা করুন, আর এরূপ হবে না।

কপিঞ্জল। ভাল, আজিকার পূজা আয়োজন সত্বর সম্পূর্ণ কর।

শিষ্যগণ। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে প্রভু।

[প্রস্থান।

(তাপসবেশী গয়াসুরের প্রবেশ।)

গয়া। ঋষিবর, প্রণাম চরণে !

কপিঞ্জল। একি দিব্য মূর্ত্তি ! সুদীর্ঘ সুঠাম তনু
প্রশস্ত উরস, আয়ত নয়নে আর ললাট উপরে
মূর্ত্তিমতী প্রজ্ঞা যেন করে অধিষ্ঠান !
কে তুমি হে অনিন্দ্য সুন্দর !
কোথা বাস তব ?

গয়া। বহু দূর দেশে বাস ছিল এককালে,
পিতৃ মাতৃহীন হ'য়ে সংসার ত্যজিয়া
প্রব্রজ্যার ব্রত লয়ে ফিরি দেশে দেশে ;
বহু তীর্থ করেছি ভ্রমণ, বহু বর্ষ ধরি
বেদ আদি নানা বিদ্যা করেছি অর্জ্জন !
এবে আকিঞ্চন শিষ্যত্ব তোমার।
বিষ্ণুভক্ত ঋষিশ্রেষ্ঠ তুমি
কহিলেন দেবর্ষি নারদ
সর্ব্ববিদ্যা-সার ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হেতু।
তাই আসিয়াছি তব পাশে।
পুরাও আকাঙ্খা দেব
তব পদে লইনু শরণ।

কপিঞ্জল। ওহো সৌম্য !
দৃষ্টি-শুভ কান্তি তব মধুক্ষরা বাণী
পরিতৃপ্ত ক'রেছে আমারে।
বিশেষতঃ দেবর্ষি তোমারে হেথা করিলা প্রেরণ।
আনন্দিত—আনন্দিত কপিঞ্জল তব সম্মিলনে।
চল বৎস, পম্পা-জলে করি স্নান
শুচিবাস পরি
শুভক্ষণে বেদ বিদ্যা দানিব তোমারে।

গয়া। ভাগ্যবান আমি তাহে নাহিক সন্দেহ !
চল গুরু কোথা লয়ে যাবে।

(নেপথ্যে সমবেত কণ্ঠের ক্রন্দন।)

একি কিসের এ কোলাহল !
সমবেত কলকণ্ঠে উঠিতেছে রোদনের রোল !
আর্ত্তকণ্ঠে কি কারণ কাঁদে নরনারী !
গুরুদেব—গুরুদেব,
ওই হের আসে কারা এই দিকে ছুটে।

(ক্রন্দমান ব্যাধ ও গ্রামবাসীগণের প্রবেশ)

সকলে। রক্ষা করুন—রক্ষা করুন দেবতা, আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল !

কপিঞ্জল। কিসের সর্ব্বনাশ ? কি চাও তোমরা ?

জনৈক ব্যক্তি। কিসের সর্ব্বনাশ, সে কি আপনার অজানা প্রভু ? ইন্দ্রদেব আমাদের প্রতি বিরূপ হ'য়েছেন। সারা বছরে এক ফোঁটা বৃষ্টি দেন নি, আকাশ থেকে আগুণ ঝল্‌সে প'ড়ছে—মাঠের ফসল পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেছে—নদীর জল শুকিয়ে মরুভূমি হ'য়ে গেছে। খাদ্যাভাবে জলাভাবে আমরা একেবারে কুঁক্‌ড়ে মরে গেলাম। প্রভু, দয়া করুন —আমাদের প্রতি দয়া করুন !

কপিঞ্জল। দয়া ! আমি কি দয়া ক'রব ?

জনৈক ব্যক্তি। আপনি দেবতার তুষ্টির জন্য ঠাকুরের পূজো দিন—আমাদের হ'য়ে যজ্ঞ করুন।

কপিঞ্জল। যজ্ঞ ! কি যজ্ঞ করিব আমি ?
করিয়াছ সুনিশ্চিত কোন মহাপাপ
তার শাস্তিদান হেতু হেন অনাবৃষ্টি—
সেই হেতু শস্যহীনা হ'য়েছে বসুধা।
যাও—চলে যাও, দেবতা দিয়েছে শাস্তি
প্রতিকার দেবতা করিবে।

সকলে। প্রভু, প্রভু, বড় আশা ক'রে এসেছি। আমাদের পরিত্যাগ ক'রে একেবারে মেরে ফেলবেন না প্রভু! দোহাই আপনার, পায়ে ঠেলবেন না।

কপিঞ্জল। আঃ—চলে যাও দ্বিরুক্তি ক'রোনা
দেবতা বিরূপ যারে—ইন্দ্র যারে দিল অভিশাপ
তাহারে আশ্রয় দিয়া দেবকার্যে ঘটাবো ব্যাঘাত ?

গয়া। গুরুদেব—গুরুদেব, এই আকুলতা—
বক্ষদীর্ণ এই হাহাকার
স্বকর্ণে শুনিয়া তবু—

কপিঞ্জল। ক্রন্দন! হাঃ হাঃ হাঃ, চঞ্চল যুবক তুমি—
ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব
তাই আজো বুঝিতে পারো না।
ওরে বৎস, ধর্মকার্য্যে ব্রতী জন
নিরজনে ইষ্ট চিন্তা করে এক মনে।
সেই ঊর্দ্ধলোকে যোগী করে বিচরণ
ধরণীর ক্ষুদ্র স্বার্থ করুণ ক্রন্দন,
কিছু সেথা পশিতে না পারে
পুঞ্জীভুত হাহাকারে চরণে দলিয়া
যোগীন্দ্র প্রয়াণ করে ঊর্দ্ধলোকে
ব্রহ্ম আস্বাদনে।
যাও—এখনো কি হেতু কর বিফল ক্রন্দন ?
চলে যাও আশ্রম ত্যজিয়া।

গয়া। দাঁড়াও হে হতভাগ্যগণ!
ঋষিবর, যাচি তব চরণে বিদায়।

কপিঞ্জল। বিদায়! সেকি কথা!
শিষ্যত্ব প্রার্থনা ক'রে কোথা যাবে ফিরে?
বাক্য দান করিয়াছি নিজে
সুদুর্লভ ব্রহ্মবিদ্যা শিখাইব তোমা।

গয়া। ক্ষমা কর ঋষিবর,
শিষ্যত্ব কামনা আর নাহিক আমার—
ব্রহ্মবিদ্যা শিখিবার নাহি আকিঞ্চন।
রাখ তারে বদ্ধ করি
আশ্রম সীমায় তব কমণ্ডলু মাঝে।
আমি যাব হেন বিদ্যা লভিবার তরে,
যে বিদ্যায় নাহি কোনো উচ্চ নীচ জাতির বিচার—
যে বিদ্যা সঙ্কীর্ণ নহে সীমার বন্ধনে,
অজস্র ধারায় যাহা কল কল নাদে,
ভোগবতী ধারা সম ঝ'রে পড়ে
তৃষাতুর জীবের অন্তরে।

কপিঞ্জল। হাঃ হাঃ হাঃ উন্মত্ত যুবক!
স্বইচ্ছায় আপনার ভবিষ্যৎ পণ্ড করিতেছ!
ভাবিয়াছ যোগবলে বিদ্যা লভি
ঘুচাইবে এই সব অভিশপ্ত জীবের বেদনা?
ভাবিয়াছ বুঝি তপস্যার বলে তুমি
বৃষ্টি ধারা বহিয়া আনিবে?
শস্য শ্যামা করিবে মেদিনী?

গয়া। প্রতীতি হয় না ঋষি?
আকিঞ্চন বুঝি মোর নিতান্ত দুরাশা?

সত্য বটে, তব সম দীর্ঘকাল ধরি
নিরজনে করিনি সাধনা,
বিশ্বেরে বঞ্চিত করি
চাহি নাই এতকাল ব্রহ্ম-রসাস্বাদ।
নাহি থাক্ তপোবল—না থাক্ সাধনা
তবু মোর বক্ষ মাঝে পদ্মাসনে ব'সে নারায়ণ!
সেই ইষ্টদেব পদে প্রণতি জানায়ে
জলবাহী মেঘদলে আকর্ষণ করিয়া আনিব;
ধরণীরে জলধারে ভাসাইয়া দিব।
হে অদৃশ্য মেঘদল—
হে আবর্ত্ত, সংবর্ত্ত, পুষ্কর,—
আবির্ভব—আবির্ভব গগন অঙ্গনে।
অন্তরের পূজা, অর্ঘ্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি মম
দানিলাম দিক্‌পতি ইন্দ্রের চরণে,
দানিলাম মেঘদল তোমা সবাকারে।
লুকায়ে থেকোনা আর
আর্ত্ত জীব করিছে ক্রন্দন।
সজল জলদকান্তি স্নিগ্ধ অভিরাম
হে জীব বাঞ্ছিত মেঘ,
সিক্ত করো ধরণীরে সলিল ধারায়!

সকলে। কি আশ্চর্য্য! ওই ওই মেঘ দেখা দিয়েছে; ওই কাল ছায়ায় সূর্য্যালোক ঢেকে গেল। ওই মেঘোদয়—ওই মেঘোদয়—

কপিঞ্জল। মেঘোদয়! কি আশ্চর্য্য! সত্য মেঘোদয়!
কিন্তু ওই—হাঃ হাঃ হাঃ—দেখ্ মূর্খগণ,

পলকের দেখা দিয়া বাড়াইয়া তৃষা

ওই মেঘ ফিরে যায় পরম কৌতুকে !　হাঃ হাঃ হাঃ !

(অন্ধকার অপসারিত হইল ।)

গয়া । ফিরে যায়—ফিরে যায় না করি বর্ষণ !

এত স্পর্দ্ধা নির্ম্মম মেঘের !

কে আছ—কে আছ কোথা ?

এক গোটা ধনুঃশর দেহ গয়াসুরে !

জনৈক ব্যাধ । এই নাও—এই নাও প্রভু ।

গয়া । কোথা যাবি—কোথা যাবি

রে দুরন্ত ইন্দ্র অনুচর ?

পূজা অর্ঘ্য দিনু তাহে তৃপ্ত নাহি হ'ল

ফিরে যাও উপেক্ষা করিয়া ?

বুঝিয়াছি ন'স্ তোরা পূজার আধার,

নীচ-বৃত্তি ইন্দ্রের সেবক,

অর্ঘ্য দান করি তোরে করিয়াছি ভ্রম ।

এইবার ধনু দণ্ডে জুড়িলাম শর ।

এক বাণে গতিপথ নিরুদ্ধ করিব,

অন্য বাণে মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করিয়া

জলধারা বহিয়া আনিব ।

দেখিব দুরন্ত মেঘ, পলায়ন করিস কিরূপে ?

(ধরিত্রীর বেগে প্রবেশ)

ধরিত্রী । সম্বর—সম্বর বাণ তনয় আমার,

আশঙ্কায় মেঘদল ওই হের এসেছে নামিয়া ।

গয়া। এ-কি! নিপীড়িতা ধরিত্রী জননী!

ধরিত্রী। নিজে নিপীড়িতা আমি,
তাই বুঝি নিপীড়ন কেমন ভীষণ—
তাই বুঝি, অস্ত্রাঘাতে কি বেদনা।
*পাবে মেঘদল।
ওই—ওই হের দৈত্যপতি
স্নিগ্ধ শ্যাম সকরুণ মেঘ ছায়া হেরি
শীর্ণ শাখা-বাহু মেলি কাঁপে বনস্থলী!
ওই শোন' গুরু গুরু গম্ভীর নিনাদে
উতলা কলাপী কেকা নৃত্য করে মনের উল্লাসে।
চলো—চলো প্রিয়বর,
ওই নীল গিরি-শিরে উঠি—
সানন্দে হেরিব সবে নব-মেঘোৎসব। [সকলের প্রস্থান।

(গুরু গুরু মেঘ ডাকিতে লাগিল,
বন-বালাগণ বর্ষা মঙ্গল গান গাহিয়া মাদল তালে নাচিতে লাগিল)

গীত।

নাম্‌ল সজল কাজল ছায়ায় নবীন বাদল রে
কলাপ মেলে নাচে ময়ুর বিভোল পাগল রে—
ঝর ঝরি ঝরে জল, পন্থ পিছল,
ওগো বধূ, খোল তব মনের আগল
ধারা জলে নাহিয়া মল্লার গাহিয়া বন তল চঞ্চল উতল রে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ।

(উৎসব-রত দৈত্য-পুরাঙ্গনাদের গীত।)

উৎসব করো উৎসব করো, করো উৎসব নারী।
বরিষ বরিষ কুসুম লাজ,
এল রে ফিরিয়া রাজ-অধিরাজ,
শুভ অভিষেক পুণ্য সলিলে ভর গো স্বর্ণ ঝারি॥
সে যে বিবাগী সাজিয়াছিল,
সে যে বাকল পরিয়াছিল,
সোণার ভূষণে সেজেছে এবার, কৌপিন ডোর ছাড়ি॥

[পুরাঙ্গনাদের প্রস্থান।

(দুইজন দৈত্যের প্রবেশ)

১ম দৈত্য। আরে চল হে চল, অভিনয় যে এতক্ষণে শেষ হ'য়ে গেল; এরপরে গে দেখবে গিয়ে কাঁচকলা শুধু।

২য় দৈত্য। রেখে দাও তোমার কাঁচকলা। বলি আগে খাওয়া দাওয়াগুলো তো শেষ কর্ত্তে হবে—না তোমার অভিনয় দেখলে পেট ভরবে। একসঙ্গে চারদিকে রকমারী আয়োজন, কোনটা সামলাই?

১ম দৈত্য। আরে খাওয়াতো চিরদিন আছে বাবা। নঃ এই রসহীন পেটুকের পাল্লায় প'ড়ে আমার শুদ্ধ অভিনয়টা আর দেখা হ'ল না। আস্‌বে তো এস, নইলে আমি চল্লাম।

২য় দৈত্য। আরে যাচ্ছি—যাচ্ছি, চল না। [উভয়ের প্রস্থান।

(মাথায় বিরাট খাদ্যবস্তু লইয়া ঢেকুর-ছাড়িতে ছাড়িতে দধিমুখের প্রবেশ।)

দধি। ওঃ কি খাওয়ানটাই খাইয়েছে রে বাবা! লুচি, পুরী, সন্দেশ, মিহি-দানা, রাজভোগ, সীতাভোগ, মতিচুর—তারপর? নাম মনে নেই তো! ওঃ মনে পড়েছে, হুড় মুড়, মচ মচ, কিড়ি মিড়ি, হপ হপ সাপুস সাপুস, হুপ হাপ, আরে বাপ! এই সব রসাল খাদ্য বস্তু এ পৃথিবীতে এতকাল ছিল কোথায়? খুব বুদ্ধি ক'রে নাম ভাঁড়িয়ে দৈত্যদের দলে মিশে পড়া গেছে বাবা! নইলে এই দুর্দ্দিনে এমন পারিপাটী খাওয়ার ব্যবস্থা দধিমুখের বরাতে জুটতো কোথা থেকে? খালি দীয়তাং ভুজ্যতাং! উদরের আকৃতি তো হয়েছে একেবারে খাড়া মাঠে চরে-খাওয়া গো-মাতার উদরের মত। যাই হোক্‌ এতকাল ঋষির আশ্রমে কুলত্থ কলাই আর হরিতকি খণ্ড খেয়ে খেয়ে মোক্ষ লাভের যোগাড় হচ্ছিল, তবু এবার মর্ত্ত্যলোকে স্বশরীরে বেঁচে থাকবার একটা ব্যবস্থা হ'ল। এখন ভাবছি কোন ব্যাটা দৈত্য আমায় বামুন ব'লে চিনে না ফেলে। কেউ সন্দেহ করলেই গেছি আর কি! দূর ছাই, এত ভাবনা চিন্তাই বা কিসের? এখন আমি আর দধিমুখ নই—আমি এখন দৈত্যকুলের অঘোরবর্ম্মণ ভট্টাচার্য্য। চলনে বলনে আচারে ব্যবহারে একেবারে সাত পুরুষের কুলীন দৈত্য। আমায় চেনে কোন ব্যাটার সাধ্যি? তবে হ্যাঁ, কথায় বার্ত্তায় না ধরা পড়ি। একটু সামলে

সুমালে থাকতে হবে। আচ্ছা এই দৈত্য ব্যাটারা হঠাৎ এমন দান সত্র খুলে ব'সল কেন? কোনও মতলব নেই তো? খাইয়ে দাইয়ে শেষ কালে রসা সিন্দুক বধ ক'রবে না তো? এই যে এই আবার কয় ব্যাটাচ্ছেলে দত্যি এইদিকে আসছে। একটু সাবধানে খোঁজ খবরগুলো নিয়ে নেই। এ ব্যাটাদের মধ্যে একটা কেষ্টো বিষ্টু গোছের জমিয়ে নেওয়া দরকার। (নেপথ্যে চাহিয়া) বলি হ্যাঁহে ভায়া, উৎসবটা দেখছ কেমন ?

(৩য় ও ৪র্থ দৈত্যদ্বয়ের প্রবেশ।)

৩য় দৈত্য। উৎসব ব'লে উৎসব। আজ তিন দিন ধ'রে কি উৎসবটাই না চলছে!

৪র্থ দৈত্য। হবে না? এতকাল পরে আমরা আমাদের রাজাকে পেয়েছি।

দধি। তা শুধু তিন দিন কিহে? তুমি কোন দেশী বোকা দত্যি? এ উৎসব যে তিন হাজার বৎসর ধ'রে চলবে, নগরে ঢেঁড়া পিটীয়ে দস্তুর মত ঘোষণা ক'রে দেওয়া হ'য়েছে তাও জান না? (অপর-দৈত্যকে) বলি হ্যাঁগা আমাদের এই যে নূতন রাজাটী জন্মালেন তিনি ভাল আছেন তো? রাজমাতা এত বড় একটী সন্তান প্রসব ক'রে সুস্থ শরীরে—

৪র্থ দৈত্য। নবজাত রাজা? আরে গোমূর্খ, নবজাত রাজা এলেন কোত্থেকে? আমাদের সম্রাট গয়াসুর তপস্যান্তে দেশে ফিরে এসেছেন তাইতো এ উৎসব। কোন খবর রাখ না! তোমার দেশ কোথায় হে?

দৈত্যগণ। কোথায় হে দেশ? কোন গগনের চাঁদ তুমি?

দধি। চাঁদ নই বাবা একেবারে মূর্ত্তিমান রাহু। দেখছ না কি রূপের

মাধুরী। (খাদ্য বস্তু দেখাইয়া) দেখছ না চাঁদের সুধা হরণ ক'রে নিয়ে চলেছি, হিঃ হিঃ হিঃ। চিরকাল দৈত্য রাজ্য জুড়ে ব'সে আছি, আর আমাদের রাজার খবরটা আমি জানি না তো জান্‌বে ও পাড়ার মাতঙ্গিনী পিসী ? আনন্দ, আনন্দ ! রাজা ফিরে এসেছেন, তাই মনের আনন্দে একটু রহস্য কচ্ছিলাম, দেখি তোমরা কি জবাব দাও। হিঃ হিঃ হিঃ—

(নেপথ্যে কোলাহল)

দৈত্যগণ। ওকি, হঠাৎ এমন তুমুল কোলাহল জাগল কেন ? ব্যাপার কি ?

(১ম ও ২য় দৈত্যের পুনঃ প্রবেশ।)

১ম দৈত্য। যুদ্ধ—যুদ্ধ, অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা কর।

দধি। কেন রে বাবা ? আমি নাম ভাঁড়িয়ে দলে জুটেছি, সেটা টের পেলে নাকি ?

২য় দৈত্য। চল অবিলম্বে অস্ত্র সজ্জা করি।

৩য় দৈত্য। কেন ব্যাপার কি হে ? হঠাৎ কি ঘটল ?

১ম দৈত্য। যুদ্ধ চাই যুদ্ধ। চল ভাই সব আর বিলম্ব নয়, অস্ত্র হাতে নিয়ে এগিয়ে চল।

দধি। আরে অস্ত্র তো আমার হাতেই আছে—না হয় নাই থাক্‌লো, তা ব'লে লড়াই ক'রতে আট্‌কাবে কিসে ? কিন্তু ব্যাপারখানা কি বল দেখি।

৩য় দৈত্য। বলহে ব্যাপার কি ?

১ম দৈত্য। কিছু জানো না, তোমরা ছিলে কোথায় ?

দধি। আমরা ? আমরা ওই ভাঁড়ার ঘরে কার্য্যান্তরে একটু ব্যস্ত ছিলাম,

মানে এই সব ছোটলোক হাবাভেগুলোকে পরিবেশন কচ্ছিলাম। দেখছ না আমাদের কি মরবার অবকাশ আছে! এই একরাশ খাদ্যবস্তু নিয়ে চলেছি ঐ দূরে ভিখিরীদের গাছতলায় পরিবেশন ক'রবো, তাই এ দিককার খবর কিছুই জানি না। এখন ব্যাপারখানি কি খুলে বল—

৩য় দৈত্য। বল হে বল।

২য় দৈত্য। শুনবে তা হ'লে শোন'—রাজবাড়ীর সামনের মাঠে মঞ্চ তৈরী ক'রে অভিনয় হ'চ্ছিল। নূতন নট এসেছে সম্রাটের আগমন উৎসবে অভিনয় ক'রতে। কচ আর দেবযানী অভিনয়।

দধি। কুঁজো আর দোয়াতদানী অভিনয়!

২য় দৈত্য। কুঁজো দোয়াতদানী নয় হে। কচ ও দেবযানী; কচ হলেন দেবগুরুর পুত্র, আর দেবযানী হ'লেন আমাদের গুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা।

দধি। বুঝেছি বুঝেছি আর ব'লতে হবে না। সেই কুঁজো আর দোয়াত-দানী এই দুটো ছোঁড়া ছুঁড়ি মিলে শেষকালে একটা ভারী ইয়ে, মানে একটা বিতিকিচ্ছি ক'রে ব'সেছে এই তো?

২য় দৈত্য। হ্যাঁ, মানে তোমার চুলের ঝুঁটি ধ'রে— (চুলধারণ)

দধি। ওরে বাবা ছেড়ে দে—

৩য় দৈত্য। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও। ঘটনা কি হ'ল তাই বল।

২য় দৈত্য। ব'লব আর কি, ব্যাটা আমার মাথা গরম ক'রে দিয়েছে। বলছিলাম—অভিনয়ে দেখাল ঐ কচ আমাদের গুরুদেবের কাছ থেকে সঞ্জীবনী বিদ্যেটা হরণ করবার জন্যে শিষ্য সেজে এসেছিল। গুরুকন্যা কচকে দৈত্য বংশীয় মনে ক'রে ভালবাসলেন; এবং গুরুদেবকে অনুরোধ ক'রে কচকে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিয়ে দিলেন। বিদ্যা দানের

পর দেবযানী ব'ললেন—এইবার আমাকে বিয়ে কর। এ বলা কি তার অন্যায় হ'য়েছে?

৩য়-৪র্থ দৈত্য। সম্পূর্ণ ন্যায়-সঙ্গত।

দধি। শুধু ন্যায়-সঙ্গৎ কি হে! দস্তুর মত ন্যায়-সঙ্গৎ, বেদ-সঙ্গৎ, মহাভারত-সঙ্গৎ, কীর্ত্তনের সঙ্গৎ, বেহালার সঙ্গৎ। তার পর?

২য় দৈত্য। তারপর আর কি! সেই দুর্বৃত্ত কচ গুরুদেবকে অপমান ক'রে, আমাদের দৈত্যজাতিকে অপমান ক'রে স্বর্গে পালিয়ে গেল!

৩য়-৪র্থ দৈত্য। পালিয়ে গেল এত স্পর্দ্ধা!

দধি। ধর্—ধর্ ভাই সব, কুঁজোকে এনে দোয়াতদানীর পায়েরতলায় ফেলে দে। ইচ্ছে হ'চ্ছে এই দণ্ডে এই বিরাট বোঝাটা কুঁজোর কপালে ছুঁড়ে মেরে ঝন্ ঝন্ ক'রে তুত্তরি—কিন্তু তাহ'লে যে ভিখিরীরা খেতে পাবে না।

৩য়-৪র্থ দৈত্য। এমন অপমান ক'রে গেছে কচ আমাদের দৈত্য জাতির আর আমরা এর কিছুই জানি না!

দধি। আমরা যে ভোজনাগারে কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিলাম হে।

১ম-২য় দৈত্য। চলহে—চলহে সম্রাটের কাছে সবাই মিলে নিবেদন করি আমরা যুদ্ধ চাই—যুদ্ধ চাই।

৩য় দৈত্য। কিন্তু সম্রাটকে পাবে কোথায়? তিনি সেই যে বিষ্ণু মন্দিরে ঢুকে ধ্যানে ব'সেছেন, এখন পর্য্যন্তও তো বাইরে আসেন নি।

১ম-২য় দৈত্য। তাও তো বটে! তা হ'লে উপায়?

৩য় দৈত্য। উপায় এক হ'তে পারে, রাজকন্যার স্মরণ নেওয়া।

দধি। বলি দাদা কিছু নেশা ক'রেছ নাকি? রাজকন্যাটী এল কোত্থেকে হে? রাজা তো শুনলাম এতকাল বনে বনে তপকর্ম্ম করছিলেন, এই হালে দেশে ফিরেছেন, তা তাঁর আবার কন্যা এল কোত্থেকে?

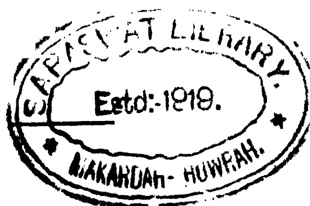
৩য় দৈত্য। কন্যা এল কোত্থেকে! আরে বর্ব্বর কেবল ভোজ্যবস্তুর তত্ত্বাবধান ক'রে বেড়াও, রাজকন্যার খবর পর্য্যন্ত রাখ'না! ষোল বছর আগে তপস্যার জোরে আমাদের মহারাজ এই কন্যাকে সৃষ্টি ক'রেছেন। তিনি আমাদের সারাজাতির মা! সেই মা'কে পর্য্যন্ত চেন না!

সকলে। কে হে তুমি অর্ব্বাচীন?

ঋষি। হিঃ হিঃ হিঃ—ধ্যেৎ তোমরা রহস্য মোটেই বোঝ না। আমি ঠাট্টা ক'রে দেখছিলাম তোমরা কি জবাব দাও! মা—তিনি আমাদের দৈত্যজাতির মা! মা জগদম্বা—একহাতে তার ক্ষুধিত সন্তানের জন্য মিহিদানা, অন্য হাতে গজা—একহাতে কপির কচুরি, অন্য হাতে গোল আলুর সিঙ্গাড়া—একহাতে বৃহৎ রোহিৎ মৎস্য, অন্য হাতে ক্ষুরধার বঁটি! মা নেই সেকি হয়! মা না থাক্‌লে আমরা এলাম কোত্থেকে—এ্যা কি বল? মা না থাক্‌লে আমরা কি এলাম মাটী ফুঁড়ে—এ্যা কি বল? চল চল চল। সেই ভাল মায়ের কাছে যাই।

সকলে। চল হে, চল—

ঋষি। এগোও—এগোও আমি আস্‌ছি। এই খাবারের ঝোড়াটা ভিখিরি-বেটাদের দিয়েই আস্‌ছি।



দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান।

(গয়াসুর, দীপ্তজীহ্ব ও চিত্রাঙ্কের প্রবেশ।)

গয়া। শোন' দীপ্তজীহ্ব, শোন' হে চিত্রাঙ্ক,
জানি আমি দেবাসুর সংগ্রামের আছে প্রয়োজন
গর্ব্বোদ্ধত দেবতার ঔদ্ধত্য নাশিতে
স্বর্গে মর্ত্ত্যে অবিলম্বে বাধিবে সংগ্রাম
সূচনা তাহার প্রথম দেখেছি আমি
ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে একদিন প্রভাত আলোকে
দীপ্তজিহ্ব, জানো তুমি
সে দিনের কথা।

দীপ্ত। জানি প্রভু, কৃপা করি ব'লেছেন মোরে!
সে দিন প্রভাতে ক্ষীরোদ সমুদ্র তীরে
নির্য্যাতিতা মীন-কন্যা সাগরিকা আসি
আপনার ব্যগ্র বক্ষে তুলে দিয়েছিল—

গয়া। চুপ্ চুপ্ দীপ্তজিহ্ব, সে কন্যা আমার!
দানবী—দানবী ইলা, গয়াসুর-নন্দিনী সে ইলা।
কৈ কোথা গেল?
কোথা মোর আনন্দের নির্ঝরিণী ধারা?
কোথা ইলা নন্দিনী আমার?
একি! অকস্মাৎ যেন চারিদিকে অন্ধকার
আসিল নামিয়া!

অন্ধকার—অন্ধকার—
ডুবিল প্রভাত-সূর্য্য
স্তরে স্তরে মেঘরাশি একসাথে ব্যাপিল আকাশ।
কি বিচিত্র! এত অকস্মাৎ!
এ কি কোন' মায়াবীর মায়া?
ওকি ওকি হোথা? দেখ' চেয়ে দীপ্তজিহ্ব
দেখ' হে চিত্রাঙ্ক, মেঘস্তর হ'তে
কে যেন যুবক এক, মর্ত্ত্যভূমে নামিয়া আসিল।
কে ও যুবা? চিনিতে পার কি কেহ?

দীপ্ত। চিনেছি সম্রাট, মেঘবর্ণ ঐরাবত হ'তে
নামিতেছে দেবরাজ ইন্দ্রের নন্দন
জয়ন্ত উহার নাম।

গয়া। জয়ন্ত! ইন্দ্রের নন্দন! একি এইদিকে আসে!
একা নয়, সঙ্গে আরও—কি আশ্চর্য্য—কি আশ্চর্য্য!
ইলা! সহচরী সনে আমার নন্দিনী ইলা!
কেন? ইন্দ্রপুত্র সনে কেন আমার তনয়া?

চিত্রাঙ্ক। ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র—দেবতার ষড়যন্ত্র নিশ্চয় সম্রাট,
রাজকন্যা এসেছেন একাকিনী কুসুম চয়নে
এইরূপ করি অনুমান—
চারিদিক আবরিয়া মেঘে
দুষ্টমতি ইন্দ্রপুত্র নিশ্চিত এসেছে তারে হরণ করিতে।
সেবকেরে করুন আদেশ,
হস্তে গলে বাঁধি দুষ্টে
এখনি ফেলিব আনি রাজপদ-তলে।

গয়া। চুপ্, কথা কহিও না।
আসিতেছে এইদিক পানে
যাই অন্তরালে যাই, দীপ্তজিহ্ব, চিত্রাঙ্ক,
দৈত্য-সৈন্য সজ্জা করি ঘিরিয়া উদ্যান,
রহ মোর আজ্ঞা অপেক্ষায়।
সত্য আগে করিয়া নির্ণয়,
তারপর রাজ আজ্ঞা করিব প্রচার।

[সকলের প্রস্থান।

(ইলা, জয়ন্ত ও সখীগণের প্রবেশ।)

সখীগণের গীত।

রিণি ঝিণি রিণি ঝিণি নূপুর বাজে।
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া মধুর লাজে ॥
ভুবন সহসা একি উতরোল,
নীপবনে ফুলদোলে কে দিল দোল !
পরিমল শয়নে, অতনুর নয়নে,
স্বপন আঁকি কোন্ নটিনী নাচে।
মিলন-বাঁশরী সঙ্কেতে কার
টুটে গেল সরম ভরম আমার।
তনু মন জাগে নব অনুরাগে
সুন্দর-পরশন সুন্দরী মাগে।
নমো প্রিয় বরণীয়
মম পূজা ফুল নিও,
চল চল দিব পূজা কুঞ্জমাঝে ॥

ইলা।　থাক্ সঙ্গীতের নাহি প্রয়োজন।

১মা সখী।　নাহি প্রয়োজন!　সেকি কথা?

২য়া সখী।　সখি, কথা কও, কেন আজ এত ভাবান্তর?

৩য়া সখী।　চুপ্ বুদ্ধিহীনা, কি কথা মোদের সনে কহিবেন সখি?
যত কথা তরঙ্গ উচ্ছ্বাসময় নদীর মতন
মিশিতে চাহিছে এবে
ঐ মহা সমুদ্রের সাথে।　(জয়ন্তকে দেখাইল।)

ইলা।　(আদেশের স্বরে) সখি,
যা তোরা সবে,
আজ আর করিব না কুসুম চয়ন—যা।　[সখীগণের প্রস্থান

জয়ন্ত।　সত্য ইলা, সত্য কথা বলিয়াছে সহচরীগণ,
আজ তব কিবা হেতু এত ভাবান্তর?
এই দীর্ঘ বর্ষকাল ধরি,
তোমাতে আমাতে নিতি দেখা হয় এ বিজন কুসুম-কাননে।
তুমি কর কুসুম চয়ন,
চম্পক অঙ্গুলী মাঝে স্বর্ণসূত্র ধরি
সকৌতুকে গাঁথ বসি মালা,
নিকটে দাঁড়ায়ে আমি, মুগ্ধ মনে দেখি সেই লীলা।
দু'চোখ ভরিয়া যায়, সারা অঙ্গে জেগে ওঠে
মন্ত্রমুগ্ধ বীণার ঝঙ্কার।
কিন্তু আজ?
আজ তব মুখে ভাষা নাই, চোখে হাসি নাই
যেন·তুমি মৌন মূক অশ্রুর প্রতিমা।
কি হ'য়েছে ইলা?　কহিবে না মোরে?

ইলা। কি হ'য়েছে ? কুমার জয়ন্ত !
না—না—কিছুই তো হয় নাই মোর !
আজি এই মিলন মূহুর্ত্ত
উৎসব সঙ্গীতে মোর মুখরিত করি
এস প্রিয় সুধাধারে ডুবাই তোমারে !

গীত।

তুমি মোরে শিখায়েছ বাসিতে ভালো।
এ হৃদি দেউলে মম জ্বেলেছ আলো ॥
আমি তো মগন ছিনু স্বপন ঘুমে, জাগালে তুমি প্রিয় নয়ন চুমে ;
আমার যতেক গান, সে যে গো তোমারি দান,
আমার নয়নে প্রিয় তোমারি আলো ॥

জয়ন্ত। একি ইলা, চোখে জল তব ?
কি হ'য়েছে ইলা ?

ইলা। জয়ন্ত, আমার মিনতি,
এ উদ্যানে আর কভু আসিও না তুমি !

জয়ন্ত। ইলা—

ইলা। কালি রজনীতে শুনিয়াছি
অশ্রুসিক্ত সকরুণ দেবযানী কচের কাহিনী।
বিনা দোষে মহা অবিচারে
দানব কন্যার প্রেম পদাহত করি
নির্ম্মম সে পুরুষ দেবতা স্বর্গপুরে করিল প্রয়াণ।
কহ হে জয়ন্ত, কেন দেবযানী-প্রেম
উপেক্ষা করিল সেই পাষাণ দেবতা ?

কোন অপরাধ ক'রেছিল শুক্র-কন্যা তাহার সকাশে ?
দানব-নন্দিনী বলি উপেক্ষার অপমান
তার কি গো বাজে নাকো বুকে ?
দেবতা ব্যতীত ত্রিজগতে আর কারো
নাহি কি গো মর্য্যাদা সম্ভ্রম ?
না-না হেন অসম্ভব কভু আমি ভাবিতে পারি না।
চল প্রিয়তম,
দুইজনে চলে যাই হাতে হাত ধরি
স্বর্গলোকে দেবেন্দ্রের রাজ-সভা তলে।
চকিতে দেবতা যত সবিস্ময়ে দেখুক চাহিয়া—
দেবরাজ পুত্র আজ ধরিয়াছে মর্ত্ত্যবাসী দানবী হাত
স্বর্গে মর্ত্ত্যে একসাথে হ'য়েছে মিলন।

জয়ন্ত। ইলা—

ইলা। দ্বিধা করিও না আর, চলো স্বর্গলোকে !

জয়ন্ত। স্বর্গলোকে !
কেন—কেন ইলা ?
এই প্রেম, একি ভালো নয় ? এই হেথা—
সুনিভৃতে বিশ্ববাসী সকলের নয়ন আড়ালে,
দু'জনে ভুঞ্জিব সুখে দু'জনার অনন্ত মাধুরী।
কেহ রহিবে না কোথা—কেহ দেখিবে না,
কেবল দু'জনে মিলি—

ইলা। (আদেশের স্বরে) জয়ন্ত,
নহি আমি দুগ্ধপোষ্য শিশু,
স্তোক বাক্যে ভুলাও কাহারে ?

সকল ছলনা তব সুস্পষ্ট দেখিছি ওই
মুখপটে উঠেছে ভাসিয়া ;
প্রতিবর্ণ তার দৃষ্টির আলোক দিয়া করিতেছি পাঠ।
বুঝিয়াছি, দানব কন্যারে আজ
বধূ বলি করিলে গ্রহণ,
দেবতা সমাজ তব অখ্যাতি গাহিবে।
তাই মোরে নাহি চাও—
সাথে ক'রে লয়ে যেতে ইন্দ্রের সভায়।
সঙ্গোপনে প্রেম! সঙ্গোপনে প্রেম!
মধুর যৌবন-তাপ অঙ্গে মম রবে যতদিন
ততদিন হবে তব সঙ্গোপন প্রেম!
উপভোগ শেষ হলে—
পান পাত্র সম মোরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে
অবহেলে ধূলার উপরে।
বুঝিয়াছি—বেশ বুঝিয়াছি—
মেঘদলে আবরিয়া নিখিল ভুবন
কেন তুমি চুপি চুপি আস' এই বনে,
কি জয়ন্ত, কি হেতু নীরব?

জয়ন্ত। ইলা, আমি নহি অপরাধী,
দেবতা সমাজ—
দেবতা সমাজ আর এই মর্ত্ত্যলোকে
চিরদিন ঘোর ব্যবধান;
দেবতা মরণ-জয়ী অক্ষয় অমর,
মর্ত্ত্যবাসী ক্ষীণ-প্রাণ, মরণ-অধীন।

ভেবে দেখ, সেই অভিজাত্য-গর্ব্বস্ফীত দেবতা সকল,
তাদেরও সম্রাট যিনি—
তাঁর পুত্র হ'য়ে—প্রকাশ্যে যদ্যপি আমি দানবীরে বধূ রূপে—

ইলা। থাক্ থাক্ যুক্তি বিচারের আর নাহি প্রয়োজন!
হে মহা যশস্বী দেব,
অকলঙ্ক যশ ল'য়ে ফিরে যাও সুখ-স্বর্গলোকে।
ভয় নাই, দেবযানী নহি আমি,
করিব না অশ্রুপাত তব উপেক্ষায়।
জ্ঞানহারা পাগলিনী হ'য়ে
উচ্চারণ করিব না অগ্নিগর্ভ অভিশাপ বাণী।

জয়ন্ত। ইলা, কেন যেন মনে হয়—
এতদিনে তোমার নিকটে
পাইয়াছি কোন্ এক মধুর সম্পদ,
ধন রত্ন অতুল বৈভব কল্পতরু নন্দন-কানন,
স্বর্গপুরে সব আছে—
শুধু বুঝি তুমি যাহা দেছ মোরে এই বস্তু নাই!
ইলা তাই হোক্—চলো মোর সাথে,
দেবতা সমাজে সকাতরে মিনতি করিব,—
দেবেন্দ্রের পাদপদ্ম দু'হাতে ধরিব—
আকুল প্রার্থনা মোর দেবগণ নিশ্চয় পুরাবে ;
চলো ইলা, স্বর্গপুরে অধিষ্ঠিতা করিব তোমারে।

ইলা। ধন্যবাদ বাসব-নন্দন,
মর্ত্ত্যবাসী দানবীর তরে—
চির উচ্চ শির তব নোয়াতে হবেনা,

দেবেন্দ্রের পুত্র যদি তুমি—
আমিও দানব কন্যা !
জানে দৈত্যগণ
শক্তিবলে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে।

জয়ন্ত। একান্ত বাসনা যদি ফেরাবে আমায়—
তাই হোক চলিলাম ফিরে।
হয়তো বা জীবনে প্রথম—
ভালবাসা কারে বলে জেনেছিনু তোমার নিকটে
তাই চেয়েছিনু সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে অমর আলয়ে।
আসিলেনা তুমি !
কিন্তু এই স্বর্গপুরে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত
করিবে তোমারে—
হেন শক্তি নাহি অসুরের।

[প্রস্থান

ইলা। চ'লে গেল।
উপেক্ষার তীব্র কষাঘাতে
মর্ম্ম মোর রক্ত-সিক্ত করি—
চ'লে গেল পাষাণ দেবতা।
দারুণ উপেক্ষা তার—
নিদারুণ অবহেলা তার—
তবু—তবু কেন সকল অন্তর—
আকুল হইয়া তারে পিছু পানে ডাকে ?
কেন তারে পুনরায় বাঁধিবারে চায় ?
ডাকিব কি উচ্চ কণ্ঠে ? ফিরাবো কি তারে ?

না না, ছি ছি, একি আমি কহিতেছি ?
ও যে মহা শত্রু—অপমান ক'রেছে জাতিরে !
এখনো কি জাগিবেনা ধ্যান-মগ্ন অসুর-সম্রাট,
সত্য কি—সত্য কি তবে—
দৈত্য জাতি একেবারে শক্তি হীন নিবীর্য্য হয়েছে ?

(গয়াসুরের প্রবেশ)

গয়া। কে বলেরে শক্তিহীন নিবীর্য্য দানব !—
দানবের সর্ব্বশক্তি এইতো রে সম্মুখে দাঁড়ায়ে
শক্তিরূপা মাতৃ মূর্ত্তি লয়ে—

ইলা। পিতা ! পিতা ! ভাঙ্গিয়াছে ধ্যান !
আসিয়াছ তুমি !
তোমার জাতিরে করি তীব্র অপমান
দেবতা চলিয়া গেল—
এখনো কি হেতু তবে নীরবে দাঁড়ায়ে ?

গয়া। কি কহিলি ? দেবতা চলিয়া গেল—
দম্ভ ভরে অসুরের করি অপমান।
দীপ্তজিহ্ব—চিত্রাঙ্ক—

(শৃঙ্খলিত জয়ন্তকে লইয়া দীপ্তজিহ্ব ও চিত্রাঙ্কের প্রবেশ।)

ইলা। এ কি জয়ন্ত ! হস্তে তার লৌহের শৃঙ্খল !

গয়া। সম্মাননা—সম্মাননা—
দাম্ভিক দেবেন্দ্র-পুত্রে—
দানব দিয়াছে ঐ অপরূপ লৌহ-সম্মাননা।

ইলা। পিতা, বন্দী কেন করিলে ইহারে ?
এরে নিয়ে কি করিবে তুমি ?—

গয়া। কি করিব ?
দীপ্তজীহ্ব, সুমেরু শিখরে ত্বরা কর আরোহন।
দেবলোক লক্ষ্য করি
শত তূর্য্য দুন্দুভি নিনাদে উচ্চকণ্ঠে করহ ঘোষণা
দেবরাজ-বাসব-নন্দন হস্তে পদে শৃঙ্খলিত হ'য়ে
সারা দিবা রবে আজ দানবের লৌহ-কারাগারে।
দিবা শেষ হ'লে দানবের নিন্দায় মুখর
স্পর্দ্ধিত রসনা তার উৎপাটীত হ'য়ে
কুকুরের যোগাবে আহার !
বাধা দিতে শক্তি যদি থাকে
আসুক নামিয়া তবে শস্ত্র-পাণি দেবকুল মর্ত্ত্যের মাটীতে।

ইলা। না—না, একি অসম্ভব কথা !
একি মহা ভয়াবহ নির্ম্মম ঘোষণা !
পিতা পায়ে প'ড়ি তব,
ক্ষমা করো—ক্ষমা করো ইন্দ্রের তনয়ে। (পদ ধারণ)

গয়া। ইলা !

ইলা। ক্ষমা করো—নহে ছাড়িব না চরণ তোমার।

গয়া। ওঠো মাগো,—তাই হবে, কাঁদিও না তুমি।
কিন্তু ভাবি, এই হ'ল অগ্নিবৃষ্টি
মুহুর্ত্তেকে একেবারে শ্রাবণের ঝর ঝর জল।
হাঃ হাঃ হাঃ—
দীপ্তজিহ্ব, শৃঙ্খল মোচন কর।

হে জয়ন্ত বাসব-নন্দন, মুক্ত তুমি—
স্বচ্ছন্দে ফিরিয়া যাও সুখ-স্বর্গলোকে।
কহিও বাসবে, ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে
ক্ষীরোদ সাগর তীরে দৈত্যপতি গয়াসুর
একদিন সম্ভাষণ ক'রেছিল তারে,
ক'য়েছিল কিছুদিন প্রতীক্ষা করিতে।
সে প্রতীক্ষা কাল এতদিনে সম্পূর্ণ হ'য়েছে।
আজি রজনীতে—না এ রজনী দেবগণে
বিশ্রামের দিনু অবকাশ
প্রভাতে—প্রভাতে কাল
দেবাসুরে অস্ত্র করে হইবে সাক্ষাৎ।
যাও—ঘোষণা শুনিয়া যাও
আরো কিছু শুনে যাও দেবেন্দ্র নন্দন
বহুকাল সুখ-স্বর্গ মাঝে সবে করিয়াছ বাস,
তাই দুঃখিনী মর্ত্ত্যের ব্যথা বুঝিতে না পার
জীবের হৃদয় নিয়ে ছেলে খেলা করো ;—
এবার জানাব দুঃখ
বুঝাইব মর্ত্ত্যবাসী কত জ্বালা সহে রাত্রি দিন।

তৃতীয় দৃশ্য

দৈত্যপুরী।

[দূরে রণ-কোলাহল ও বাদ্যধ্বনি।]

(সশস্ত্র দীপ্তজীহ্ব ও চিত্রাঙ্কের প্রবেশ।)

দীপ্ত। উত্তাল তরঙ্গ সম দেব সেনাচয়
দৈত্যপুরী ক'রেছে বেষ্টন।
ভেবেছিনু উষাকালে হইবে সমর।
অবকাশ দিল না দেবতা।
বিষ্ণুপদে তপঃসিদ্ধি অঞ্জলী দানিতে
পুনর্ব্বার ধ্যান-মগ্ন দানব-সম্রাট।
এখনো সে ধ্যান তাঁর শেষ নাহি হ'ল।
উপযুক্ত অবসর ভাবি
নিশীথের ঘন অন্ধকারে
ঝাঁপায়ে প'ড়েছে তারা
অস্ত্র করে সমর প্রাঙ্গণে।
ওই—ওই শোন' দুন্দুভি নিনাদ
ওই শোন' দেবতার উল্লাস-হুঙ্কার।

চিত্রাঙ্ক। করুক উল্লাস নাদ,
ও উল্লাস এখনই ক্রন্দনেতে হবে পরিণত।
ওই ভেরী দুন্দুভি নিনাদ,
এখনই ঘোষিবে পুনঃ দেবতার বিসর্জ্জন গীতি।

দীপ্ত।　　দেবতার বিসর্জ্জন গীতি!
যাও যাও হে চিত্রাঙ্ক,
বীর্য্যে তব পরাজিত করহ শমনে,
মোর তরে বজ্রধর দেবেন্দ্র রয়েছে—
রহিয়াছে কোটী দেব সেনা,
উল্লাস উল্লাস করো অসুর সকল,
যে শক্তি অর্জ্জিত হ'ল বহু যুগ ধরি,
আজি হবে পরীক্ষা তাহার।
মিলেছে সমস্ত জাতি একসাথে সমর অঙ্গনে।
এক সাথে প্রাণ দাও—
কিম্বা আনো এক সাথে জয়—
একযুদ্ধে ত্রিদিবের আধিপত্য লাভ—
কিম্বা হোক দৈত্য জাতি চিরতরে লয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দধিমুখের প্রবেশ।)

দধি। ওরে বাবারে—বাবারে—বাবা! শেষকালে সত্যি সত্যি লড়াই বেধে গেল! বলা নেই, কওয়া নেই, একেবারে ধাঁ ক'রে একটা বিতিকিচ্ছি লড়াই। আর দোষই বা দেব কাকে? দেবতা বল' দৈত্যি বল' কোন বেটাই মানুষ নয়, একেবারে মালকোঁচা মেরে লড়াইয়ে লেগে গেছে। হায়, হায়, কেন দুটো ভাল খাবার লোভে, এ দত্যিদের দলে এসে জুটেছিলাম, এর চেয়ে যে কপিঞ্জল মুনির আশ্রমে হরিতকি চিবোন ঢের ভাল ছিল। এখন উপায়? প্রাণটা বাঁচাবার উপায় করি কি! ওরে বাবা ব্যাটারা ষণ্ডামার্ক

গুণ্ডারা পালাবার পথটা পর্য্যন্ত তীর বর্ষা দিয়ে আট্‌কে রেখে দিয়েছে।

(অঘাসুর ও বকাসুরের প্রবেশ।)

অঘা। কিহে, তুমি এখনো একলাটী কর্চ্ছ কি? সবাই অস্ত্র নিয়ে চ'লে গেছে, তুমি যে দাঁড়িয়ে আছ বড়?

দধি। ইচ্ছে ক'রে দাঁড়িয়ে নেই বাবা। ছোট্‌বার পথ পাচ্ছি না।

বকা। ছুট্‌বার পথ পাচ্ছ না! তার মানে?

দধি। তার মানে! তার মানে বুঝতে পারলে অমন ক্যাবলার মত জিজ্ঞাসা ক'রতে না। আমার তলোয়ার চুরি হ'য়ে গেছে, তলোয়ার বুঝেছ?

অঘা। সেকি হে? তলোয়ার চুরি গেল!

দধি। বোঝনি, বীরদর্পে গিয়ে এই এক ধমক লড়াই ক'রে এলাম, হাজার হাজার দেবতার মাথা বোঁ বোঁ ক'রে তলোয়ার ঘুরিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বড় ক্লান্ত হ'য়ে তলোয়ার খানি মাথার নীচে রেখে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সেই ফাঁকে কোন ব্যাটা গাঁটকাটা যেন আমার তলোয়ার খানা মাথার তলা থেকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে।

দৈত্যদ্বয়। হে হে হে, সেকি হে!

দধি। আরে, তা না হ'লে কি আর এতক্ষণ এক বেটা দেবতাও বেঁচে থাক্‌ত? তোমরা এগোও। আমি কামার বাড়ীতে তলোয়ার গড়াতে দিয়েছি, এতক্ষণে হয়তো তৈরী হ'য়ে গেছে। এই নিয়ে এলাম ব'লে।

অঘা। তা যাও ভায়া যোদ্ধা দেখ' দেরী ক'র না কিন্তু। সেনাপতির আদেশ দৈত্যপুরীর এক প্রাণীও যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে ব'সে থাক্‌তে পাবে না।

দধি। (সভয়ে) এ্যাঁ ! এই আদেশ দিয়েছেন নাকি ? তা—তা আমার আর ভয় কি ? আমি তো একবার যুদ্ধ ক'রে এসেছিই। তোমরাই তো বরং এতক্ষণ ঘরে ব'সেছিলে। এগোও—এগোও—তোমরা সব এগোও, আমি যাচ্ছি—ঝাঁ ক'রে তলোয়ার খানা নিয়ে চলে আসছি।

দৈত্যগণ। চল হে চল। [দৈত্যগণের প্রস্থান।

দধি। বাবা, ব্যাপার তো বড় সাংঘাতিক ! লড়াইয়ে কি সত্যি সত্যিই যেতে হবে ? ওরে বাবা রে বাবা, আচ্ছা লড়াইয়ে না গিয়ে না হয় কচুবনে গা ঢাকা দিয়ে থাকব। কিন্তু সেখানেও কি রেহাই আছে ! হে ভগবান বোম্-ভোলা, একটা মৎলব বাৎলে দাও বাবা ! একটু খানি বুদ্ধি—হ'য়েছে—হ'য়েছে—সেদিন সাবিত্রীর কাহিনী শুনলাম, সাবিত্রী যমরাজাকে জয় ক'রে তার মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিল। তেমন একটী সতী সাবিত্রী যদি আমার জুটে যেত। হায় হায়, এমন অদৃষ্ট ক'রে এসেছিলাম যে একটা সতী স্ত্রীও বরাতে জুটলো না। রোসো—রোসো—আমাদের ও পাড়ার পদ্মমণি রয়েছে ত ! তা পদ্মমণিই বা সাবিত্রীর চেয়ে কম কিসে ? তাকে চোক কাণ বুঁজে কোন রকমে বিয়ে ক'রে ফেল্‌তে পারলে সেকি একটা ছোট খাট সাবিত্রী হ'তে পারে না ? আরে হস্তী বাঁধতে হস্তিনীর দরকার আর টিক্‌টিকির জন্য টিক্‌টিকিনীই যথেষ্ট। যাই যে ক'রে হোক্ একটা টোপর যোগাড় ক'রে এবার পদ্মমণিকে বিয়েটা তো ক'রে ফেলি। টোপর—কিন্তু টোপর কোথায় পাবো ? আরে এ হতভাগা লড়ুয়ে গুলোর দেশে ঢাল আছে—তলোয়ার আছে, অকাজের জিনিষ সবই আছে কেবল কাজের জিনিষটাই এ রাজ্যে নেই দেখছি।

[প্রস্থান।

(দৈত্য-রমণীগণের প্রবেশ ও গীত।)

কেবা আছ মহাবীর এখনো ঘুমে !
মরণ বিষাণ বাজে সমর-ভূমে।

(দৈত্যগণের প্রবেশ ও গীত।)

আগে চল্ আগে চল্ আগে চল্ ভাই—
আমরা রয়েছি মাগো আর কেহ নাই।

(দৈত্য-বালকগণের প্রবেশ ও গীত।)

আমাদের ছোট বুক ছোট হাত পা—
তবুও দানব মোরা ভয় জানি না।

সকলে। আগে চল, আগে চল, আগে চল ভাই।
আমরা রয়েছি মাগো আর কেহ নাই॥

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান।

(টোপর মাথায় বর বেশী দধিমুখের পুনঃ প্রবেশ।)

দধি। (বিকট স্বরে)
কেন সব হাঁদারাম সমরে চলে
বিয়ের সানাই বাজে ছাঁদনাতলে।
সবাই করগো বিয়ে ছাড়িয়ে লড়াই
ইহা ছাড়া বাঁচিবার অন্য পথ নাই।

(জরাসুর ও ঘোঘাসুরের প্রবেশ।

জরা। কে রে তুই সং সেজে দাঁড়িয়ে আছিস ?

দধি। (ক্রুদ্ধ স্বরে) রণ—রণ, সংহার—সংহার (অস্ত্র দেখিয়া ভয় পাইয়া) ওঃ তুমি—ভাই, বন্ধু আমার—দৈত্য দাদা আমার—স্বজাতি ? তা—তা ভাই আমার পদ্মকে—আপাততঃ যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তা তোমার বেশ একটী বোন আছে না, এই নেহাৎ ছোটও নয় বড়ও নয়, সতের, আঠার কি উনিশ পর্য্যন্ত।

জরা। কি—কি বলছিস্ ? আমার বোন আছে কি না আছে তাতে তোর কি দরকার রে ? তোর মাথা ব্যথা কেন ?

ঘোঘা। লড়াই ফেলে বোনের খোঁজ কেন রে ?

দধি। বলছিলাম—বলছিলাম—না ছিঃ লজ্জা করে। থাক্‌গে, আমার পদ্মই ভাল, তাকেই খুঁজে আন্‌ছি, তোমরা এগোও।

জরা। কিন্তু তুমি লড়াইয়ে যাচ্ছ না !

দধি। যাচ্ছি না ? তবে কি এ সাজে সেজেছি যাত্রা ক'রব ব'লে ? আমি তো লড়াইয়েতেই যাচ্ছি।

ঘোঘা। লড়াইয়েতে ! এই বেশে ?

দধি। হ্যাঁ গো হ্যাঁ এই বেশে। একি তোমাদের মত ঐ হেঁজি পেঁজি লড়াই নাকি ? এ হ'চ্ছে আসল লড়াই। একটা কীর্ত্তি রেখে যাবার মত লড়াই। বাবা বোঝ না, দেবতাদের সঙ্গে লড়াই—স্বয়ং যম রাজের সঙ্গে লড়াই। আট ঘাট বেঁধে যেতে হবে তো ? তাই লড়াই করবার আগে একটী সতী ইস্ত্রি বিয়ে করতে চ'লেছি। তা হ'লে তোমার পবনই বল, শমনই বল কোনো বেটার সাধ্যি নাই যে আমার চুলের টিকি ছুঁতে পারে। যেমনি তারা আসবে অমনি সতীর তেজে একেবারে ভস্ম, এই ভস্ম—এই ভস্ম।

(নেপথ্যে কোলাহল)

জরা। ওই ভয়ানক কোলাহল উঠ্ছে। যুদ্ধের অবস্থা বড় সাংঘাতিক হ'য়ে উঠল। চল হে চল, আর দেরী নয়। জয় দৈত্যপতি গয়াসুরের জয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দধি। (কাঁপিতে কাঁপিতে) ভয়ানক হ'য়ে উঠল—এ্যাঁ ভয়ানক হ'য়ে উঠল? ওরে বাবা! দৈত্যগণ ভয় নাই আমি আছি, এখনও পর্য্যন্ত আছি। তোমরা এগোও, আমি, আমি—ওরে বাবা কি গণ্ডগোল! পদ্ম, বাপ আমার দেখা দাও—

(ছুটিয়া পলায়ন)

(দীপ্তজিহ্ব ও চিত্রাঙ্কের পুনঃ প্রবেশ।)

দীপ্ত। দৈত্য-সৈন্যে মর্ম্মভেদী কেন হাহাকার?
দেব দলে কেন জাগে নব-দৃপ্ত উল্লাস হুঙ্কার?

চিত্রাঙ্ক। কে—কে আসিল পুনর্ব্বার করিতে সংগ্রাম?

দীপ্ত। কে আসিল—কে আসিল হেন বীর্য্যবান?
মহাদেব—মহাদেব নেমেছে সমরে।
ললাটের বহ্নি তার সহিতে না পারি
দৈত্যকুল পলায় তরাসে।

চিত্রাঙ্ক। মহাদেব—মহাদেব!
একদিকে কালমূর্ত্তি ধরিয়াছে যম,
অন্যদিকে মহাদেব নাদে।
কি করি—কি করি কোন দিকে যাই,
কোন জনে আক্রমণ করিব প্রথম!

হে সম্রাট, এখনো জাগিয়া ওঠো—
অস্ত্র ধর রণে—
নহে দৈত্যকুল হইল নির্ম্মূল।

(নেপথ্যে কোলাহল)

দীপ্ত। একি পশ্চাতে আবার কারা করে কোলাহল!
মায়াধর দেবগণ মায়া বলে পুরীমাঝে করে কি প্রবেশ!

চিত্রাঙ্ক। মায়া বলে পুরী মাঝে করিবে প্রবেশ!
কৈ, কোথায়? ওঃ হয়েছে
আর চিন্তা নাই আমাদের।
দক্ষিণ সমুদ্র-তীরে
মহাবল গজাসুর নিদ্রাগত ছিল।
দেব-দৈত্য সমরের সংবাদ শুনিয়া
আসিতেছে নৃত্য করি সমর অঙ্গনে।
ভয় নাই—ভয় নাই আর
মহাদেবে গজাসুর আহ্বানিবে রণে;
যাও—ছুটে যাও পবনে রোধিতে—
আমি যাই যমের সম্মুখে। [উভয়ের প্রস্থান।

(নৃত্য করিতে করিতে গজাসুর এবং তৎপশ্চাতে তাহার সৈন্যগণের প্রবেশ।)

গীত।

অসুরগণ। হাঃ হাঃ হাঃ—
গজাসুরের সৈন্য মোরা যুদ্ধে ডরি না।

গজা। (শুণ্ড নাড়িয়া) হুঁ—

অসুরগণ। আয়রে ছুটে মর্দ্দ জোয়ান আয়রে অসুর দল।
বিশ্ব ভুবন চরণ দাপে কাঁপুক টল মল ॥
চচ্চড় চড় পাহাড় ভাঙ্ সাত সাগরে ছুটুক বান,
আকাশ ছিঁড়ে উল্কা গ্রহ উপড়ে মারো ঘা ॥

গজা। হুঁ—

[নাচিতে নাচিতে প্রস্থান।

(ইলা ও কলাপীর প্রবেশ।)

ইলা। দেব দৈত্যে মহাযুদ্ধ হ'য়েছে আরম্ভ।
অসি মাঝে দানবের
ঝলে যেন বিজলীর ছটা।
ঐ হোথা মহেশ্বর গজাসুরে রণ।
শিঙ্গানাদ বোম্ বোম্ বোল
ছায়ামূর্ত্তি ভূত প্রেত পিশাচ নর্ত্তন।
একি! অসুর কটক মাঝে হাহাকার রব!
কে পড়িল, কে পড়িল, মূর্চ্ছাগত দানব সেনানী?
চিত্রাক্ষ! চিত্রাক্ষ মূর্চ্ছিত হ'ল যম দণ্ডাঘাতে!
কি হবে—কি হবে উপায় তবে?
কে রক্ষিবে দানবের মর্য্যাদা সম্মান? (দূরে শঙ্খধ্বনি)
ঐ—ঐ হ'ল শঙ্খের নিনাদ।
ধ্যান শেষে জেগেছেন পিতা।
ভয় নাই—ভয় নাই, দানব সকল—
বিষ্ণু পূজা সমাপিয়া উঠেছেন দানব সম্রাট,

এখনি হইবে ধ্বংশ, দেবতার সর্ব্ব পরাক্রম।
দেখ্ চেয়ে দেখ্ রে কলাপী
কি অপূর্ব্ব রণ করিছেন পিতা!
যমরাজে হস্তে গলে বাঁধিয়া কৌতুকে
রথ হতে ফেলেছেন ভূমে।
তারপর ঝম্প দিয়া রথে তার ব'সেছেন পিতা।

কলাপী। চমৎকার—চমৎকার, আর নাহি ভয়
রণে ভঙ্গ দিয়া—ঐ—
ঊর্দ্ধশ্বাসে শত্রুগণ করে পলায়ন—

ইলা। পাশ হাতে পলায় বরুণ,
বজ্র হাতে পলায় বাসব,
ঐ গৃহ পানে ছুটে কুবের, পবন ;
বৈষ্ণবাস্ত্র এড়িলেন পিতা—
পাশ, বজ্র মুহুর্ত্তেকে হ'ল শক্তিহীন।

(নেপথ্যে দৈত্য-সৈন্যগণ—জয় দৈত্য-সম্রাট গয়াসুরের জয়।)

রণ জয়—রণ জয় সম্পূর্ণ হইল।
চল্—চল্‌রে কলাপী,
জয়মাল্য করিগে প্রস্তুত।　　[প্রস্থান।

(শৃঙ্খলিত যমকে লইয়া গয়াসুর, দীপ্তজিহ্ব ও দৈত্য-সৈন্যগণের প্রবেশ।)

গয়া। মহা যুদ্ধ হল অবসান।
পরাজিত দেবতা মণ্ডল
চতুর্দ্দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে করে পলায়ন।

কুবের, পবন, ইন্দ্র—
সকলে পলায়ে গেছে, ভগ্ন অসি রাখি রণস্থলে,
পারে নাই পলাইতে—একমাত্র দেবতা শমন ;—
যাক্ অন্য দেবগণ—কারে নাহি চাই,—
কিন্তু শুনি সর্ব্ব শাস্ত্রে, সর্ব্ব লোক মুখে
যম তুমি মৃত্যু অধিপতি
মৃত জীব আত্মা'পরে আধিপত্য করো—
পাপ পুণ্য করহ বিচার।
দেখিব বিচার তব বড় আকিঞ্চন—
তাই বন্ধু বহু যত্নে পরানু শৃঙ্খল।
দীপ্তজিহ্ব—স্বর্গ পুরী করো অবরোধ—
দুন্দুভি পটহ নাদে তিনলোক বিকম্পিত করি
দেবেন্দ্র প্রাসাদ শীর্ষে—
দানবীয় রক্তধ্বজা করহ উড্ডীন।
যাও চলে স্বর্গলোকে—
আমি আসিতেছি—যমরাজে বাঁধি লয়ে রথের চাকায়—
(প্রস্থানোদ্যত)

(মহাদেবের প্রবেশ।)

মহাদেব। দাঁড়াও দানবপতি—
ইন্দ্র চন্দ্রে বিমুখিয়া রণে—
শমনে লইয়া তুমি কোথা চলে যাও
রণ—রণ—রণ দাও ত্রিশূলী শঙ্করে।

গয়া। ত্রিশূলী শঙ্কর ?

এখনো দাঁড়ায়ে তুমি সমর অঙ্গনে !
আমি তো ভাবিয়াছিনু
গজাসুর বীর্য্য বলে তাড়িত হইয়া—
কোন কালে পলায়েছ ভূত প্রেত সহ
কৈলাস পর্ব্বত মাঝে পাষাণ গুহায়।

মহাদেব। গজাসুর? গজাসুর! হাঃ হাঃ হাঃ
রক্ত সিক্ত দেহ তার
দেখে আয় পড়ে আছে সমুদ্র সৈকতে;—
আত্মা তার বায়ু স্তরে কাঁদিয়া ফিরিছে।
রে অসুর,—পাশ, বজ্র, যমদণ্ড ব্যর্থ ক'রেছিস্,
তাই কি ভাবিস্—
ত্রিশূলীর শূল হ'তে পাবি পরিত্রাণ?—
দে রণ, রণ দে মোরে দুরন্ত দানব,—
ব্যর্থ কর সেই শূল,
সন্ধানে যাহার একদিন হয়েছিল ত্রিপুর সংহার—

গয়া। (অস্ত্র ধরিয়া) ত্রিপুর সংহার! (সংযত হইয়া)
না না করিব না রণ আমি।
সম যোদ্ধা সহ রণ কর্ত্তব্য বীরের
সম তো দূরের কথা,
যোদ্ধা পদ বাচ্য—কভু নহে যেই জন—
সেই ভাঙ্গড়ের সহ রণ
গয়াসুর চাহে না করিতে।

মহাদেব। কি বলিলি? নহি যোদ্ধা!
কেবল ভাঙ্গড় আমি!

গয়া। ভাঙ্গড়—ভাঙ্গড় তুমি।
ভাঙ্গ খেয়ে বাহ্যজ্ঞান চেতনা বিহীন
দুর্গন্ধ বাঘের ছাল কটীতে বাঁধিয়া—
ভুত প্রেত সহ নাচো শশ্মানে মশানে।
চণ্ডাল ডোমের সাথী—
মাঠে ঘাটে রাত্রি দিন শূকর চরাও—
যাও যাও সেই কার্য্য কর গিয়া পুনঃ
আসিও না সমর করিতে।
বুদ্ধি হীন—প্রমত্ত মাতাল—
হিতাহীত কিছু নাহি জ্ঞান ?
স্বার্থ বশে হীন মতি দেবতা তোমারে
যখনি ক্ষেপায়ে দেয়—
তখনই ছুটিয়া আস' ত্রিশূল লইয়া!
স্বর্গ হোক দেবতার—
কিম্বা দানবের
হে উন্মাদ তাহে তব কিবা আসে যায়!—
তব তরে যে শশ্মান চির দিন সে শশ্মান বাস
চির দিন বাঘছাল পরা
চির দিন ভূত প্রেত সাথী।
উন্মাদ, উন্মাদ তুমি—
অসি হস্তে উন্মাদেরে কোন শিক্ষা দিব ?—
ফিরে যাও—ফিরে যাও কৈলাস ভবনে।
কি আর কহিব তোমা,
লজ্জাহীন তুমি,

থাকিলে লজ্জার লেশ
বহুক্ষণ লইতে বিদায়।

মহাদেব। ফিরে যাব—ফিরে যাব দানবের তিরস্কার শুনি!
ভাল তাই যাব।
নিন্দারে ডরিনা আমি,
নিন্দা ভস্ম গায়ের ভূষণ।
চলিলাম ফিরে
কিন্তু রে দানব, আমি ফিরে গেলে
তোরও তবে দেবহিংসা ত্যজিতে হইবে
স্বর্গলিপ্সা দিবি বিসর্জ্জন!
আমার সম্মুখে কর্ পণ,
এখনি দানিবি মুক্ত কালপতি যমে!

গয়া। কেন, ত্রিশূলের ভয়ে?
হাঃ হাঃ হাঃ!
দেখিতেছি এতক্ষণে সুরু হ'ল
মাতালের প্রমত্ত শাসন।
না—দিব না—দিব না ছেড়ে কালপতি যমে,
স্বর্গ-রাজ্য ছাড়িব না আমি।
সমর বিজয়ী আমি দুর্দ্ধর্ষ দানব
চলিলাম বন্দী যমে বাঁধিবারে রথ-চক্র সনে,
সাধ্য যদি থাকে—বাধা দাও, বুঝিব বিক্রম।

মহাদেব। মর—মর তবে দাম্ভিক দানব!
এই হানিলাম শূল,
নিজদোষে নিজ মৃত্যু আনিলি ডাকিয়া।

গয়া। হানো—হানো শূল বাধা নাহি দিব।
অবিচার-স্রোত হ'তে মর্ত্ত্য লোক উদ্ধার কারণ
ধরিয়াছি খড়্গ চর্ম্ম, শর শরাশন।
বক্ষে মোর বিষ্ণুভক্তি—
মাতৃশক্তি অক্ষয় কবচ।
এ সকল যদি সত্য হয়
থাকে যদি বিশ্বলোকে মাতৃত্ব গরিমা—
থাকে যদি বিষ্ণুভক্তি বীর্য্যের মহিমা
তোমার ও ত্রিশূলে তবে নাহি ডরি আমি।
হানো—হানো শূল প্রমত্ত শঙ্কর !

মহাদেব। মর—মর তবে।

(ত্রিশূল সন্ধান, গয়াসুরের বক্ষে লাগিয়া তাহা মাটীতে পড়িল।)

একি ! একি !
ব্যর্থ ক'রে দিলি মোর অব্যর্থ ত্রিশূল !

গয়া। হাঃ হাঃ হাঃ !
আমি করি নাই ব্যর্থ, ব্যর্থ করিয়াছে
বিষ্ণুভক্তি—মাতৃশক্তি মোর।



তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্বর্গলোক।

[অপ্সরাগণ ও সুরাপান রত দৈত্য-সৈন্যগণ]

অঘা। চালাও—চালাও সব স্ফূর্ত্তি চালাও।

জনৈক দৈত্য। হাঁ—হাঁ, এত কষ্ট ক'রে স্বর্গটা যখন জয় করলুম বাবা, তখন তোমাদের নইলে স্ফূর্ত্তি জম্‌বে কেন?

অপ্সরাগণের গীত।

আজ সজনী জাগব বাসর ফুল কাননে।
কইব যত গোপন কথা প্রিয়তমের কাণে কাণে।
চাঁদ ভুলানো কোন রূপসী বাজিয়ে গেল কিঙ্কিনী,
তার পরশে মধুর হ'ল জ্যোৎস্না নিশিথিনী।
কঙ্কনেরি ইঙ্গিতে, বিশ্ব মাতে সঙ্গীতে,
মুঞ্জরিল অশোক চাঁপা গন্ধ-পাগল নন্দনে॥

অঘা। হাঃ হাঃ হাঃ! খাসা গান—খাসা মজা।

বকা। এখন এ মজা লুটতে আছি আমরা।

জরা। ইন্দ্র? তপন? সে দফায় এখন কাঁচকলা। জানো তাদের দশা এখন কি?

দৈত্যগণের গীত।

হিঃ হিঃ হিঃ।
ও ভাই দেবতাগুলোর দশা এখন কি?
যেন ডাঙ্গার উপর চিংড়ি মাছ আর পান্ত ভাতে ঘি॥
হিঃ হিঃ হিঃ—
(হেসোনা ডাঙ্গার চিংড়ি বুঝলে কিনা)
ছিলেন ডুবে এই লাল জলে,
এখন বন বাদাড়ে কাপাস ডলে,
মদের খিদে পেলেই খায় কাঁচকলা নয় কচুর চচ্চড়ি॥
পবন, বরুণ, কুবের আর ইন্দ্র তাদের রাজা,
মনের দুঃখ কইছে ব'সে মহাদেবের ষাঁড়ের পাশে
আর কেঁদে কেঁদে ছিলিম নিয়ে টানছে ক'সে গাঁজা।
(ও ভাই সবাই টানে, কিন্তু যম কি টানে?)
(উঁহু টানছে বটে, তবে গাঁজা নয় সে)
চার পা হ'য়ে টান্‌ছে শমন দৈত্যরাজের ঘানি।

অঘা। (নেপথ্যে চাহিয়া) আরে বাবা! কি ব্যাপার!

সকলে। কিরে—কিরে?

অঘা। সেনাপতি চিত্রাঙ্ক। দুই চোখে তার আগুন জ্বলছে। স্বর্গে এসে দেবতাদের তিন কলসী মদ সাবাড় ক'রেছে কিনা, তাই তার অসুরের গায়ে একেবারে দেবাসুর বিক্রম হ'য়েছে।

সকলে। দেবাসুর বিক্রম.

অঘা। ওই দেখ, সেই বিক্রম নিয়ে সেনাপতি একেবারে ধেই ধেই ক'রে পিছনে ছুটে আসছে।

বকা। এঁ্যা বলিস কি?

ঘোঘা। কিন্তু কার পিছনে ছুট্‌ছে?

অঘা। এত বীর দাপ—তবু বুঝিস্ নে? কার পিছনে আবার? মেয়ে মানুষ—ওরে মেয়ে মানুষের পিছনে। দে ছুট্—দে ছুট্, ওই এসে প'ড়ল। [সকলের ছুটিয়া প্রস্থান।

(পলায়ন-পর উর্ব্বশীর পশ্চাৎ চিত্রাঙ্কের প্রবেশ।)

চিত্রাঙ্ক। কোথা যাবি—কোথা যাবি রে উর্ব্বশী
আমার কবল হ'তে—
কোনরূপে পরিত্রাণ পাবি?

উর্ব্বশী। সরে যা—সরে যা দৈত্য,
দেবভোগ্যা—দেবপূজ্যা আমি
দানব স্পর্শিতে মোরে নারিবে কখন।

চিত্রাঙ্ক। দেবভোগ্যা—দেবভোগ্যা! হাঃ হাঃ হাঃ!
কোথায় দেবতা তোর!
মর্ত্ত্যলোকে ঘন বনে, পর্ব্বত কন্দরে
কাঁদিয়া ফিরিছে সবে করি আর্ত্তনাদ।
এস সখি, ধরা দাও বাহুর বন্ধনে।

উর্ব্বশী। যা সরে—যা সরে, নীচ কামুক-মাতাল!

চিত্রাঙ্ক। মাতাল!
সুরাপান ঘৃণা কর বুঝি?

দেবতারা সুরাপায়ী নহে ? যোগী শ্রেষ্ঠ তারা !
এত সুরা স্বর্গলোকে কলসে কলসে
এ বুঝি কেবল তারা যজ্ঞানলে আহুতি যোগায় !
সেই সুরা করিয়াছি পান,
তাই কহ দানবেরে প্রমত্ত মাতাল ! হাঃ হাঃ হাঃ !
এস লো রমণী ভজহ আমারে—

উর্ব্বশী। কভু নহে—হীন মতি দানবেরে
দেহ দান কভু করিব না।

চিত্রাঙ্ক। কভু করিবে না ?
সতী শিরোমণি তুমি !
সতীত্বের এত গর্ব্ব যদি—
কেন তবে এত ছাঁদে প'রেছ কাঁচলী ?
কেন শিরে বেণী বাঁধা ভুজঙ্গ সমান ?
কেন তব দেহ-ভঙ্গে শিখায় শিখায়
ঝলিতেছে চঞ্চল অনল !
ওই—ওই তব নয়ন বিভঙ্গে,
কত যুগ যুগান্তের
অতৃপ্ত লালসা লিপি রহিয়াছে লেখা।
মদালস চক্ষু দিয়া পড়িতেছি যেন সেই নিমন্ত্রণী
এসো—ছলনা কি হেতু আর,
ধরা দাও সখি,—

উর্ব্বশী। ওগো রক্ষা করো কে আছ কোথায় ?
সুরাপায়ী প্রমত্ত দানব, অবলার
করে অপমান।

(গয়াসুর ও দীপ্তজিহ্বের প্রবেশ ।)

গয়া । চিত্রাঙ্ক !

চিত্রাঙ্ক । একি, সম্রাট ! (অভিবাদন)

গয়া । যাও দেবী মুক্ত তুমি—
যথা ইচ্ছা চ'লে যাও নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ।

উর্ব্বশী । কে আপনি মহাভাগ ?

গয়া । শুনিলে তো ? দৈত্যপতি গয়াসুর আমি, যাও ।

[উর্ব্বশী ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল ।

গয়া । দীপ্তজীহ্ব, শৃঙ্খলিত কর ।

দীপ্ত । মহারাজ !

গয়া । (আদেশের স্বরে) দীপ্তজীহ্ব ! (শৃঙ্খলিত করণ)
যাও নিয়ে যাও বধ্যভূমে
না—না, নিজে যাবো আমি
নিয়ে এস আমার পশ্চাতে ।

দীপ্ত । সম্রাট—সম্রাট—

গয়া । কি—কি বলিতে চাও ?

দীপ্ত । সম্রাট, দৈত্য-সেনাপতি এই কুমার চিত্রাঙ্ক
সম্রাটের প্রধান সেনানী ।

গয়া । জানি আমি তাহা ।

দীপ্ত । সম্রাট, বন্ধুর হইয়া
নিজে আমি চাহিছি মার্জ্জনা
প্রাণ ভিক্ষা দিন চিত্রাঙ্কেরে ।

গয়া । প্রাণভিক্ষা ! কারে দেব প্রাণভিক্ষা ?

কামোন্মত্ত পশু সম যেই কুলাঙ্গার
রমণীর পূত অঙ্গে করে হস্তক্ষেপ
তারে কহ ক্ষমা করিবারে ?
ছি—ছি—ছি—একি হীন ঘৃণিত ব্যাভার !
স্বর্গ-জয় ধর্ম্ম-রাজ্য স্থাপন প্রয়াস
সব পণ্ড হল ! কি করিলি—কি করিলি রে চিত্রাঙ্ক
নিজে ধ্বংশ হলি—
তার সাথে ধ্বংশ ক'রে দিয়ে গেলি
অসুরের সর্ব্ব ভবিষ্যৎ—অসুরের জাতিত্ব গৌরব !

চিত্রাঙ্ক। মহারাজ—অকারণ মনঃ ক্ষোভ তব ;
করি নাই আমি হেন রূপ কোন অপরাধ
যার হেতু নষ্ট হবে অসুরের জাতিত্ব সম্ভ্রম।
ঊর্ব্বশী সে স্বর্গ-বারাঙ্গনা—
দেহ তার পণ্য দ্রব্য সম ;
এত দিন সেই দেহ দেবগণ করেছে সম্ভোগ
এবে সে ঊর্ব্বশী অসুরের দাসী—
দেহ তার অসুর সম্পদ—

গয়া। স্তব্ধ হ' স্তব্ধ হ' রে পাপাত্মা দুর্জ্জন।
পুনর্ব্বার হেন কথা হ'লে উচ্চারিত
জিহ্বা তোর উৎপাটীত করিব এখনি।
স্বর্গ-বারাঙ্গনা ! কেবা সেই বারাঙ্গনা ?—
পর রমণীর—মাতা ভিন্ন অন্য পরিচয় কভু জানেনা অসুর।
কাম-দাস নীচাত্মা, লম্পট,
আত্ম-পক্ষ সমর্থিতে

এত বড় ঘৃণ্য কথা কর উচ্চারণ।
দীপ্তজিহ্ব, যাও আদেশ পালন করো
ছিন্ন মুণ্ড—ছিন্ন মুণ্ড পামরের এনে দাও ত্বরা।

দীপ্ত। মহারাজ,—

গয়া। আঃ—দ্বিরুক্তি চাহিনা আর, যাও—

[চিত্রাঙ্ককে লইয়া দীপ্তজিহ্বের প্রস্থান

(শচীর ও ইলার প্রবেশ।)

শচী। দৈত্যরাজ ;—

গয়া। কে—কে আপনি ?

ইলা। পিতা, ইনি দেবেন্দ্র মহিষী।

গয়া। দেবেন্দ্র মহিষী শচী দেবী !
কহ মাতা কি আদেশ তব ?

শচী। আদেশ ! আদেশ নয় ?
আসিয়াছি বন্দিনীর নমস্কার জানাতে তোমায়।

গয়া। মাতা,—মাতা—

শচী। স্বর্গপুরী অবরুদ্ধ ক'রেছে দানব
মহা ভয়ে ছিলাম মরিয়া।
এবে স্বচক্ষে দাঁড়ায়ে হেথা
হেরিলাম দানবের অদ্ভুত বিচার,—
নারী প্রতি অপরূপ সম্মাননা তার।
হে দানবপতি, স্বর্গের ইন্দ্রাণী আমি
মুগ্ধ মনে অকপটে তবু কহিতেছি
নারী-ধর্ম্ম রক্ষা হেতু এমন বিচার—

করে নাই কোন দিন দেবেন্দ্র আপনি!
মহাভাগ, লহ তুমি নমস্কার মোর।

গয়া। মাতা, অকারণ স্তুতিবাদ করোনা পুত্রের,
নারী-ধর্ম্ম রক্ষা করা চিরদিন কর্ত্তব্য বীরের।
ইথে যদি প্রশংসার থাকে অবকাশ—
মোরে নহে করো তাহা কন্যারে আমার
ইলা মোরে দিয়েছে সংবাদ,
তাই আসি রক্ষিলাম উর্ব্বশীর মান।

শচী। হে কল্যাণী,
রাজ্যচ্যুতা দেবেন্দ্রাণী রিক্ত হস্তে
তোমারে কি দিবে আশীর্ব্বাদ!
গজমোতি, পারিজাত-হার, এ নন্দন উপবন,
স্বরগের সম্পদ ভূষণ,
সকলের অধিশ্বরী আজি তুমি গো কল্যাণী।
এ ঐশ্বর্য্য বৈভব মাঝারে,
করি শুধু এই আশীর্ব্বাদ
শুভকালে—শুভক্ষণে
মনোমত পতিলাভ করিও জননী।

ইলা। মাতা—মাতা— (মাথা নত করিল।)

শচী। একি! মোর আশীর্ব্বাদ শুনি
অকস্মাৎ কেন চমকিতা?

ইলা। জয়ন্তের মাতা তুমি—
মনোমত পতিলাভ আশীর্ব্বাদ করিলে আমায়!

শচী। মনোমত-পতিলাভ দিনু আশীর্ব্বাদ

তাহে তব—একি ইলা চোখে জল !
কাঁদিতেছ তুমি ? দৈত্যরাজ—

গয়া। মাতা সে কাহিনী শুনিবার নাহি প্রয়োজন।
শুধু শুনে রাখ,
ঐ আঁখিজল হেরিয়া নয়নে
যুগে যুগে দৈত্যশক্তি উঠেছে গরজি—
ঐ আঁখিজল ধারা মোচন কারণ
ভুজবলে স্বর্গপুরী লয়েছি কাড়িয়া,
দানবীরে স্বর্গলোকে অধিষ্ঠাতা করিয়াছি দেবীর আসনে।
কিন্তু হায়, তবু কেন আঁখিজল মুছাতে পারি না !
তবু কেন ঝরে জল শ্রাবণের বারিধারা সম !

শচী। দৈত্যরাজ—

গয়া। যাও দেবী, দানবীর ব্যথা তুমি বুঝিতে চেয়োনা—
সাধ্য নাই বুঝিতে সে ব্যথা।
ফিরে যাও ফুল্লমনে দেবেন্দ্রের পাশে
সঙ্গে নাও অন্য যত দেবের রমণী,
চিরমুক্তি দিলাম সবারে।
একান্ত বাসনা যদি হয়,
জিজ্ঞাসা করিও তবে নন্দনে তোমার
দৈত্যকন্যা কেন ফেলে তপ্ত আঁখিজল।

[প্রস্থান।

শচী। বুঝিতেছি—অনুমানে বুঝিতেছি সব।
মদোদ্ধত সন্তান আমার
চিরদিন ভয় করি তার ব্যবহার।

মাতা, তোমারে কি আর কব ?
যেই অত্যাচার হ'তেছিল উর্ব্বশীর প্রতি,
হয়তো বা ইন্দ্রাণীরও প্রতি তাহা হইতে পারিত
তুমি—তুমি শুধু রাখিয়াছ ইন্দ্রাণীর নারীত্ব গৌরব।
উচ্চকণ্ঠে দেবী শ্রেষ্ঠা বলি তোমা ঘোষণা করিয়া,
মুগ্ধমনে নিবেদিনু অন্তরের পূজা।

ইলা। মা, মা, একি কর—একি কর মাতা ?
আমি কন্যা, তুমি মোর মাতা।
সর্ব্বনাশা হেন কথা করি উচ্চারণ
অমঙ্গল কর কি কারণ ?
কেন মাগো শুষ্ক তোর মুখখানি
রুক্ষ তোর কুন্তল কলাপ !
দানব ক'রেছে জয় এ অমরাবতী
সেই হেতু এত বিষাদিনী ?
নিদ্রাহীন আঁখি দুটী একেবারে আরক্ত হ'য়েছে !
দুশ্চিন্তার কালো রেখা ললাটে প'ড়েছে—
আয় মাগো মন সাধে সাজাইব তোরে
গন্ধতেলে মাজি কেশ বাঁধিব কবরী,
ললাটে আঁকিয়া দিব সুমঙ্গল সিঁদুরের রেখা।

শচী। ইলা—

ইলা। না—না এমন বিষণ্ন বেশে
যাবি তুই পতি পুত্র পাশে, সেকি হয় ?
তাহে যে গো নিন্দা হবে পিতার আমার।
আয়—আয় মাগো। (প্রস্থানোদ্যত)

(গয়াসুরের প্রবেশ।)

গয়া। দাঁড়াও জননী.
ইন্দ্রের অমরাবতী সত্য বটে নিয়েছি কাড়িয়া,
কিন্তু মাগো বিন্দুমাত্র বৈরী ভাব
নাহি মম ইন্দ্রাণীর প্রতি।
রিক্ত হস্তে পতি পাশে তোমারে মা ফিরিতে না দিব।
কহ মাতা কোন উপহার দিলে
সন্তুষ্ট হইয়া যাবে দেবেন্দ্র মহিষী ?

শচী। দৈত্যরাজ, উপহার সত্য যদি দিতে চাও মোরে
সকল দেবতা মুক্ত
বন্দী করি রাখিয়াছ শুধু শমনেরে।
সেই শমনের মুক্তি চাই উপহার।

গয়া। শমনের মুক্তি! বড় সাধ ছিল মনে, তাহারে লইয়া—
না—থাক তাই হবে মাতা।
রাখিতে সম্মান তব
করি অঙ্গীকার—
নিজ হস্তে শমনেরে মুক্তি দিব আমি।

[সকলের প্রস্থান।

(মদন ও রতির প্রবেশ।)

গীত।

রতি। কুসুম-ধনু, কুসুম-ধনু,
কেন মদন-বিলাসে অলস-তনু ?

মদন। বাহুর বাঁধনে, অধর আননে, এসলো নাগরী ভুঙ্গি—

গয়া। একি হ'ল ! কি আশ্চর্য্য !
জাগ্রত দাঁড়ায়ে আমি,
কিম্বা হেরি নিদ্রাঘোরে অসম্ভব ভীষণ স্বপন।
হাঃ হাঃ হাঃ ! উর্ব্বশী—উর্ব্বশী তুমি ?
চিত্রাঙ্ক—চিত্রাঙ্ক—ছুটে এস ত্বরা—
দেখে যাও—দেখে যাও—
সুরেন্দ্র বন্দিতা এই স্বর্গ নিবাসিনী
আসিয়াছে ভিখারিণী সম আজ যাচিকা হইয়া
দানবেরে নিজ দেহ করিতে অর্পণ !
দেখে যাও দেবতা পূজিতা সেই স্বর্গের অপ্সরী !

(চিত্রাঙ্কের ছিন্নমুণ্ড লইয়া প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতি। মহারাজ !
গয়া। কে—কে ?
প্রতি। সেনাপতি চিত্রাঙ্কের ছিন্নমুণ্ড এই
আনিয়াছি তব পদে দিতে উপহার।
গয়া। ওঃ—ওঃ, চিত্রাঙ্ক—চিত্রাঙ্ক—
উর্ব্বশী। নিয়ে যাও—নিয়ে যাও ছিন্নমুণ্ড সম্মুখ হইতে।
গয়া। কোথা যাবে—কোথা যাবে ছিন্নমুণ্ড লয়ে।
রে নির্লজ্জা কামুকা পাষাণী,
মর্ত্ত্যের জননী সমা—
ভেবেছিনু পবিত্রা তোমারে।
তোর মাঝে মাতৃ-মূর্ত্তি দেখেছিনু কল্পনা নয়নে।
রাখিতে সম্মান তোর

চিত্রাঙ্কের ছিন্ন দেহ শ্মশানে লুটায়—
আর তুই কিনা হেথা
বারাঙ্গনা সম পুনঃ এসেছিস্ দেহ সমর্পিতে ?
এই নে—এই নে দেবী,
দানবের প্রেম উপহার ! (মুণ্ড নিক্ষেপ)

উর্ব্বশী । ওঃ—ওঃ—ওঃ— [আর্ত্তনাদ করিয়া **প্রস্থান।**

গয়া । হাঃ হাঃ হাঃ—
দীপ্তজিহ্ব ! দীপ্তজিহ্ব !
দেখে যাও উর্ব্বশীর প্রেম অভিসার—
দেখে যাও দানবের প্রেম উপহার !

(দীপ্তজিহ্বের প্রবেশ ।)

দীপ্ত । মহারাজ !
গয়া । (চমকিত হইয়া) দীপ্তজীহ্ব !
দীপ্ত । মহারাজ,
আসিয়াছি ভয়াবহ দুঃসংবাদ করিয়া বহন ।
গয়া । কি তোমার বার্ত্তা দীপ্তজিহ্ব ?
দীপ্ত । মহারাজ ঘোর দুঃসংবাদ !
নিরুদ্দেশ সম্রাট নন্দিনী ।
গয়া । কি—কি বলিলে, নিরুদ্দেশ ইলা !
বাক্য তব পারি না বুঝিতে,
স্পষ্ট করি কহ ।
দীপ্ত । মহারাজ কিছুক্ষণ পূর্ব্বে দেখিয়াছি
মন্দাকিনী ঘাটে বাঁধা একখানি তরী ।

রাজকন্যা ইন্দ্রাণীরে বিদায় দানিয়া
সেই পথে ফিরিছেন গৃহে—
হেন কালে দেখা হ'ল শমনের সনে ;
কি যেন কহিল যম,
অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তারে দেখাল তরণী।
অকস্মাৎ কি যে হল !
রাশি রাশি ধূম-পুঞ্জ ঘোর ঘনাকারে
মুহুর্ত্তেকে ব্যাপিল চৌদিক !
সেই অন্ধকার মাঝে চকিতের প্রায় কি যে হ'য়ে গেল—
কিছু আর নারিনু বুঝিতে।
ক্ষণ পরে চেয়ে দেখি—
তটভূমে বিহ্বলার প্রায় রহিয়াছে সখীগণ
—রাজকন্যা হ'য়েছে উধাও।

গয়া। ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র—দেবতার ষড়যন্ত্রে নিরুদ্দেশ ইলা !
মায়াবলে অন্ধকার ক'রেছে সৃজন
মায়াবলে দৈত্যগণে বিভ্রান্ত করিয়া
দেবতা ইলারে মোর ক'রেছে হরণ !
নীচ-আত্মা কাপুরুষ নিবীর্য্য দেবতা
সম্মুখ-সমরভূমে পরাজিত হ'য়ে
হেন রূপে জিঘাংসার করিবি পূরণ
কন্যাহারা করিয়া আমারে ?
দিব না—দিব না তোরে মন সাধ পূরাতে কদাপি
হোক্ স্বর্গ, হোক্ মর্ত্ত্য, হোক্ রসাতল
যেখানে রাখিস্ তারে

অন্বেষিয়া আনিব নিশ্চয়।
সে প্রয়াস ব্যর্থ যদি হয়
জ্বালামুখী বাণের সন্ধানে
ভস্ম করি উড়াইব এ তিন ভুবন,
সৃষ্টি লোপ করিব নিশ্চয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দাকিনী তীর।

ইলা।

ইলা। থেমে গেল বীণার ঝঙ্কার,
কুজ্ঝটিকা হইল বিলীন।
কোথা আমি? কোথা মম সখীগণ—
কোথা সেই নদী বক্ষে বিচিত্র তরণী!
কি আশ্চর্য্য! কেহ কোথা নাই!
একি স্বপ্ন, কিম্বা কোন দৈবী মায়া!
মনে পড়ে শমন-ইঙ্গিতে
মন্দাকিনী জলপানে চাহিনু যেমনি,
অমনি সে নদীজলে শুনিলাম যেন
কত যুগ-যুগান্তের অশ্রুত কাহিনী।

জলতল অন্ধকার হ'তে 'সন্তান—সন্তান' বলি
কে আমারে বক্ষ মাঝে তুলিবারে চায় !
রক্তবর্ণ কে পুরুষ সম্মুখে দাঁড়ায় !
না—না, গয়াসুর কন্যা আমি চঞ্চলতা করিব দমন।
শুধু সেই এক চঞ্চলতা
জাগরণে, শয়নে, স্বপনে,
প্রতিক্ষণ হিয়া মোর ব্যাকুল করিছে।
মনে পড়ে পুষ্প-বনে কুসুম চয়ন,
সেই তার স্বপ্নভরা সুনীল নয়ন,
'ইলা' ব'লে মধুকণ্ঠে নাম ধ'রে ডাকা।
কেন ? কেন সে আমারে ডাকে ?
কেন মোরে চায় ?
না—না, ডাকিও না—ডাকিও না হে জয়ন্ত,
ভুলে যাও ইলারে তোমার।

গীত।

ওগো তিমির রাতি !
—মম জীবন সাথী !
মেঘের বাতায়নে বসিয়া আনমনে
তাহারই পথ চাহি তাহারই গান গাহি
বুঝি তাহারই রাগিনী জালে আশার ভাতি।
উদাস সমীরণে কত কি পড়ে মনে
তাহারই কত ব্যথা তাহারই কত কথা
তাহারই সুরে উঠি মাতি।

(নেপথ্যে জয়ন্ত—ইলা—ইলা !)

(জয়ন্তের প্রবেশ ।)

ইলা । কে ?

জয়ন্ত । ইলা, আসিয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা লয়ে ।
দেবতা সমাজ মাঝে,
দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিতা করিতে তোমারে ।

ইলা । দেবতা সমাজে,
দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিতা করিতে আমারে !

জয়ন্ত । হাঁ ইলা,
শুনিয়া মায়ের মুখে তব সমাচার—
সমুৎসুক্ দেবগণ দেখিতে তোমারে ।
সমুৎসুক্ পিতা মোর দেবেন্দ্র বাসব
পুত্র-বধুরূপে তোমা গ্রহণ করিতে ।

ইলা । ধন্যবাদ হে জয়ন্ত !
কিন্তু আমি অযোগ্য ইহার,
সাধ্য নাই এই দয়া করিব গ্রহণ ।

জয়ন্ত । ইলা, কহ স্পষ্ট করি
দেব-দেবী মিলে যদি চাহিছে তোমারে
কেন তবে যেতে নাহি চাও—

ইলা । কেন ?　উত্তর ইহার হবে কি গো মনোমত তব ?
দেবেন্দ্র চাহিছে, দেবেন্দ্রাণী চাহিছে আমারে
আর চাহে দেবেন্দ্র তনয় !
চাহিলেই পাওয়া যায় বুঝি ?

শিশু যদি ঊর্দ্ধ পানে দুইবাহু তুলি
চাহে ঐ আকাশের চাঁদ—
অমনি চন্দ্রমা তারে ধরা দেয় এসে ?

জয়ন্ত। ইলা!

ইলা। রাজ্যহারা পথের ভিখারী তুমি বাসব তনয়!
আমি ইলা, ত্রিদিবের অধিশ্বরী।
একদিন শক্তি-গর্ব্বে উপেক্ষা ক'রেছ মোরে
আজ কোন অধিকার—কোন শক্তি বলে তবে
ভিখারী হইয়া চাহ রাজকন্যা ইলার প্রণয় ?
দেব-বধু কোন দিন নাহি হবে দানব নন্দিনী!

(ইন্দ্রের প্রবেশ।)

ইন্দ্র। দানব নন্দিনী কেবা ?
দেবকন্যা গৃহে নিতে মহোল্লাসে এসেছে দেবতা।

জয়ন্ত। পিতা!

ইলা। দেবেন্দ্র বাসব! বাক্য তব রহস্য আবৃত।
কহ দেব, হেথা কোথা দেবের দুহিতা ?

ইন্দ্র। দেবকন্যা সম্মুখে আমার।
ইলা নামে পরিচিতা যেবা মর্ত্ত্যলোকে
সেই কন্যা নহে কোন দানব নন্দিনী,
দেব-বীর্য্যে জনম তাহার।

জয়ন্ত। পিতা—পিতা—

ইলা। কি—কি বলিছ তুমি ? ঘটিল কি মতিভ্রম তব ?

ইন্দ্র। শোনো ইলা, আর তোমা রাখিব না রহস্য আড়ালে,

সর্ব্ব কথা কব স্পষ্ট করি।
সত্য বটে, কন্যা-স্নেহে গয়াসুর পালিয়াছে তোমা,
কিন্তু ইলা, সে তোমার জন্মদাতা নহে—
জন্মদাতা জনক তোমার—দেব দিবাকর

(সূর্য্যের প্রবেশ।)

এই হের সম্মুখে দাঁড়ায়ে।

ইলা। একি এযে সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট অগ্নিবর্ণ ভয়াল পুরুষ !
সত্য কি—সত্য কি তবে জন্মক্ষেত্রে রহি মম
নির্দ্দয় দেবতা রবি ক্রুর হাসি হাসে ?
না—না, মিথ্যা—মিথ্যা !
নিঃসহায় একক পাইয়া
মিথ্যা ষড়যন্ত্র-জালে
আসিয়াছ দানবীরে ছলনা করিতে ?
নীচ প্রতারকগণ
হেন কথা কর উচ্চারণ গয়াসুর-নন্দিনী সমীপে !

ইন্দ্র। ক্রুদ্ধা হইয়োনা ইলা ; নহে মিথ্যা,
পিতা তব দেব দিবাকর,
কিন্তু মাতা মর্ত্ত্য-নিবাসিনী
মীন-কন্যা জলচারী সাগরিকা নাম।

সূর্য্য। কন্যা, এত দিনে শেষ হল পরীক্ষা তোমার।
দানব ভবনে রহি তবুও জননী
দেখায়েছ যেই শক্তি নারীত্ব গৌরব
তাহে মোরা মানিনু বিস্ময়।

বুঝিয়াছি এতদিনে, তোমার শ্রীঅঙ্গ মাঝে
এতটুকু পড়ে নাই মর্ত্ত্যের কালিমা।
জ্যোতির্ম্ময়ী জ্ঞানোজ্জ্বলা—মহাদেবী তুমি।
এসো কন্যা—
দেবেন্দ্র বাসব সনে নিজে আমি জনক তোমার
ডাকিতেছি সমাদরে পরম যতনে।
দৈত্যকুল পরিহরি এসো দেবী নিজ গৃহে ফিরে।

ইলা। গৃহ! কোথা গৃহ মোর? দেবতা-সমাজে?
না—না, দেবী নাম কোনো দিন ছিলনা আমার,
কোন জন্মে চাহিব না তাহা।
একমাত্র পরিচয় মোর—কি? কি সে পরিচয়?
দানবী? না—না—দানবী ত' নহি আমি!
দয়া—দয়া ক'রে দৈত্যপতি গৃহে দেছে স্থান!
মা, মাগো, কোথা তুমি প্রবঞ্চিতা
নির্য্যাতিতা অভাগিনী জননী আমার,
স্থান দাও, স্থান দাও বুকে!
জল-তল পাতালের গভীর-আঁধারে
বক্ষে বক্ষ রাখি মোরা
মাতা কন্যা এক সাথে করিব ক্রন্দন,
এক সাথে মাগো
যুক্ত করে মৃত্যু-বর চাবো বিধাতায়।

[প্রস্থানোদ্যতা।

জয়ন্ত। কোথা যাও—কোথা যাও ফিরে এসো ইলা,

সূর্য্য। ফিরে এস, ফিরে এস তনয়া আমার!

ইন্দ্র। বিশ্বের আনন্দ-মূর্ত্তি স্বর্ণ-প্রতিমা
উদ্বোধন-লগ্নে আজি হবে বিসর্জ্জিতা !
ইলা—ইলা—

ইলা। বিদায়—বিদায় হে দেবগণ—
বিদায় জয়ন্ত
দেবীত্ব করিতে নাশ
ওই দূর সিন্ধু-জলে দেহ বিসর্জ্জিব।

(যমের প্রবেশ।)

যম। মাতা—মাতা—
রক্ষা করো আশ্রিত জনেরে—
প্রাণত্যাগ সঙ্কল্প তোমার দাও বিসর্জ্জন
কৃপা করো রক্ষা করো ভয়ার্ত্ত শমনে।

ইলা। শমন !—

যম। শমন ! শমন আমি
তোমারি আশ্রয় আশে এসেছি ছুটিয়া।
তোমারে একান্তে পেয়ে মন্দাকিনী তীরে
ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃজেছিনু আমি,
ঘোর ধূমে ব্যাপিয়া গগন—
মায়া বলে এইখানে এনেছি তোমারে ;
ছিল আশা, দেবের নন্দিনী,
পেলে তব সত্য পরিচয়,
দেব কুলে সসম্মানে হলে প্রতিষ্ঠিতা,
দেব কার্য্যে হইবে সহায় ;—

তোমারে আশ্রয় করি
যমপুরী-ধ্বংশ হতে গয়াসুরে নিবৃত্ত করিব।
কিন্তু আশা মোর হইল বিফল ;
এবে শঙ্কিত হ'য়েছি মাগো—
যে মুহূর্ত্তে পিতা তব পাইবে সন্ধান
আমিই হরেছি তোমা মায়াজালে ঘিরি,
তব এই দেহত্যাগ আমারি কারণ বলি,
তীব্র রোষে দৈত্যপতি উঠিবে গর্জ্জিয়া!
প্রতিহিংসা ক্ষিপ্ত তার রোষাগ্নি হইতে
কে তবে রক্ষিবে মাতা তুমি না রক্ষিলে ?

ইলা। কহ কি চাহ আমার কাছে, কি সঙ্কল্প তব ?
ত্বরা কহ কি তব প্রার্থনা ?—

যম। কহিব—কহিব মাগো,
বারেকের তরে বিসর্জ্জিয়া মৃত্যু বাঞ্ছা তবে
মোর সাথে তোরে মাতা আসিতে হইবে—
আমারে রক্ষিতে হবে বিপদ হইতে !
তারপর যথা ইচ্ছা যেও মাতা বাধা নাহি দিব।

ইলা। ভাল তাই হোক। এসো যমরাজ,
তোমারে রক্ষিব আমি পিতৃ-রোষ হ'তে।

যম। চল মাতা, পথে যেতে জানাইব তোমা
কোন পথে কি কার্য্য করিব।



তৃতীয় দৃশ্য

বনপথ।

গ্রাম্য-কন্যাগণের গীত।

এমন ভরা সন্ধ্যাকালে ওলো রাঙা বউ
যাস্‌নে জলে, জীবন নিয়ে ফেরা হবে দায়।
ঘাটের পথে ভূত দেখেছি, বাঁশীর আওয়াজ তাও শুনেছি,
সোণার নূপুর বাঁধা দেখলাম পায়॥
দেখ্‌লে পরে বুড়ো বুড়ি, কালো দেয় আঁচল মুড়ি,
ঘোম্‌টা টানা যেন কুলের বউ।
ওমা একি সর্ব্বনেশে, আমায় দেখে তাকায় হেসে,
খাবে বুঝি রঙিন্ ফুলের মউ!

[প্রস্থান।

(কলসী-কক্ষে পদ্মমণি ও দধিমুখের প্রবেশ।)

দধি। পদ্ম—পদ্মমণি—পদ্মিনী—অ পদু, যাস্‌নি—ওরে যাস্‌নি।

পদ্ম। আ অলপ্পেয়ে, তুই আবার ঠিক এখানে এসে জুটেছিস্?

দধি। জুটবোনা? ব্যাপারটা কতখানি গুরুতর তা জানিস্? একে সন্ধ্যে বেলা, তায় নির্জ্জন পুকুর ঘাট, তার ওপর তুই একা অবলা, আর চার দিকে শকুনি উড়ছে। ওরে অত বড় দত্যিরাজা যে নাকি যমরাজাকে নাকে দড়ি বেঁধে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে এল, তার মেয়েটা পর্য্যন্ত চুরি হ'য়ে গেল, আর তোকে একা পেলে তো—ওরে বাবা, সে ভাবতেও যে আমার ওঁঙা ওঁঙা ব'লে কাঁদতে ইচ্ছে করে! চল্ চল্

বাড়ী চল্ তোর আর জল এনে কাজ নেই। গুটি গুটি পা চালিয়ে আয় দিকিন, ঘরের ছেলে মেয়ে আমরা ঘরেই ফিরে যাই।

(নেপথ্যে—ওহে জরাসুর এদিকে যে গলার আওয়াজ শুন্‌ছি, এগিয়ে এস'না।)

দধি। ওরে বাবা এই সেরেছে! ব্যাটারা এসে প'ড়ল, নাও এখন ঠ্যাল সামলাও! একশ' বার ব'লছি, ফিরে চল—ফিরে চল তাতে গেরাহ্যি নেই, এখন! বলি এখন !

(ঘোঘাসুর ও জরাসুরের প্রবেশ।)

ঘোঘা। কেহে তোমরা ?

জরা। এযে আমাদের অঘোবর্ম্মণ হে! বলি এই বনের পাশে মেয়ে মানুষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ যে ভায়া, এটী যোগাড় হ'ল কোত্থেকে ? বাঃ! খাসা চীজ তো ?

ঘোঘা। আমাদের ফাঁকি দিয়ে এমন ফুটফুটে—

পদ্ম। চুপ কর্ মুখপোড়া। ইনি আমার সোয়ামী—

দধি। চুপ্ চুপ্ সোমত্ত মেয়ে ছেলে হ'য়ে এই সব জোয়ান জোয়ান ব্যাট ছেলের সামনে—আহা তুমি পিছনে থাকনা পদু, আমি ব'লছি। দেখ জরাসুর ভাইটী আমার, দেখ ঘোঘাসুর দাদা, অমন কটমট ক'রে এদিকে তাকিও না। নোলায় জল এলে হাতের চেটোয়ই মুছে ফেল একদিন আমি তো তোমাদের বুন্নুই হ'তে চেয়েছিলাম হে, কেমন না ? তা আমার পদুমণি তোমাদের সেই বহিন। আর তোমরা আমার—? হিঃ হিঃ হিঃ।

ঘোঘা। শ্রীবিষ্ণু—শ্রীবিষ্ণু !

জরা। চল হে চল। আমরা রাজকন্যার খোঁজে এসেছি তাকেই খুঁজে বেড়াইগে!

[উভয়ের প্রস্থান।

দধি। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। পদ্ম, তা'হ'লে আর দেরী নয়। এবার পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চল।

পদ্ম। বলি হ্যাগা, তোমার কি ভীমরতি ধর্‌লো, না আর কিছু? অত ভয় থাকে তো নিজে বাড়ী ফিরে যেতে পার না? ঘরে এক ফোঁটা জল নেই, পুকুর ঘাটে একটু জল নিতে চলেছি, তা যত সব—

দধি। এই মরেছে! আরে শোন, দৈত্যরাজের চরেরা রাজকন্যাকে না পেয়ে হন্নে-হ'য়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। একলাটী দেখবে তোকে ওই ছোট্ট খাট্ট বউটী, আর এক্কেবারে উড়িয়ে নিয়ে ফেলবে দৈত্যরাজের অন্দর মহলে;—আর তা ছাড়া—আর তা ছাড়া পাড়ার ছোঁড়াগুলোও তো ভাল নয়!—চারিদিকে ইয়া ইয়া সব দৈত্য—

(অঘাসুর ও বকাসুরের প্রবেশ।)

অঘা। কে হে—কে হে তোমরা?

দধি। এই রে এবার আর রক্ষা নাই।

বকা। সঙ্গে স্ত্রীলোক নিয়ে যাচ্ছ কোথায় হে?

অঘা। কার স্ত্রীলোক হে?

দধি। তোমার বাবাঠাকুরের হে!

বকা। কি—কি বল্লি বেল্লিক? মার্—মার্ শালাকে।

দধি। ওরে বাবা—ওরে বাবা—ও পদ্ম—

পদ্ম। ওগো—একি সর্ব্বনাশ হোল—মেরে ফেল্লে যে গো তোমাদের পায়ে পড়ি বাবা সব ছেড়ে দাও। (পদ ধরিতে উদ্যত)

দধি। ছিঃ ছিঃ সরে যাও, সোমত্ত বউ তুমি। সরো না—উঃ ওরে বাবা ছাড়্ ছাড়্ বাবারা বিষ্টুর দোহাই—লাগে ছাড়্।

(দৈত্যগণ ছাড়িয়া দিল।

অঘা। বিষ্টুর দোহাই বল্‌লি তাই ছাড়লাম। কিন্তু খবর্দ্দার অমন গালাগালি আবার দিবি তো ঘুসিয়ে—

দধি। গালাগালি কখন দিলাম? কই না! তোমাদের—তোমাদের—ও হ'য়েছে। এঁকে তোমাদের বাবাঠাকুরের ইস্ত্রী ব'লেছি তাই রাগ? কেন সেকি গালাগাল? জান না, বিষ্টু পুরাণে আছে যে পরস্ত্রী মাতৃ তুল্যা! কেমন, তোমরা তো বিদ্যার এক একটী দিক্‌হস্তী! বিষ্টু পুরাণে এই কথা নেই ব'লতে চাও?

উভয়ে। হ্যাঁ তা আছে হয় তো! নিশ্চয় আছে।

দধি। বেশ পর স্ত্রী মাতৃ তুল্যা। আমি একজন পর, আর ইনি একজন আমার স্ত্রী। সুতরাং ইনি পরস্ত্রী—এবং তোমাদের মাতৃতুল্যা—কেমন না? আমার স্ত্রী তোমাদের মাতা জননী। সুতরাং আমি হলেম গিয়ে—তোমাদের—হিঃ হিঃ হিঃ।

অঘা। তা বটে—তা বটে—

বকা। তা হ'লে পেন্নাম হই বাবা ঠাকুর, চলহে চল। [দৈত্যগণের প্রস্থান।

দধি। এইবারে আয় ছুঁড়ি—আর এক মূহুর্ত্তও দেরী করিস্ না। আবার যদি কেউ তোকে দেখে ফেলে—

পদ্ম। দেখে ফেল্‌লে তো হ'য়েছে কি? তাকিয়ে দেখলে আমার জাত্ গেল নাকি? ভাল জ্বালা।

দধি। তাকিয়ে দেখবে—পর পুরুষ তোর দিকে তাকিয়ে দেখবে! বলি এটা কি তোর একটা সতী সাবিত্রীর লক্ষণ হোল নাকি এ্যাঁ? হায় হায়, শেষকালে এমন সাবিত্রীর পাল্লায় প'ড়েছি যে, যমের হাত

থেকে বাঁচান তো দূরের কথা, টেনে এনে যমের ঝুলির মধ্যে পুরে দিয়ে পালিয়ে যাবার মতলব! তা হ'লে যা, তোর যেদিকে খুসী চলে যা, আমি বিষ্টুর দোহাই দিয়ে রক্ষা পেয়েছি, সেই বিষ্টুর নাম স্মরণ ক'রে বিবাগী হ'য়ে বেরিয়ে পড়লাম!

পদ্ম। (হাত ধরিয়া) রাগ ক'ল্লে?

দধি।

দ্বৈত গীত।

পদ্ম। রাগ ক'রনা সোণার বন্ধু, আমার মাথার কিরে।
বাড়ী ফিরে খেতে দেব শালি-ধানের চিঁড়ে॥

দধি। চাই না—আমি চাই না—

পদ্ম। নাড়ু দেব, মোয়া দেব, দেব সাঁচী পান,
মসলা দেওয়া তামাক দেব, গেয়ো রসের গান।

দধি। গাইব? গাইব? হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ—
ওরে বন্ধুরে আমার, সোণার বন্ধুরে—

পদ্ম। আহা হা—থাক্ থাক্ থাক্, কিবা গলা সাধা,
ও গান শুনে আস্‌বে ছুটে ধোপা বাড়ীর গাধা।

দধি। কি? আমায় অপমান?

পদ্ম। ছিঃ—আর ক'রনা মান, (হস্তধারণ)

দধি। ছাড়ো ছাড়ো দেখবে আবার কোন হনুমান।

পদ্ম। দেখুক না—ভয় কি?

দধি। ওরা কি ভাব্‌বে জানো?

পদ্ম। ওরা ভাববে—
সাত রাজার ধন মাণিক আমার তুমি সাগর-সেঁচা।

দধি। না না,—তুমি আমার লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ আমি তোমার পেঁচা।

চতুর্থ দৃশ্য

গয়াসুরের কক্ষ।

(গয়াসুর ও দীপ্তজিহ্বের প্রবেশ।)

গয়া। চূর্ণ করো দ্বারদেশে মঙ্গল কলসী
হর্ম্ম্য চূড়ে স্বর্ণ ধ্বজা, স্বর্ণ আভরণ
একসাথে ভগ্ন করি ফেলে দাও মন্দাকিনী জলে।

দীপ্ত। মহারাজ, মহারাজ—

গয়া। চুপ কোথা মহারাজ ?
কন্যাহারা পিতা আমি, সর্ব্বহারা বঞ্চিত জনক।
অন্য পরিচয় মোর নাহিক ভুবনে।

দীপ্ত। চেষ্টার করিনি ক্রটী শোন' মহারাজ,
গিয়াছি কুবের পুরে, ব্রহ্মলোক-মাঝে,
পবন, বরুণ, সোম, আদিত্য, বাসব—
একে একে সর্ব্বজনে ক'রেছি জিজ্ঞাসা,
হতবাক নিরুত্তর দেবতা সমাজ
ভয়ে কেহ নাহি কহে কথা।
একমাত্র অগম্য সে যমপুরী বিনা—
ত্রিজগতে কোন' স্থান অন্বেষিতে রাখি নাই বাকী।

গয়া। যমপুরী—যমপুরী !
কেন তবে যমপুরী করনি প্রবেশ ?

দীপ্ত। সাধ্য মত প্রবেশিতে ক'রেছি প্রয়াস
কিন্তু প্রভু, ব্যর্থকাম এসেছি ফিরিয়া।

অসম্ভব,
যমপুরী প্রবেশের কল্পনাও নিতান্ত দুরাশা।

গয়া। দুরাশা!

দীপ্ত। দুরাশা—নিতান্ত দুরাশা প্রভু!
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল তিনলোক করিয়া সন্ধান
ছুটিলাম অস্ত্র করে যমপুরী পানে।
বায়ু নাহি বহে সেথা
ঘন-ঘোর কৃষ্ণ মেঘরাশি বেষ্টিয়াছে পুরী।
নাহি চন্দ্র নাহি সূর্য্য নক্ষত্র নিকর
পরিখা-রূপিণী সেথা ঘূর্ণ্যমান বৈতরণী নদী—
সে নদীতে নাহি জল—
তপ্ত তৈল ফুটে বুঝি সৃষ্টি জোড়া সমুদ্র কটাহে!
অট্টহাস্য মাঝে তার শত বজ্র নিঘোষি ফিরিছে,
কি উপায়ে প্রবেশিব পুরী?
করাল সে বৈতরণী কেমনে তরিব?

গয়া। কেমনে তরিতে হয় সে দেখিব আমি!
মূর্খ তুই দীপ্তজিহ্ব, মূর্খ দৈত্যগণ,
যমপুরী-বিভীষিকা হেরিয়া নয়নে
ফিরে এলি প্রতারিত হ'য়ে!
নিশ্চয়—নিশ্চয় সেই পুরীমাঝে
দেবগণ কন্যা মোর রেখেছে লুকায়ে।
সপ্তাহ হইল গত নন্দিনী বন্দিনী
নাহি জানি সহিতেছে কত নির্য্যাতন
যমপুরী মাঝে—

দীপ্তজিহ্ব, রণসজ্জা কর
যাব আমি শমনে ভেটিতে।

দীপ্ত। মহারাজ, এযে রাত্রিকাল
তদুপরি বাহিরে দুর্য্যোগ—

গয়া। দুর্য্যোগ!
কন্যারে লইয়া মোর দেবতা পলায়,
আর আমি ঝঞ্ঝা হেরি গৃহ মাঝে রহিব বসিয়া!
দীপ্তজিহ্ব, গয়াসুর ভয় করে অন্ধ রজনীরে?

দীপ্ত। অপরাধ—অপরাধ ক'রেছি চরণে;
ক্ষমা ভিক্ষা চাহি মহারাজ!
কিন্তু প্রভু,
সপ্তরাত্রি নিদ্রাহীন তুমি
সপ্ত রাত্রি—সপ্ত দিন—
অনাহার অনিদ্রায় ক'রেছ যাপন—
ক্লান্তি দূর কর প্রভু—
এই রাত্রিটুকু শুধু বিশ্রাম করিয়া।
হে দানবপতি,
তোমার ও পরিম্লান পাণ্ডুর বদন
দেখিয়া কাঁদিছে যত দৈত্য-নর-নারী।

গয়া। দীপ্তজিহ্ব,—দীপ্তজিহ্ব—

দীপ্ত। প্রভু, চরণের ভৃত্য তব ধরিয়া চরণ
সকাতরে করিছে প্রার্থনা—
বিশ্রাম করহ প্রভু আজি নিশাকাল—
প্রভাতে যাইও তুমি শমনে ভেটিতে!

হে দানবপতি, তোমার ও ক্লান্ত মূর্ত্তি
সে যে আর দেখিতে পারিনা।

গয়া। ওঠো দীপ্তজিহ্ব ! বিশ্রাম—বিশ্রাম !
ভাল তাই হবে।
যাও শয়ন করগে সবে শয়ন মন্দিরে
একাকী থাকিয়া আমি করিব বিশ্রাম।

[দীপ্তজিহ্বের প্রস্থান।

(বাহিরে করুণ যন্ত্র ধ্বনি উঠিল, দীপ স্তিমিত হইল)

গয়া। বিশ্রাম, বিশ্রাম চাই।
সপ্ত রাত্রি নিদ্রাহীন আমি ;—
দীর্ঘ সপ্ত রাত্রিকাল
জাগরণে নিরসনে গিয়াছে কাটিয়া,
তাই আজ ক্লান্তি আসে দেহ মাঝে মোর,
তাই বুঝি অবসাদ নেমে আসে আঁখির পাতায় !
কোথা হতে উঠিতেছে হেন সকরুণ মৃদুল সঙ্গীত ধারা ?
কে বাজায় বেণু বীণা, কেবা গাহে গান ?
ওই সুরে—
ওই সুরে নিদ্রাতুরা হ'ল বুঝি নিজে নিশীথিনী।
ঘুম—ঘুম—আমারো নয়নে ঘুম
সুরে সুরে আসিছে নামিয়া।
বুঝিতে না পারি, এ কি কোন দৈবী মায়া ?
অবশ হইল তনু—অবশ চেতনা—
সাথে সাথে কেন নামে নিবিড় আঁধার ?

(নিদ্রা, বাহিরে যন্ত্রধ্বনি আরও করুণ হইল।

(যম ও ইলার প্রবেশ ।)

যম । রাজকন্যা ইলা !

ইলা । যমরাজ !

যম । শুনিলে সকল ?
শুনিলে দানবপতি গয়াসুর মুখে
মম প্রতি আক্রোশ তাহার ?
শুনিলে ত' চাহে দৈত্য
যম-পুরী ধ্বংশ করিবারে !

ইলা । শুনিলাম সব । কিন্তু দেব, কহ এবে
কি আমারে করিতে হইবে ?

যম । তোমারে করিতে হবে দৈত্যে অনুরোধ
মম প্রতি এই হিংসা দিতে বিসর্জ্জন ।
আদরিণী কন্যা তুমি তার
তব বাক্য দৈত্যরাজ অবশ্য পালিবে ।

ইলা । যমরাজ !

যম । শপথ করায়ে লও দানব সম্রাটে
কভু সে বিরুদ্ধে মোর অস্ত্র যেন না করে গ্রহণ

ইলা । অসম্ভব !
এ জীবনে কোন দিন কোন কার্য্যে তাঁর
বাধা আমি দিইনি কখনো,
আজও দিতে পারিব না ।

যম । ইলা, ইলা, অন্যথা করোনা আর ;—
হবে তাহে অনর্থ সাধন,

বিশ্ব-সৃষ্টি ধ্বংশ হবে মুহূর্ত্ত মাঝারে।

ইলা। হয় হোক বিশ্ব-ধ্বংশ, যাক সৃষ্টি রসাতলে
তবু—তবু পারিব না,
পিতৃ কার্য্যে বাধা দিতে পারিব না আমি।
ক্ষমা ক'রো কৃতান্ত আমারে।

[প্রস্থানোদ্যতা।

যম। দাঁড়াও হে মর্ত্ত্যবাসী জীব
কোথা যাও দেব-আজ্ঞা অবহেলা করি ?—

ইলা। দেব-আজ্ঞা !
কে কাহারে করে আজ্ঞা ?
গয়াসুর-কন্যা আমি ভুবন-ঈশ্বরী—
দেব-আজ্ঞা মোর তরে নহে—

[গমনোদ্যতা।

যম। তবু—তবু তুমি পণবদ্ধা ইলা—
শপথ ক'রেছ নিজে, মম কার্য্যে হইবে সহায়।

ইলা। শপথ !

যম। হাঁ শপথ ক'রেছ নিজে—
সে শপথ রক্ষা হেতু, চির-মৌনা ছায়া-মূর্ত্তি ধরি
সঙ্গে মোর এসো পুনর্ব্বার।
যে কার্য্য করিব আমি—
নীরবে দাঁড়ায়ে তুমি শুধু দেখে যাও।
সত্যভঙ্গ মহাপাপে ভয় কর যদি—
ধর্ম্মনিষ্ঠ গয়াসুর পালক তোমার
এই গর্ব্ব মনে থাকে যদি—

নিস্তব্ধ—নিস্তব্ধ হইয়া তবে ছায়া-মূর্ত্তি সম
এসো ইলা পশ্চাতে আমার—

[উভয়ের প্রস্থান।

গয়া। (স্বপ্ন ঘোরে) অন্ধকার—অন্ধকার—
ঘনীভূত অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত একি মহা দুর্গম প্রদেশ!
বায়ু নাহি বহে হেথা,
নাহি হেথা আলোক প্রকাশ
স্থির অচঞ্চল মহা শূন্যময় দেশ!
একি, একি,
অকস্মাৎ কোথা হ'তে উঠিতেছে মৃদুল সঙ্গীত!
না—না—এ নহে তো সঙ্গীত লহরী—
এযে রে ক্রন্দন রোল।
বুঝি নিপীড়িত জীবকুল আর্ত্তস্বরে করিছে ক্রন্দন।
তার মাঝে ইলা—ইলা! ইলা!
না না সে ক্রন্দন বিমথিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া
ও কি কালমূর্ত্তি আসি গগনে উদিল?
ও কি মহা ভয়ঙ্কর নির্ম্মম মূরতি।
কে তুমি—কে তুমি হে নিষ্ঠুর ভয়াল?—

(যমের ছায়া-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

যম। হে দানব,
চিনিতে পার কি মোরে?
স্বপ্ন চক্ষু প্রসারিয়া ভাল করি দেখ পুনর্ব্বার।
পার কি চিনিতে?

গয়া। হাঁ, চিনেছি—চিনেছি তোমা
তুমি যম মৃত্যু-অধিপতি।
চিনিব না তোমারে শমন ?
তোমারি দমন লাগি মনে মনে অভিলাষ মোর।
তব পুরী ধ্বংশ করি মৃত জীব-আত্মাগণে চিরমুক্তি দিব
এই কামনায় মোর উদ্দীপ্ত অন্তর।

যম। সে কামনা বিসর্জ্জিতে হবে।
যমপুরী অভেদ্য অটল
অনাদি অনন্তকাল স্থির রবে তাহা।
দেহধারী জীব সে তো অতি তুচ্ছ কথা :—
যমপুরী বিনাশ প্রয়াস দেবেরও অসাধ্য জেনো।

গয়া। অসাধ্য—অসাধ্য ! দেবের অসাধ্য-যাহা
ইচ্ছা মাত্রে গয়াসুর পূর্ণ করে তাহা।

যম। তবু কহি ইচ্ছা ত্যাগ কর দৈত্যরাজ !

গয়া। ইচ্ছা ত্যাগ ! যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
অটুট সঙ্কল্প মম।

যম। অটুট সঙ্কল্প !

গয়া। অটুট সঙ্কল্প।

যম। উত্তম, দেখ তবে রে দানব—
কাহারে বন্দিনী করি আনিয়াছি সাথে।

(ইলার ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব)

গয়া। কে—কে হোথায় ছায়াময়ী নারী !
একি ইলা—ইলা ? নন্দিনী আমার !

যম। তোমার নন্দিনী—তোমার নন্দিনী ইলা।
তারে নিয়ে চলিলাম যমপুরী মাঝে।
নিপীড়িতা নির্য্যাতিতা করিব তাহারে
জীবন্ত রাখিয়া দিব তপ্ত তৈল ফুটন্ত কটাহে ;
পিতার পাপের ফল কন্যা তব করিবে সম্ভোগ।
চলিলাম ইলারে লইয়া—
মায়া স্বপ্নে আচ্ছাদিত তুমি,
সাধ্য নাই হে দানব নিবারণ করিতে আমারে।

গয়া। কভু নয়, কভু তাহা হইতে দিব না।
সাধ্য যদি নাহি নিবারিতে
তবু তোমা উচ্চকণ্ঠে কহি শোন' দেবতা শমন
বিষ্ণু তেজোদীপ্ত আমি দৈত্য গয়াসুর—
আমার বাণীর মাঝে ব্রহ্মশক্তি করে অধিষ্ঠান,
সেই বাণী ত্রিলোকে শুনায়ে আজি করি উচ্চারণ—
মম কন্যা দেব হস্তে নির্য্যাতিতা হবে না কখন ;
দেবতার স্পর্শমাত্রে
কন্যা মোর শিলা মূর্ত্তি করিবে গ্রহণ ;—
পাষাণী—পাষাণী হইবে ইলা দেবতার কাছে।
সে পাষাণ আমার পরশে শুধু লভিবে চেতনা—
পাষাণী—পাষাণী ইলা দেবতার কাছে।

যম। তথাস্তু—তথাস্তু, হাঃ হাঃ হাঃ !

(নেপথ্যে আর্ত্তরোল)

গয়া। (জাগ্রত হইয়া) এ কি আর্ত্তরোল !

এ কি বিভীষিকা !
দীপ্তজিহ্ব—দীপ্তজিহ্ব !

(দীপ্তজিহ্বের প্রবেশ ।)

দীপ্ত । মহারাজ—মহারাজ, নিদ্রাঘোরে ডাকিছেন কারে ?
দুঃস্বপ্ন কি দেখেছেন প্রভু ?

গয়া । দুঃস্বপ্ন ! না—না, এখনো দেখিছি বুঝি
স্পষ্ট দেখিতেছি মোর আঁখির সম্মুখে ।
ওই—ওই হের দীপ্তজিহ্ব
ধূমরাশি-আচ্ছাদিত বহ্নিময় পুরী ।
কাল নদী সে পুরীরে ক'রেছে বেষ্টন ।
বিষধর নাগদল কুম্ভীর মকর
তরঙ্গ উচ্ছাসে তার করে গরজন !
ওই—ওই হের, ছায়ামূর্ত্তি জীবদলে
দণ্ডধারী যমদূত করিছে তাড়না ।
কেহ ছিন্ন-মুণ্ড তার, কেহ বা রুধিরে সিক্ত হস্ত-পদহীন,
কেহ বা কবন্ধ-মূর্ত্তি ভীষণ-দর্শন ।
ওই—ওই চক্রসম অগ্নিরাশি ঘুরে চতুর্দ্দিকে,
মাংসাহারী বজ্রনখ বাজপক্ষীদল
ছিঁড়িছে দেহের মাংস পাকসাট মারি ।
ওঃ কি অবিচার ! মৃত জীব-আত্মা'পরে
শমনের একি অবিচার !

(নেপথ্যে মৃত জীবাত্মাগণ । রক্ষা করো—রক্ষা করো ।)

গয়া । ভয় নাই, ভয় নাই জীব-আত্মাগণ ;—

ব্রহ্ম অস্ত্র করিয়া সন্ধান
যমপুরী ভস্ম সম বাতাসে উড়াবো
কৃতান্ত-কবল-মুক্ত তোমরা সকলে
আমার তপস্যা বলে উর্দ্ধলোকে লভিবে আশ্রয়।

(সহসা কাল পাষাণখণ্ডে পুরী-দ্বার আচ্ছাদিত হইল)

একি পাষাণ ফলক আসি রুধিল দুয়ার!
ওরে—ওরে দুরন্ত শমন
ভেবেছিস্ এইরূপে পাবি পরিত্রাণ?
ভাঙ্গিব পাষাণ দ্বার—
চূর্ণীকৃত করিব রে সকল প্রয়াস।
দেখ চেয়ে দাঁড়ায়ে শমন—

(অস্ত্রক্ষেপ—পাষাণ ভাঙ্গিয়া গেল, তন্মধ্যে বাণবিদ্ধা রক্তাক্ত ইলা)

ইলা। উঃ—পিতা, পিতা—

গয়া। একি—একি—
পিতা ব'লে কে ডাকে আমারে!
ইলা? ইলা? বাণবিদ্ধা নন্দিনী আমার!

(বুকে টানিয়া লইলেন)

তুই হেথা—তুই হেথা আসিলি কেমনে?

ইলা। পিতা!

গয়া। ও হ'য়েছে স্মরণ! পাষাণী হইবে ইলা,—
স্বপ্ন ঘোরে বলেছিনু আমি
সে পাষাণ মোর স্পর্শে লভিবে চেতনা।
নিয়তি! নিয়তি!

চেতনা লভিলি কন্যা

পিতৃহস্ত-নিক্ষেপিত বাণের চুম্বনে! ওহো—হো—

ইলা। না—না, কাঁদিও না পিতা,

কোনো দুঃখ নাহি মোর।

এইতো গো তব ক্রোড়ে মস্তক রেখেছি

বাণমুখে স্নেহ-সিক্ত চুম্বন লভেছি,—

মরণেরে জয় করি গর্ব্বোদ্ধত শিরে

পুণ্যময় তব কথা স্মরিতে স্মরিতে

অমৃতমণ্ডল মাঝে চলিয়াছি পিতা।

আর তবে কি দুঃখ আমার?—

গয়া। ইলা—ইলা—

ইলা। না—না কাঁদিও না তুমি;—

দেবতা হাসিবে তাহে কাঁদিও না পিতা।

গয়া। ইলা!

ইলা। পিতা!

বিদায়ের কালে একমাত্র মিনতি জানাই

বড় দুঃখ—বড় দুঃখ সহে জীব শমন ভবনে।

দেখেছি নিজের চোখে জীবের যাতনা।

সে যাতনা দূর ক'রো পিতা।

গয়া। করিব, করিব মাগো

শেষ রক্তবিন্দু দিয়া সে চেষ্টা করিব।

(ইলার মৃত্যু)

ইলা—ইলা—

দীপ্ত। মহারাজ!

গয়া। যাও কন্যা,
মরণের পথ ধরি চলে যাও অমৃত আলোকে,
মৃত্যু তোমা স্পর্শিবে না কভু।
যাও তুমি জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র মণ্ডলে
উদয় শিখর'পরে শুকতারা হ'য়ে কন্যা করহ বিরাজ।
আকাশের দেবগণ
মুগ্ধনেত্রে যুগ যুগ দেখুক চাহিয়া ;
আর মর্ত্ত্যলোক হ'তে দেখি,
আমি তোর ভাগ্যহত পিতা গয়াসুর।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মেঘলোক।

(বিষ্ণু, ইন্দ্র, যম, পবন ইত্যাদির প্রবেশ ।)

বিষ্ণু। কি করিলে দেবতা শমন !
ধিক্—ধিক্ ওহে অমর মণ্ডলী !
বিষ্ণুভক্ত ন্যায়শীল দান-ব্রতধারী
তিনলোকে অকলঙ্ক চরিত্র যাহার
সেই পুণ্যশ্লোক দানব-সম্রাটে
হেন নীচ নির্ম্মম উপায়ে কন্যাহারা
করিলে সকলে ?

যম। নিরুপায়—নিরুপায় হ'য়েছিনু শুন নারায়ণ
পুরী মোর অগ্নিবাণে ভস্ম হ'য়ে যায়
লুপ্ত হয় বুঝি মোর অমোঘ শাসন
তাই—তাই নিরুপায় হ'য়ে—

বিষ্ণু। তাই নিরুপায় হ'য়ে
দেবতা বিজয়ী যেই মহাবীর্য্যবান
হস্তে গলে শৃঙ্খলিত করিয়া তোমারে
পুনর্ব্বার আপনার করুণার বলে

বিনাসর্ত্তে মুক্তি দিল লৌহ-কারা হ'তে—
মহত্ত্বের প্রতিদান করিয়াছ তার
কন্যাহারা করিয়া তাহারে !
চমৎকার বিচার তোমার !
তিনলোকে ব্যাপ্ত হ'ল দেবতার ধর্ম্মের গৌরব !

(প্রস্থানোদ্যত)

ইন্দ্র। প্রভু, প্রভু, রোষ ক্ষুব্ধ হইও না তুমি।
ভেবে দেখ একবার কত নিরুপায় হ'য়ে
এ হেন নিষ্ঠুর কার্য্য করেছিল দেবতা শমন।
অন্যথা করিলে ব্রহ্ম-অস্ত্রধারী সেই দানবের করে
লুপ্ত হ'য়ে যেত প্রভু শমন শাসন।
বাণাগ্নিতে তার ভস্ম হ'ত বিশ্বসৃষ্টি পলক মাঝারে।
তাই বিশ্বলোক রক্ষা হেতু—

বিষ্ণু। বিশ্বলোক রক্ষা হেতু ?
সে কার্য্য আমার।
প্রয়োজন হ'লে, অস্ত্র ল'য়ে করে
আমি রক্ষা করিতাম শমনে তোমার !
দেব পুরন্দর !
ভাবিয়াছ এই ভাবে কন্যাহারা করিয়া তাহারে,
বিশ্বলোক ক'রেছ রক্ষণ !
রক্ষিয়াছ শমন শাসন ?
সিংহের বিবর হ'তে চুরি ক'রে নিয়ে এসে
শাবক তাহার—
ভাবিয়াছ বুঝি সবে পাবে পরিত্রাণ !

বেশ তাই হোক।
নিজ হস্তে লইয়াছ বিচারের ভার
ফল তার ভুঞ্জিবে আপনি।

ইন্দ্র। প্রভু,
পরিত্যাগ করিও না দেবতা মণ্ডলে।

বিষ্ণু। পরিত্যাগ দেবকুলে করি নাই কভু
কিন্তু অসম্ভব কার্য্য যাহা—কেমনে করিব ?
সুবিচারে কেমনে দানিব বাধা ?
অতি দর্পী হ'য়েছ শমন,
অধিকার যদি তব সঙ্কুচিত হয়
আপন কার্য্যের ফলে—
বাধা দিতে তাহে
নারায়ণ অপারগ জানিহ নিশ্চয়।

ইন্দ্র। রক্ষা করো—রক্ষা করো দেব নিরঞ্জন।
চরণে আশ্রিত তব কাঁদে দেবগণ।

বিষ্ণু। ছাড় পথ, নারায়ণ কভু নাহি দানিবে আশ্রয়
অপরাধী নির্ম্মম নিষ্ঠুরে।
জান পুরন্দর,
বিষ্ণু-ভক্ত মহাবীর দৈত্য গয়াসুর !
ভক্ত কাছে নারায়ণ চির পরাজিত—
তদুপরি মাতৃ-শক্তি অস্ত্র বর্ম্ম সদা
অঙ্গ তার করয়ে রক্ষণ—
দুর্ভেদ্য সে বর্ম্ম,—ব্যর্থ যাহা ক'রেছিল
ত্রিশূলির শূল !

কোন্‌রূপে—কোন্‌রূপে পরাজিবে দৈত্য গয়াস্থরে ?
যাই—বিতণ্ডায় কাল বয়ে যায়।
ওই ভক্ত ডাকে মোরে আকুল আহ্বানে,
রোধিবার শক্তি নাই, যেতে হবে ত্বরা।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। কি হবে উপায় মোদের তবে ?
নারায়ণ বিরূপ মোদের !

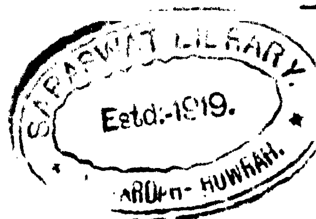
পবন। পরাজয় স্থনিশ্চিত—
রণজয় অসম্ভব গণি !

যম। যা হবার হবে, কিবা ফল চিন্তা করি আর ?

ইন্দ্র। এক পন্থা—নাহি জানি
সম্ভব কি অসম্ভব তাহা !

যম। কহ ত্বরা কোন যুক্তি ক'রেছ বাসব ?

ইন্দ্র। মাতৃশক্তি অস্ত্র-বর্ম্ম
কোনরূপে যদি পারি করিতে হরণ।
এস যুক্তি করিব নিভৃতে। [সকলের প্রস্থান।



দ্বিতীয় দৃশ্য

গয়াসুরের বিষ্ণু-মন্দির।

গয়া। সবিতৃ মণ্ডল মাঝে কমল আসন
হে আরাধ্য আদি দেব—
সচন্দন পুষ্প অর্ঘ্য লহ উপহার।
বহুদিন—বহুরূপে
তব পদে বহুবিধ কাম্য বস্তু ক'রেছি প্রার্থনা,
ধনরত্ন—ঐশ্চর্য্য—বিভব—
লোকান্তরে মোক্ষধাম—অভয় চরণ—
কিছু আজ নাহি চাহি, শুন ইষ্টদেব ;—
বিড়ম্বিত জীবনের একমাত্র কামনা আমার—
শমন দমন শক্তি দেহ নারায়ণ !
যমজয়ী মহাবীর্য্য দেহ।

(নারায়ণের আবির্ভাব।)

বিষ্ণু। গয়, গয় !

গয়া। আসিয়াছ নারায়ণ !
ভক্ত প্রতি হ'য়েছ সদয় ?

বিষ্ণু। শোনো গয়, আসি নাই মনোবাঞ্ছা তব করিতে পূরণ
আসিয়াছি ভক্ত পাশে মিনতি জানাতে
অসম্ভব প্রার্থনা করিয়া, বিপন্ন কোরো না মোরে।
শমন দমন বাঞ্ছা কর পরিহার !

আমি রত সৃষ্টির রক্ষণে—জীবের পালনে
সৃষ্টি ধ্বংশ কেমনে করিব ?

গয়া। বাঞ্ছাকল্পতরু! যম তব সব হ'ল, জীব কিছু নয়!
আর্ত্তজীব করিছে ক্রন্দন—
যম-দণ্ডে নির্য্যাতিত জীবাত্মার তীব্র আর্ত্তনাদ
পশে না কি শ্রবণে তোমার ?
করুণায় বিগলিত-চিত্ত—হে দয়াল, শুধু যম তরে ?
বেশ তাই যদি হয়—
শুন নারায়ণ, কর তুমি কর্ত্তব্য আপন
বাধা নাহি দিব,
অটুট সঙ্কল্প মোর আমিও রাখিব।
শমন দমন তরে যদি হয় প্রয়োজন
তব সনে করিবারে রণ
তথাপি—তথাপি আমি না বর্জ্জিব সঙ্কল্প আপন.
দেখি তুমি কেমনে থাকহ স্থির জীবের ক্রন্দনে!
একি—একি! জল কেন চোখে ?
নীল ইন্দিবর আঁখি কেন ভাসে নীরে ?
কাঁপে মূর্ত্তি থর থর ভূকিকম্পে ভূধর সমান।
উপাসক উপাস্যের হইবে সমর
পিতা পুত্রে রণ আয়োজন—
তাই বিচলিত-হিয়া হ'লে নারায়ণ ?
না—না, কাঁদিও না আরাধ্য আমার
যে বাসনা নিজে তুমি জানাইতে সঙ্কোচ ক'রেছ
আমি শুধু সে বাসনা জানাই দেবতা!

বিষ্ণু। গয়, গয়!

গয়া। যাও ত্বরা নারায়ণ—
কর গিয়া রণ-আয়োজন।
আমারে না করিয়া হনন—শমনেরে নারিবে রক্ষিতে।
কোন যুক্তি শুনিব না আমি।
আমিও চলিনু এবে অস্ত্র বর্ম্মে সজ্জিত হইতে।

(নারায়ণের প্রস্থান ও স্বর্গের প্রবেশ।)

স্বর্গ। দৈত্যরাজ,—

গয়া। একি, দেবমাতা!

স্বর্গ। ভিখারিণী—আসিয়াছি ভিক্ষা হেতু
তোমার দুয়ারে।

গয়া। অসঙ্কোচে কর আজ্ঞা দেবেন্দ্র জননী।
বিষ্ণু সনে হবে রণ বিলম্বের নাহি অবকাশ।
রণযাত্রা পূর্ব্বভাগে
ত্রিলোক সাম্রাজ্য আমি যাবো বিতরিয়া।
কহ স্বর্গদেবী, কি কামনা তব?
হৃতরাজ্য বাসবের ফিরে চাও মাতা?

স্বর্গ। হৃতরাজ্য! হৃতরাজ্য প্রত্যর্পিবে?
হৃতরাজ্য প্রত্যর্পিলে যশোগাথা দানবের ঘোষিবে জগত।
ম্লান হবে দেবের মহিমা।
না—না, রাজ্য ভিক্ষা নাহি চাই।
ওই তব মাতৃ-শক্তি অস্ত্র-বর্ম্ম কর মোরে দান।

গয়া। কি—কি বলিলে দেবী?

মাতৃ-শক্তি অস্ত্র-বর্ম্ম !
সমস্ত বৈভব ফেলি, সর্ব্ব অস্ত্র দিয়া বিসর্জ্জন
যে শক্তির 'পরে শুধু নির্ভর করিয়া
ইষ্টদেব নারায়ণে আহ্বানিনু রণে
রণযাত্রা পূর্ব্বভাগে সেই অস্ত্র-বর্ম্ম তুমি করিলে প্রার্থনা !
ভেবে দেখ—ভেবে দেখ সুরেন্দ্র জননী,
কত মর্ম্মাতিক কত না নির্ম্মম দেবী প্রার্থনা তোমার।

স্বর্গ। কিছু আমি চাহি না শুনিতে
ইচ্ছা হয় দাও অস্ত্র-বর্ম্ম
নাহি দাও শূন্য হস্তে ফিরে চ'লে যাই।

গয়া। রুষ্টা হইয়ো না দেবী,
প্রার্থনা পূরণ তব অবশ্য করিব।
হয়তো বা এই দান পরিণাম অতীব ভীষণ,
হয়তো বা রণক্ষেত্রে হবে ইথে মরণ আমার ;
কিন্তু মৃত্যুরে ডরি না আমি দৈত্য গয়াসুর।
নারায়ণ সহ রণে মরণ বরণ—
কয়জন ভাগ্যবান লভিয়াছে কবে ?
ইষ্টদেব চাহিছেন নিরস্ত্র করিয়া মোরে সমরে ভেটিতে !
দাঁড়াও জননী,
অস্ত্র-বর্ম্ম নিয়ে আসি মন্দির হইতে—

(মন্দির মধ্যে প্রবেশ)

একি, একি, অস্ত্র-বর্ম্ম কেন আমি পারি না তুলিতে !
কি আশ্চর্য্য !
যেই মুষ্টি নিষ্পেষণে

মত্ত সিংহ ভূমে লুটে গর্জ্জন করিয়া—
যে বাহুর বজ্রচাপে
চূর্ণ হয় কত শত পর্ব্বত শিখর,
সে দুর্জ্জয় মুষ্টি আজি অস্ত্র-বর্ম্ম-স্থানচ্যুত করিতে অক্ষম !
দেবী একি হ'ল ?

স্বর্গ। দৈত্যরাজ, ছলনার নাহি প্রয়োজন।
ত্রিংশকোটী দেব সহ শূলধারী আপনি শঙ্কর
যার বাহুবলে পরাজিত হইল সমরে—
সামান্য ধনুক বর্ম্ম সেই জন পারে না তুলিতে ?
স্পষ্ট কথা কহ দৈত্যপতি,
অস্ত্র বর্ম্ম দানিবার ইচ্ছা নাহি তব।

গয়া। মাতা—মাতা,—
না, না, কে তুই—কে তুই শক্তি অলক্ষ্য-চারিণী
অস্ত্র বর্ম্ম রাখিস্ ধরিয়া ?
ছেড়ে দে—ছেড়ে দে ত্বরা।
আঃ ছাড়—ছাড় মায়াবিনী !

ধরিত্রী। (নেপথ্যে) উঃ !

গয়া। একি আর্ত্তনাদ !

(ধরিত্রীর প্রবেশ।)

ধরিত্রী। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও গয়াসুর,
অস্ত্র-বর্ম্ম করিও না দান ;
সর্ব্বস্ব হারায়ে আমি বেঁচে আছি একমাত্র তোর মুখ চাহি।
কাঙালিনী ধরণীর তুই যাদু অন্তিম সম্বল।

দিব না—দিব না আমি
অস্ত্র-বর্ম্ম করিতে প্রদান।
ইচ্ছা হয় তার আগে লহ মোর প্রাণ।

গয়া। মাতা—মাতা, একি আকুলতা তব?
সর্ব্বং-সহা নামে তুমি খ্যাত চরাচরে!
রাত্রি দিন কত অবিচার—কত নির্য্যাতন মাগো
হাসি মুখে সহিতেছ তুমি;—
কত পুষ্প ফুটে তোর বনে, অকালে ঝরিয়া যায়—
কত সুখ নীড় তোর, মত্ত প্রভঞ্জন আসি
ভাঙ্গিয়া উড়ায়—
নিশ্চল বসিয়া তুই দেখিস সকল—
সব ব্যথা বুকে তোর লুকাইয়া রয়!
মাগো, আজ তবে একি আকুলতা তোর?
ভয় নাই ওরে মাতা, মৃত্যু যদি হয়—
তবু আমি তোরই কোলে লভিব আশ্রয় —
তোরে ছেড়ে কোথাও না যাব।
দেবমাতা, অস্ত্র-বর্ম্ম করহ গ্রহণ। (অস্ত্র-বর্ম্ম দান)

[স্বর্গের প্রস্থান।

ধরিত্রী। কি করিলি—কি করিলি গয়াসুর?

গয়া। মাতা,—

ধরিত্রী। নিষ্ঠুর রাক্ষসী স্বর্গ, সন্তানের মাতা হ'য়ে
বুঝিলি না জননীর ব্যথা।
মাতা হ'য়ে চিতানল মাতৃ-বক্ষে দিলিরে জ্বালিয়া।
শোন্ ওরে নির্ম্ম পাষাণী,

অভিশাপ দিল তোরে সর্ব্বহারা ব্যথিতা ধরণী—
মোর বুকে যেই রূপ জ্বেলে দিলি চিতার আগুন
তোরও বুকে সেই রূপ—

গয়া। মাতা—মাতা, পায়ে ধরি তোর
যে দান করিনু আমি—অভিশাপ দিয়ে
সে দানেরে দিস্ না পুড়ায়ে !
তার আগে মোর শিরে দেরে অভিশাপ।

ধরিত্রী। পুত্র, পুত্র—

গয়া। না—না, অশ্রুপাত নহে, নহে আঁখিজল,
কাঁদিতে দিব না তোরে জননী আমার।
চুপ্—চুপ্, আয়—আয় মাগো সাথে চলে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বিষ্ণু ও ইন্দ্রের প্রবেশ)

বিষ্ণু। কি করিলে হে বাসব,
অতি বুদ্ধি বশে
সর্ব্বনাশ পুনরায় আনিলে ডাকিয়া !
ছলনায় অস্ত্র বর্ম্ম করিয়া হরণ
অস্ত্রহীন করিলে দানবে ?
এবে কহ পুরন্দর,
নিরস্ত্র শত্রুর সনে
নারায়ণ কি প্রকারে করিবেক রণ ?

ইন্দ্র। দেব !

বিষ্ণু। অস্ত্রযুক্ত গয়াসুর থাকিত যদ্যপি

হয়তো বা তার সনে রণ
সম্ভব হইত কভু।
কিন্তু এবে তার মুক্ত বক্ষ, মুক্ত মর্ম্মস্থল—
সেথা আমি কোন প্রাণে সুদর্শন করিব সন্ধান?

ইন্দ্র। বুঝি হীনবুদ্ধি বশে
সর্ব্বনাশ দেবতার আনিনু ডাকিয়া—
হিতে হৈল বিপরীত,
গয়াসুরে করিলাম অবধ্য বিষ্ণুর!
নারায়ণ—নারায়ণ, কৃপা কর দেবতার প্রতি
রক্ষা কর এ মহা সঙ্কটে।

বিষ্ণু। সঙ্কট!
কি সঙ্কটে আছ দেবগণ?
নারায়ণ যে সঙ্কটে উদ্‌ভ্রান্ত আজিকে
তার তুলনায় তোমাদের কতটুকু হ'য়েছে সঙ্কট?
যাহার দর্শন মাত্র সারা তনু মন মোর চঞ্চল অধীর—
যাহার নয়ন পাতে নয়ন পড়িতে
দরধারে অশ্রু ঝরে তিতিয়া বসন,
অন্যায় সমর করি
তাহারে বধিতে হবে হানি সুদর্শন?
অসম্ভব—অসম্ভব, পারিব না তাহা;
সারা হৃদি কেঁদে ওঠে আকুল উচ্ছ্বাসে—
ইচ্ছা জাগে মনে—বাড়ায়ে ব্যাকুল বাহু
দানবীর ভক্তে মোর টেনে লই বক্ষের মাঝারে!
ওই—ওই সে আসিছে বুঝি এই দিক পানে!

দু' নয়নে বিদ্যুৎ প্রবাহ—তাহার আড়ালে হের
কি করুণ বেদনার মেঘ ঘনায়েছে !
কন্যার বিরহ-ক্লিষ্ট ভগ্ন-চূড় হিমাদ্রি সমান—
বাহিরে দম্ভের বেশ, রণসজ্জা কার্ম্মুক কৃপাণ
অন্তরালে বক্ষে লেখা ইষ্টদেব নারায়ণ নাম।
ঐ মূর্ত্তি—ঐ মূর্ত্তি আকুলিল মোরে,
হস্ত হ'তে খসে বুঝি চক্র সুদর্শন !
না—না, যাই—যাই পালাই এখনি।
পুরন্দর, অসুর চাহিলে রণ কহিও তাহারে—
বিনা রণে পরিহার মাগি' তার কাছে
কাঁদিয়া ফিরিয়া গেছে তার নারায়ণ।

(গয়াসুরের প্রবেশ।)

গয়া। কে কাঁদে—কে কাঁদে ?
অসুর বধিতে এসে কাঁদে নারায়ণ ! হাঃ হাঃ হাঃ !
দাঁড়াও—দাঁড়াও হে লক্ষ্মীপতি,
হেন অপরূপ মূর্ত্তি তব
আমি না দেখিব যদি কে দেখিবে তবে ?
বাঃ বাঃ পীতবাস, পীতধড়া, গলে ফুলমালা,
ভালে লেখা কস্তুরিকা কুঙ্কুম চন্দন
মরি ! মরি ! শ্যামায়িত দেহখানি কাঁপে থর থর—
দক্ষিণ সমীরে যথা বিকম্পিত মাধবী বল্লরী।
কাজল-নিবিড় পক্ষ্ম নয়ন-পল্লব
মধুমত্ত ভৃঙ্গ সম ক্ষণে উঠে পড়ে,

তাহার আড়ালে
নীলাব্জ নয়ন কোলে মুক্তা বিন্দুসম ওকি
করে ছল ছল !
দেখি—দেখি
আনত কোরো না আঁখি, দেখি নারায়ণ !
ঐ—ঐ আবার ঝরিল জল—তিতিল বসন
অলকা তিলকা লেখা সব মুছে গেল।
হের—হের পুরন্দর, অসুর বধিতে এসে
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকর
লক্ষ্মীপতি নারায়ণ করিছে ক্রন্দন।

ইন্দ্র। প্রভু—প্রভু, আঁখি তোলো
চাহ ফিরে দেবতার পানে!

গয়া। থাক্ ডাকিয়ো না নারায়ণে—ডাকিতে হবে না।
ঐ চারু গণ্ড বাহি আমারি কারণে যদি ঝরে অশ্রুধারা—
আমারে সমর দিতে কাতর হইয়া
কাঁদিয়া আকুল যদি ত্রিলোক ঈশ্বর,
সে ক্রন্দন বারণ কারণ
এই আমি অস্ত্রত্যাগ করিলাম রণে।
হে ঈশ্বর! বর চাও,
বর লয়ে রক্ষা কর শমনে তোমার।
কল্পতরু সম আজ শঙ্কিত ঈশ্বরে আমি
প্রদানিব বর।

বিষ্ণু। গয়াসুর—গয়াসুর,
বুঝিয়াছি কি কারণ বরদান করিবারে চাহ নারায়ণে।

বর দিয়ে চাহ তুমি নারায়ণে রক্ষিতে সঙ্কটে ?
কিন্তু গয়, সে তো আমি লইতে পারি না।

গয়া।　শুনিব না কোনো কথা।
হয়—হবে দুরন্ত সমর,
নতুবা হে লক্ষ্মীপতি, পরাজয় মানি তুমি মেগে লবে বর।

বিষ্ণু।　গয়—প্রিয়বর—

গয়া।　শুনিব না নারায়ণ—ভুলিব না ঘন শ্যাম মাধুরী হেরিয়া।
বর চাও, সৃষ্টি যদি চাহ গো রক্ষিতে—নহে ছাড় পথ
শমনে ভেটিতে দাও সম্মুখ সমরে।

বিষ্ণু।　উত্তম, তাই হোক্ তবে !
নিয়ম-তান্ত্রিক বিশ্বে জেগেছিল মত্ত প্রভঞ্জন
সেই ঝড় আজি তবে শান্ত হ'য়ে যাক
স্থির হোক্ বিক্ষুব্ধ সাগর।
দাও বর গয়াসুর,
ত্রিলোক-পূজিত নারায়ণ প্রার্থী আজি তোমার নিকটে—
শোন' গয়,
আজি হ'তে পাষাণ হইয়া তুমি রণক্ষেত্রে করহ শয়ন।
পাষাণ—পাষাণ হইয়া হেথা
সুপ্ত রহ দৈত্যপতি যুগ যুগান্তর।

গয়া।　তথাস্তু—তথাস্তু !
আরাধ্য দেবের ইচ্ছা করিতে পূরণ
রণস্থলে লব আমি অনন্ত শয়ন।
ইষ্টদেব, শিরে রেখো কমল-চরণ।

বিষ্ণু।　ভক্ত, তুমি দিতে চেয়েছিলে বর

সে বরে পাষাণ-রূপী করিনু তোমারে।
প্রিয়তম, এই ক্ষণে তুমি চাহ বর,
নহে মোর হবে অপমান !
নারায়ণে বিক্ষুব্ধ ক'রো না।

গয়া। এ আবার কোন্ লীলা তব নারায়ণ,
পুরাইতে চাহ তুমি অন্তরের কামনা আমার,
এত দয়া ভক্ত প্রতি তব নারায়ণ ?
বেশ তাই যদি হয়—বর তবে দেহ নারায়ণ
এই মোর শিলাশয্যা 'পরে—এই তব পদাঙ্ক উপরে
পিতৃলোক উদ্দেশিয়া পিণ্ডদান করিবে যে জন
সে মূহুর্ত্তে যমপুরী-মুক্ত হ'য়ে পিতৃগণ তার
মহানন্দে দিব্যধামে করিবে প্রয়াণ।

বিষ্ণু। তথাস্তু—তথাস্তু।
নিজমুখে প্রচারিনু আমি নারায়ণ,
এ শিলা শয়ন 'পরে পিণ্ডদান করিলে তখনি—
জীবাত্মা বিমুক্ত হবে যমালয় হ'তে
দিব্যধামে হবে তার অনন্ত প্রয়াণ।
হে ভক্ত, আজি হ'তে এইস্থান তোমার স্মরণে
বিশ্বে হবে পরিচিত—
পুণ্যধাম গয়াতীর্থ রূপে।
প্রিয়তম, আর কেন ?
দেহ তব থাক্ হেথা পাষাণ হইয়া
আত্মা তব দেহ মোরে—
নিয়ে যাই মহোল্লাসে বৈকুণ্ঠ ভবনে।

গয়া। প্রয়োজন নাহি নারায়ণ,
নাহি চাই বৈকুণ্ঠ নিবাস।
ধরিত্রী মাতার বুকে করিব শয়ন।
বক্ষে মোর ইষ্টদেব বিষ্ণুর চরণ
অপূর্ব্ব এ দৃশ্য অভিরাম
ঊর্দ্ধ হ'তে দেখিবেক নক্ষত্র নিকর—
নিশান্ত গগন হ'তে দেখিবে প্রত্যহ
শুকতারা নন্দিনী আমার,
বিড়ম্বিত জীবনের শেষ পরিণাম
ইষ্টদেব, চিরদিন কামনা আমার।
শিলারূপে রহিলাম—
নির্য্যাতিতা মাতা মোর ধরণীর বুকে।
হেথা শুয়ে যুগে যুগে মহানন্দে
নেহারিব জীবাত্মার পরম উদ্ধার।
দেবের চক্রান্তে কভু,
কিম্বা দুষ্ট শমনের ছলে,
পিণ্ড দিয়ে তবু যদি জীবাত্মার
কোনো দিন না হয় উদ্ধার—
পাষাণ ভাঙ্গিয়া আমি উঠিব সে দিন,
বাণে বাণে স্বর্গলোক
ভস্ম করি বাতাসে উড়াব।
কাজ নাই—কাজ নাই বৈকুণ্ঠে আমার,
বিষ্ণু-পাদপদ্মযুগ মস্তকে ধরিয়া—
এই আমি মাতৃবক্ষে রহিলাম শুয়ে— (শয়ন)

বিষ্ণু। ভয় নাই ভক্ত মোর, বাণী মোর না হবে অন্যথা,
গয়াতীর্থে পিণ্ডদান
কোন দিন কোন কালে হবে না বিফল।

(অন্তরীক্ষে সমবেত কণ্ঠে গীত হইল—

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্ত সিন্ধবঃ মাধ্বীর্ণ সন্তোষধীঃ।)

-:০:-

যবনিকা।

